সূচীপত্র ১


مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

# সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ১১-১২

১৬ ডিসেম্বর-২০২৪

সোমবার

আল জায়তুনা মসজিদ, তিউনিসিয়া

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
# আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

## গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

## ব্যাংক একাউন্টসমূহ

### বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

### বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

### সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

### মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
# আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৬
✱ সংখ্যা : ১১-১২
✱ বার : সোমবার

◈১৬ ডিসেম্বর- ২০২৪ ঈসায়ী
◈০১ পৌষ- ১৪৩১ বাংলা
◈১৩ জমাদিউস সানি- ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সম্পাদক | : ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬ | বিপণন অফিসার | : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০ |
| সহযোগী সম্পাদক | : ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭ | কম্পিউটার বিভাগ | : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭ |
| ব্যবস্থাপক | : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১ | টেলিফোন | : ০২-৭৫৪২৪৩৪ |

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

## مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين


### গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

| দেশ | বার্ষিক | সান্মাসিক |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ৭০০/- | ৩৫০/- |
| দক্ষিণ এশিয়া | ২৮ U.S. ডলার | ১৪ U.S. ডলার |
| এশিয়ার অন্যান্য দেশ | ৩০ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| সিঙ্গাপুর | ৩৫ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই | ৩০ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| মধ্যপ্রাচ্য | ৩৫ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ | ৫০ U.S. ডলার | ২৬ U.S. ডলার |
| ইউরোপ ও আফ্রিকা | ৪০ U.S. ডলার | ২০ U.S. ডলার |

### “সাপ্তাহিক আরাফাত”

**ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড**

**বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)**

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

### “সাপ্তাহিক আরাফাত”

**অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫**

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

## সূচিপত্র


- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম:**
  - **পারস্পরিক সম্পর্ক : স্রষ্টা প্রদত্ত এক অপার...**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ:**
  - **রাস্তার হক্বসমূহ**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
- **প্রবন্ধ:**
  - **প্রতারণার কুটজাল: বিব্রত নাগরিক সমাজ**
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১১
  - **নিকৃষ্ট নিবাস জাহান্নাম**
    আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান- ১৩
  - **যৌবনের দিনগুলো**
    অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার- ১৬
- **ক্বাসাসুল কুরআন:**
  - **সন্তানের প্রতি লুক্বমান (আলাইহিস সালাম)-এর উপদেশ**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ১৯
- **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস:**
  - **আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুম্বন করে চোখে বুলানো**
    আরাফাত ডেস্ক- ২১
- **প্রাসঙ্গিক ভাবনা:**
  - **যে মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীন বাংলায় প্রথম কারাবরণ করেন**
    আব্দুস সাত্তার- ২২
- **ইতিহাস ঐতিহ্য:**
  - **পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র**
    মো. কায়সার আলী- ২৩
- **সমাজচিন্তা:**
  - **বিপদগামী যুবসমাজ; হুমকির মুখে বিশ্ব মানবসভ্যতা**
    শুয়াইব বিন আহমাদ- ২৬
- **আন্তর্জাতিক:**
  - **সিরিয়ার বিজয়ে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন**
    মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম- ৩০
- **অভিমত:**
  - **ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তীকালীন...**
    আহসান শেখ- ৩৩
- **মহিলা জগত:**
  - **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্দা**
    সম্পাদনায় : হাফিয আইয়ূব বিন ইদু মিয়া- ৩৫
- **কবিতা** ..... ৩৯
- **জমঈয়ত সংবাদ** ..... ৪০
- **শুব্বান সংবাদ** ..... ৪২
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ..... ৪৩
- **প্রচ্ছদ রচনা** ..... ৪৭

সম্পাদকীয়

# শীতের মৌসুমে বাড়তি সাওয়াব লাভের সুযোগ

পৌষ-মাঘ এ দুই মাস শীতকাল। ঈসায়ী সনে গণনা করলে হয় 'মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি' পর্যন্ত। তবে শীতের আমেজ শুরু হয় মধ্য অক্টোবর থেকে, যা স্থায়ী হয় মার্চ পর্যন্ত। সব মিলিয়ে প্রায় ৫/৬ মাস নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে। এ অঞ্চলের মানুষের জন্য সময়টি অনুকূল আবহাওয়াসম্পন্ন। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার সুযোগে এ সময় বিভিন্ন সামাজিক, সংস্কৃতিক, ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমরা যারা মুসলিম, তাদের কাছেও এ মৌসুম বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এ মৌসুমে বাড়তি 'ইবাদত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেমন-

**প্রথমত:** শীতকালের রাত বেশ বড় হওয়ার দরুন বেশি সময় পাওয়া যায়, ফলে শীতের রাতে বেশি বেশি নফল 'ইবাদতের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে এ সময় বেশি বেশি নফল 'ইবাদত করে নিজের নেক 'আমলের পাল্লা বাড়াতে পারেন। এমন সুযোগ গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায় না। শীতের রাত যেমন সালাত, তিলাওয়াত, যিক্র-আযকার ইত্যাদি নফল 'ইবাদতের জন্য উপযোগী, শীতের দিনগুলোও নফল সিয়াম পালনের শ্রেষ্ঠ সময়। কেননা শীতের দিনগুলো ছোট হয় এবং আবহাওয়াও অনুকূলে থাকে। এ সময় সওম পালন করলে ক্ষুধা বা পিপাসায় কাতর হতে হয় না। তাই যারা সিয়াম পালনে অভ্যস্ত নয় তারাও এ মৌসুমে নফল সিয়াম পালনের চেষ্টা করতে পারেন। প্রাথমিভাবে আমরা প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এবং আইয়্যামে বীয তথা প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সওম পালন করতে পারি! এতে একদিকে যেমন নবী (ﷺ)-এর সুন্নাহ পালন করা হবে, অপরদিকে সওম পালনের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

**দ্বিতীয়ত:** আমাদের এ উপমহাদেশে শীত মৌসুম ঘিরে ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এটি আমাদের ইসলামী সংস্কৃতির অংশ বলা চলে। উৎসবমুখর পরিবেশে দীন শিক্ষার এক ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এসব মাহফিল থেকে মানুষ দীনের দীক্ষা গ্রহণ করে নতুন জীবন গঠনের শপথ নেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এখন মাহফিলগুলোর মধ্যে অহংকার, প্রদর্শন ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ এবং নিয়তের অস্বচ্ছতা প্রবেশ করেছে। অথচ নিকট অতীতেও মাহফিলগুলো দ্বীন প্রচার-প্রসার ও তাক্বওয়ার চাদরে ঢাকা থাকতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন আয়োজক কমিটির নানরকম উদ্দেশ্য থাকে। পাশের পাড়া বা পাশের গ্রামের মাহফিল থেকে আমাদের মাহফিলে অধিক লোকের সমাগম ঘটাতে হবে এবং বেশি জৌলুসপূর্ণ হতে হবে। তাই আয়োজক কমিটি ওয়ায়েজিন বা বক্তা আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে তেমন একটা বাছ-বিচার করেন না। আমন্ত্রিত বক্তা কি কুরআন ও সহীহ হাদীসের তা'লীম করবেন, না-কি শির্ক-বিদআত মিশ্রিত মাঠ জমানো আলোচনা করবেন– এটাও খতিয়ে দেখা হয় না। আবার যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী তারাও মাঠ জমানোর উদ্দেশ্যে একই ভুল করছেন। তারা একবারও চিন্তা করছেন না যে, বক্তা সহীহ হাদীসভিত্তিক আলোচনা করলেও তিনি কি আপন স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করে যাচ্ছেন? না-কি আহলে হাদীসগণের ঐতিহ্যবাহী ঐক্যের পথে আহ্বান জানাচ্ছেন? কেননা আজকাল অধিকাংশ বক্তা এটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অতএব বক্তা আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রধানত দু'টি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে– **(এক)** বক্তা যেন কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক আলোচনা করেন, **(দুই)** বক্তা যেন এমন পেশাদার বক্তা না হোন, যারা ভাইয়ে-ভাইয়ে, পাড়ায়-পাড়ায় বিভাজন সৃষ্টি করে কৌশলে আপন স্বার্থ হাসিল করে থাকেন। আমরা এ শীত মৌসুমে কেবল দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাহফিলের আয়োজন করবো। যেখানে কোনোভাবেই যেন স্থান না পায় শির্ক-বিদআত ও অনৈক্যের বীজ বপনের সুযোগ।

**তৃতীয়ত:** আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আমাদের দেশে এই শীতে বিবাহ-শাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিবাহ অনুষ্ঠান আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির অংশ হলেও ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো– এ বিবাহ-শাদির মধ্যেও প্রবেশ করেছে বিদআতী ও অনৈসলামী কালচার। মুসলিম হয়েও বিবাহের ক্ষেত্রে সনাতন ধর্মের রীতিকে বাঙালি সংস্কৃতি মনে করে আমরা এ বৈবাহিক পবিত্র বন্ধনকে অপবিত্র করছি। অতএব এ ক্ষেত্রেও আমরা সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করব। যাতে আমাদের বিবাহগুলো ইসলামের সঠিক রীতি অনুসারে উদ্‌যাপিত ও প্রতিপালিত হয়। তা না হলে পরবর্তী প্রজন্ম বিপথগামী হবে তাতে সন্দেহ নেই।

**চতুর্থত:** এ মৌসুম মানব সেবার উর্বর ক্ষেত্রে। ছিন্নমূল অসহায় ও বয়োবৃদ্ধ অনেক আছেন, যারা শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার আকুতি করছেন। কিন্তু সামর্থ না থাকায় পেরে উঠছেন না। আবার কেউ কেউ প্রচণ্ড শীতে মারা যাচ্ছেন। এ সময়ে অসহায় শীতার্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের যার যা আছে, তা নিয়ে একাকি কিংবা সম্মিলিত উদ্যোগে এগিয়ে আসলে অসহায় মানুষেরা সামান্য হলেও উপকৃত হবে। আর তাদের দু'আ আমাদের জীবন চলার পথে উদ্যমী হতে আগ্রহী করে তোলবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এ কাজটি কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে; কখনো যেন লোক দেখানো বা ফটোশেসন না হয়।

পরিশেষে আমাদের আহ্বান! এ শীত মৌসুম আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত। অতএব এই দিনগুলোকে কেবল আনন্দ-উৎসব, ভ্রমণ-শিক্ষা সফর, পিঠা-উৎসব, হই-হুল্লোড়, বন-ভোজন ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে অনুকূল পরিবেশে বেশি বেশি নফল 'ইবাদত-বন্দেগীর প্র্যাকটিস করি! মহান আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করি! এতে আমাদের ইহলৌকিক জীবন হবে শান্তিময় এবং পারলৌকিক জীবন হবে সমৃদ্ধ। আসুন! আল্লাহ তা'আলার বিধান পালনে আমরা যথাসাধ্য যত্নবান হই! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নেকীর কাজে পরস্পরকে এগিয়ে আসার তাওফীক্ব দিন –আমীন। ☒

## আল কুরআনুল হাকীম

# পারস্পরিক সম্পর্ক : স্রষ্টা প্রদত্ত এক অপার রহস্যময় অনুগ্রহ!

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

**আল্লাহ তা'আলার বাণী**

﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ﴾

**বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শব্দের বিশ্লেষণ**

اَزْوَاجًا -এটি একটি আরবি শব্দ, ازواج\اَزْوَاجًا শব্দটির অর্থ- দম্পতি, জোড়াসমূহ, অনুরূপ বস্তুসমূহ, সমসাময়িকগণ। এটি زوج-এর বহুবচন। প্রাণীদের পুরুষ এবং স্ত্রীর জোড়া, জোড়ার প্রত্যেকটিকে زوج বলা হয়। অপ্রাণী বস্তুসমূহের দু'টির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে অথবা বিপরীতার্থক হলে এদেরকে زوج বলা হয়। بَنِيْنَ -এটি কর্মকারকে ابن-এর বহুবচন, অর্থ-পুত্রগণ। حَفَدَةً -পৌত্র, পুত্রের পরবর্তী বংশধর। এটি حافد-এর বহুবচন। حفد-এর অর্থ- খেদমতের উদ্দেশ্যে দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হওয়া। এটি اسم فاعل-এর ক্রিয়া, একবচন, পুংলিঙ্গ। আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয় হোক যে খেদমতের জন্য দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হয় তাকে আরবীতে حافد বলা হয়। মুফাস্সিরগণ বলেন– حفدة বলা হয় নাতি-নাত্নীদেরকে, কারণ তাদের খেদমতে আন্তরিকতা থাকে।

رَزَقَكُمْ -শব্দটি رزق (রাযাকা) থেকে অতীতকালের ক্রিয়াবাচক, পুংলিঙ্গ, নাম পুরুষ। আর كم (তোমাদেরকে) এটি সর্বনাম, বহুবচন, পুংলিঙ্গ মধ্যম পুরুষ। আর একত্রে رَزَقَكُمْ -এর অর্থ হলো– তিনি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন। الطَّيِّبٰتِ অর্থ : পবিত্র জিনিসসমূহ, উত্তম জিনিসসমূহ, পবিত্র জিনিসপত্র, উত্তম বস্তুসমূহ। তা طيبة -এর বহুবচন, الطيبات للطيبين, অর্থ- পবিত্র মহিলাগণ পবিত্র পুরুষদের জন্য। এ সম্বন্ধে রাগেব বলেন, তা ইঙ্গিত দিতেছে যে, পবিত্র কাজ পবিত্র লোকদের দ্বারা সমাধা হয়। বর্ণিত আছে– المؤمن اطيب من عمله والكافر اخبث عن عمله অর্থাৎ- মু'মিন ব্যক্তি তার 'আমল হতে বেশি পবিত্র এবং কাফির ব্যক্তি তার 'আমল হতে বেশি নোংরা। وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ অর্থ : আর আল্লাহর অনুগ্রহে। এখানে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ বলতে বিশেষ তিনটি অনুগ্রহের কথা বুঝানো হয়েছে। যথা- (১) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্বজাতি থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য ও মাহাত্ম্য অব্যাহত থাকে। অন্য প্রজাতি থেকে যদি জোড়া নির্ধারণ করা হত তাহলে তাদের মধ্যে এরকম মিল-মহব্বত থাকত না। (২) তিনি তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের থেকে পুত্র/কন্যা এবং পরবর্তীতে তাদের দাম্পত্য যোজন থেকে পৌত্র-পৌত্রাদী সৃষ্টি করে তোমাদের বংশধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। (৩) মানুষের স্থায়িত্ব ও জীবণ রক্ষায় খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা এ খাদ্যও সরবরাহ করেছেন।

**সরল বঙ্গানুবাদ**

"আর আল্লাহ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন; তবুও কি তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে আর আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"[১]

**সূরা ও আয়াতের পরিচয়**

দরসে উল্লেখিত আয়াতটি কুরআনুল কারীমের ১৬তম সূরা, সূরা আন্-নাহ্ল-এর ৭২ নং আয়াত। এ সূরার প্রথম ৪০টি আয়াত নবী (ﷺ)-এর মাক্কি জীবনের শেষের দিকে এবং পরের ৮৮টি আয়াত মদিনার জীবনে অবতীর্ণ হয়। তাই একথা সুস্পষ্ট যে, এ আয়াতটি মাদিনায় অবতীর্ণ হয়।

**সূরার নামকরণ :** এই সূরার ৬৮-৬৯ নং আয়াতে (النحل) মৌমাছি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এই সূরাকে سورة النحل অর্থাৎ- মৌমাছির সূরা নামে নামকরণ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, এ সূরার অন্য নাম "সূরাতুন নি'আম"। নি'আম অর্থ- নিয়ামতরাজি। এই নামে এ সূরার নামকরণের কারণ হলো- এ সূরায় মানুষের ওপর আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য নিয়ামতের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

---

★ *এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আন্-নাহ্ল : ৭২।*

### আলোচ্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে- পারস্পারিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক অত্যন্ত রহস্যজনক, এতে কখনো মধুময় গভীরতা, কখনো আবার অসহনীয় তিক্ততা পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্ক কখনো মানুষকে ভালো কাজে সাহায্য করে কখনো আবার মন্দ কাজ করতে বাধ্য করে। সম্পর্ক আসলে মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে এমন একটি অনুগ্রহ যা দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়।

### আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا﴾

**ব্যাখ্যা :** এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দার প্রতি তাঁর একটি বিশেষ নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে তাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য ও মাহাত্ম্য অব্যাহত থাকে। যদি তারা একই জাতির না হতো তবে তাদের মধ্যে এরকম মিল-মহব্বত থাকত না, মিলজুল ও প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হতো না। সুতরাং তাঁর রহমতের এক নিদর্শনস্বরূপ তিনি আদম সন্তানকে পুরুষ ও নারী এ দু'ভাগে সৃষ্টি করেছেন। আর নারীদেরকে পুরুষদের স্ত্রী হিসেবে তিনি নির্ধারণ করেছেন।[২]

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً﴾

**ব্যাখ্যা :** তারপর তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি করেছেন। এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়ীত্বের ব্যবস্থা হয়। কোনো কোনো মুফাসসির আয়াতে উল্লেখিত حَفَدَةً শব্দের অর্থ করেছেন : খাদেম ও সাহায্যকারীগণ। এ অর্থ শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত حَفَدَةً শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক। অবশ্য এ অর্থ পূর্ববর্তী তাফসীর অর্থাৎ- যারা শব্দটির অর্থ "নাতি" করেছেন তার বিপরীত নয়। কারণ, আরবগণ তাদের ছেলে ও নাতিদের দ্বারাই খেদমত গ্রহণ করে থাকেন।[৩] সন্তানদের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-মাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য। তাই এক হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে, "তোমার সন্তান সে তো তোমার দাস তথা খাদেম"[৪]। কোনো কোনো মুফাস্সির আয়াতে উল্লেখিত حَفَدَةً শব্দের অর্থ করেছেন : শ্বশুরগোষ্ঠী, জামাতা ইত্যাদি। এ অর্থেও শব্দটি আভিধানিক অর্থের সাথে মিল আছে, কারণ মানুষ তাদের জামাতা ও শ্বশুরগোষ্ঠী দ্বারা সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাকে।[৫]

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾

**ব্যাখ্যা :** এবং তিনি তোমাদেরকে ভালো ভালো বস্তু খেতে (ও পান করতে) দিয়েছেন। জিন্ জাতিকে রিযিক হিসেবে দেওয়া হয়েছে- হাড়, কয়লা ও গোবর। এই রিযিক গ্রহণ করেও তাদের অনেকে মহান আল্লাহর প্রশংসায় লিপ্ত রয়েছে। আর আমরা? মাছ-মাংস, শাক-সব্জি ও ফল-মূল কত মজাদার, পূত ও পবিত্র খাবার গ্রহণ করছি! তারপরও তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তার পরেও আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি; বরং তিনি আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, কারণ- এটা আমাদের ব্যক্তিগত স্থায়িত্ব। যেহেতু স্থায়িত্ব অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল, তাই এতে অস্তিত্বের প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

﴿اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ﴾

**ব্যাখ্যা :** তবুও কি তারা বাতিলে বিশ্বাস করবে। এখানে বাতিল বলতে মূর্তি, প্রতিমা, দেব-দেবী ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।[৬] যারা বাতিলকে বিশ্বাস করে তারা মনে করে যে, তাদের দেব-দেবী তাদের ক্ষতি কিংবা উপকার করতে পারে।[৭] অর্থাৎ- তারা তাদের সম্পর্কে এ ভিত্তিহীন ও অসত্য বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের ভাগ্যে ভাঙ্গা-গড়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা, সন্তান দান এবং রোগ-শোক থেকে বাঁচানোর ব্যাপারটি কতিপয় দেব-দেবী, জিন এবং অতীতের বা পরবর্তীকালের কোনো মহাপুরুষ যেমন- নবী-রাসূল, পীর-ফকীর-দরবেশ ইত্যাদির হাতে রয়েছে। কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে, এখানে বাতিল বলে তারা শয়তানের

[২] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*

[৩] *ইবনু কাসীর।*
[৪] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ২১৩১।*
[৫] *ইবনু কাসীর।*
[৬] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[৭] *ফাতহুল কাদীর।*

ধোঁকায় পড়ে যে সমস্ত পবিত্র ও হালাল বস্তু হারাম করে নিয়েছে সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যেমন- বাহীরা, সায়েবা ইত্যাদি।[৮] সহীহুল বুখারীতে সা'ঈদ বিন মুসাইয়েব কর্তৃক এরূপ ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বাহীরা' ঐ জন্তুকে বলা হয়, যার দুধ দোহন করা হত না এবং বলত যে, এ দুধ প্রতিমার জন্য। সুতরাং কোনো লোকই ঐ জন্তুর ওলানে (দুধের বাঁটে) পাপ হবে মনে করে হাত লাগাত না। আর 'সায়েবা' ঐ জন্তুকে বলা হয়, যাকে মূর্তির নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হত; না তার ওপর আরোহণ করা হত, আর না তার ওপর কোনো বোঝা বহন করা হত।

﴿وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ﴾

**ব্যাখ্যা :** "আর আল্লাহর নিয়ামতের সাথে তারা কুফ্রী করবে।" আমি কি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করিনি? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উট অনুগত করে দেইনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব ও আরামে চলাফেরা করতে দেইনি?[৯] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্রকে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ বা নিয়ামত বলে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে যদিও দেখা যায় কোনো কোনো স্ত্রী, পূত্র ও পৌত্র মানুষের জীবনকে বেদনাময় ও বিপন্ন করে তোলে, তারপরেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিয়ামত বলেছেন, কারণ- প্রকৃতপক্ষে তারা মহান আল্লাহর নিয়ামতই। আল্লাহ তা'আলা তাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা দেখতে চান কে সবধরনের পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ধারণ করে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। কে অস্বীকার করে আর কে মহান আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে গোপন করে এবং সেগুলোকে অন্যের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে। সুতরাং ঈমানদারদের উচিত তাদেরকে মহান আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে ধারণ করে পরিপালন করা। তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দেয়া, শুধু চাহিদা পূরণ নয়, তাদের প্রকৃত হক্ব আদায় করা, তাদের কল্যাণ কামনা করা, তাদের জন্য দু'আ করা। তারা যদি তারপরেও অসদাচরণ করে, মনে রাখতে হবে তাদেরকে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা নিচ্ছেন। যেমন- ইসমাঈলকে কোরবানি করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ ইবরাহীমের পরীক্ষা নিয়েছেন। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দুই ছেলে কাবিল-এর অবাধ্যতা ও কাবিল কর্তৃক হাবিলকে হত্যা করার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা নবী আদম ও হাবিলের পরীক্ষা নিয়েছেন। কেনানের অবাধ্যতা নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর কোনোই ক্ষতি করতে পারেনি। কেননা তিনি বুঝেছিলেন, এটি হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। বিবি আসিয়াকে পরীক্ষা করেছেন ফেরাউনের মতো পাপিষ্ঠ নরাধমের ঘরে রেখে। নূহ্ ও লূত (আলাইহিমুস সালাম)-দেরকে তাদের স্ত্রীদের অবাধ্যতা দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। সুতরাং স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্র দিয়ে আল্লাহ তা'আলা যে কাউকে পরীক্ষা করতে পারেন। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা নিজেই বলেন :

﴿وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾

অর্থ- "আর জেনে রাখো, নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনা (পরীক্ষা স্বরূপ)।"[১০] তাই তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে মহান আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। নয়তো তারা শত্রু হয়ে ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করে দেবে। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾

**অর্থ-** "হে মু'মিনগণ, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যদি তোমরা (তাদেরকে) মার্জনা করো, এড়িয়ে যাও এবং ক্ষমা করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।"[১১]

**আয়াতের শিক্ষাসমূহ**

**এক-** স্বামী ও স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ক মধুময় করতে প্রত্যেককেই তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে সেরূপ আচরণ করতে হবে সে যেরূপ আচরণ পছন্দ করে।

**দুই-** পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও পৌত্র-পৌত্রাদির সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন।

**তিন-** কারো অসদাচরণে অধৈর্য্য না হয়ে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পরীক্ষা মনে করে উত্তীর্ণের আশায় পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা করতে হবে।

**চার-** স্ত্রী, পুত্র/কন্যা, পৌত্র-পৌত্রাদি/সেবক ও আহার-বস্ত্রসহ সকল নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে।

**পাঁচ-** কোনো কিছুর জন্য বা কোনো অবস্থাতেই মহান আল্লাহর সঙ্গে কুফ্রী করা যাবে না এবং তার সঙ্গে কাউকে শরিকও করা যাবে না। ☒

---

[৮] *ফতহুল কাদীর।*
[৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৬৮।*
[১০] *সূরা আল-আনফাল : ২৮।*
[১১] *সূরা আত্-তাগা-বূন : ১৪।*

## হাদীসে রাসূল (ﷺ)

# রাস্তার হক্বসমূহ

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

### রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমীয় বাণী

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ.

### সরল বাংলায় অনুবাদ

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন, তোমরা রাস্তার ওপর বসা ছেড়ে দাও। লোকজন বলল, এছাড়া আমাদের কোনো পথ নেই। কেননা, এটাই আমাদের ওঠাবসার জায়গা এবং এখানেই আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। নবী (ﷺ) বলেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক্ব আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক্ব কী? তিনি (ﷺ) বললেন, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করা।[১২]

### রাবী পরিচিতি

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবীজির (ﷺ) প্রসিদ্ধ সাহাবীদের একজন। হিজরতের ১০ বছর পূর্বে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মালিক ইবনু সিনান ও মাতা আনিসা বিনতে আবিল হারিস হিজরতের আগে ইসলামে দাখিল হন। রাসূল (ﷺ) হিজরতের পর মদিনার মসজিদ নির্মাণে অংশ নেন। বয়স কম থাকায় তিনি বদর ও ওহুদ যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। পরে আহযাব, হুদায়বিয়া, খায়বর, হুনায়ন, তাবুক ও মক্কা বিজয় অভিযানসহ ১২টি গাযওয়ায় তিনি অংশ নিয়েছিলেন। তিনি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সময় মদিনার মুফতির পদে নিযুক্ত হন। তিনি সাহাবীদের যুগে অন্যতম একজন ফকীহ্ ছিলেন। তিনি হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যেও একজন। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১ হাজার ১৭০টি। তিনি সাদাসিধা জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। আর সুন্নাতে রাসূলের কঠোর অনুসারী ছিলেন। ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

### হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে রাস্তার চারটি হক্ব বর্ণিত হয়েছে। যথা-

**প্রথম হক্ব– দৃষ্টি সংযত রাখা :** রাস্তায় যেহেতু নারী-পুরুষ সকলেই হাঁটে, সেহেতু রাস্তার ধারে বসার সময় এবং রাস্তায় চলার সময় দৃষ্টি অবনত করে রাখা জরুরি, যাতে পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের নজরে এমন জায়গা না পড়ে, যা দেখা কারো জন্য বৈধ নয়। কারণ, নজর থেকেই শুরু হয় হৃদয়ের গুপ্ত প্রণয়। তাছাড়া নজরে হয় এক প্রকার ব্যভিচার। রাসূল (ﷺ) বলেন, "চোখ দু'টিও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হলো, (কাম-নজরে নারীর সৌন্দর্যের প্রতি) দৃষ্টিপাত করা। কান দু'টিও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হলো, (যৌন-কথা) শ্রবণ করা। জিভও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হলো, (যৌন-কথা) বলা। হাতও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হলো, সকামে স্পর্শ করা। ব্যভিচার করে পা দু'টিও। আর তার ব্যভিচার হলো, (যৌনক্রিয়ার উদ্দেশ্যে) হেঁটে যাওয়া।"[১৩]

---

*প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।

[১২] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৬৫।*

[১৩] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮৬।*

আর তার জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ﴾

অর্থাৎ- "মু'মিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর মু'মিনা নারীদেরকে বলো, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে।"[১৪]

রাসূল (ﷺ) বলেন, "একবার নজর পড়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখো না। প্রথমবারের (অনিচ্ছাকৃত) নজর তোমার জন্য বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের নজর বৈধ নয়।"[১৫]

জারির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'কোনো মহিলার উপর আমার আচমকা নজর পড়ে গেলে আমি কী করব?' তিনি বললেন, "তোমার নজর ফিরিয়ে নাও।"[১৬]

**দ্বিতীয় হক্ব– কাউকে কষ্ট না দেওয়া :** রাস্তায় দাঁড়ানো বা বসা ব্যক্তির খেয়াল রাখা উচিত, যেন তার দ্বারা কোনো চলাচলকারীর সামান্য কষ্টও না হয়।

**কষ্ট দেওয়ার বিভিন্ন পন্থা :** এমনভাবে দাঁড়ানো বা বসা যে যাতায়াতকারীর কষ্ট হয়। কিংবা রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলা, টায়ার জ্বালানো, অহেতুক রাস্তা বন্ধ করা, ফলের খোসা, ময়লা, উচ্ছিষ্ট খাবার ফেলা– আল্লাহ রক্ষা করুন, পানের পিক ফেলা, দুর্গন্ধ ছড়ায় এমন কোনো জিনিস ফেলে রাখা– সবই কষ্ট দেওয়ার নানা উপায়। তেমনি ফুটপাতে বা রাস্তায় হকার বসানো, যার কারণে চলাচলের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায় এটিও কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

**(দোকানের) সীমানা বাড়ানো কষ্টদায়ক :** দোকানের সীমানা বাড়াতে বাড়াতে রাস্তার মধ্যে চলে যাওয়া, যে কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় বা সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটিও পথিকের কষ্টের কারণ। আমাদের বাজারগুলোতে দেখা যায়, দোকানের অর্ধেক ভেতরে আর অর্ধেক বাইরে– ফুটপাতে। মনে হয় যেন ফুটপাত দোকানদারের হক্ব! অথচ সবাই জানে এটি দোকানের অংশ নয়; ক্রেতাদের জন্য বানানো হয়েছে, যাতে যাতায়াত সহজ হয়। কিন্তু এখন ফুটপাতই দোকান বনে গেছে। অনেকে তো ফুটপাতে ঘর বানিয়ে শাটার লাগিয়ে রীতিমতো মার্কেট বানিয়ে ফেলে।

যাদের দোকান নেই তারা ফুটপাত দখল করে ভ্যান দাঁড় করিয়ে দোকান খুলে বসে। এতে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়। অথচ এটি সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। আইন থাকতেও আমাদের এই অবস্থা। এ কারণে বাজারে আসা-যাওয়ার সময় সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

**ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা :** রাস্তা বন্ধ করে কষ্ট দেওয়া তো দূরের কথা রাস্তায় কোনো কষ্টদায়ক জিনিস দেখলে ঈমানের দাবি হলো তা সরিয়ে দেওয়া, এটি ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ، شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে, সর্বোত্তম শাখা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, সর্বনিম্ন শাখা রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া, আর লজ্জা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা।[১৭]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ﷺ) আবূ যর গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নসীহত করেন; তার মাঝে একটি উপদেশ ছিল–

وَإِمَاطَتُكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ.

রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা, হাড্ডি সরানোও সাদাক্বাহ্।[১৮]

---

[১৪] *সূরা আন্ নূর : ৩০-৩১।*
[১৫] *সহীহুল জামে'- হা. ৭৯৫৩।*
[১৬] *সহীহুল জামে'- হা. ১০১৪।*
[১৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩৫।*
[১৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৯৫৬।*

মু'মিনের কাছে ঈমানের ন্যূনতম দাবি হলো, সে যখন রাস্তায় চলবে কষ্টদায়ক কিছু দেখলে সরিয়ে দেবে। হতে পারে এই ওসীলায় সে নাজাত পেয়ে যাবে।

**রাস্তা থেকে কাঁটাদার গাছ কাটার পুরস্কার :** এই ঘটনা একাধিক হাদীসে এসেছে। নবী কারীম (ﷺ) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতের গালিচায় গড়াগড়ি খেতে দেখলাম (অর্থাৎ- শান্তি ও আরামের সাথে সুখময় জীবন কাটাচ্ছে)। মানুষের চলাচলের পথে একটি গাছ ছিল, যার কারণে চলাচলে কষ্ট হচ্ছিল। এ ব্যক্তি তা কেটে দিয়েছিল। (ফলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে তাকে জান্নাতে দাখিল করেন।)[১৯]

কোনো বড় 'আমলের কারণে নয়; বরং মানুষের যাতায়াতের রাস্তায় একটি কাঁটাদার গাছ ছিল, এ ব্যক্তি সেটি কেটে দিয়েছিল, যাতে পথিকের পথচলা নির্বিঘ্ন হয় এই 'আমলের বরকতেই আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে পৌঁছে দিয়েছেন। রাস্তায় চলার সময় কত কষ্টদায়ক বস্তু আমাদের নজরে পড়ে, কিন্তু আমরা মনে করি এটা তো সরকারের কাজ, তারা করবে। ঠিক আছে তাদের করা উচিত, কিন্তু আমরা মুসলমান সুতরাং এটা আমাদেরও দায়িত্ব। কারণ এটি ঈমানের দাবি।

**গাড়ি পার্কিংয়ের দ্বারা মানুষকে কষ্ট দেওয়া :** রাস্তায় কষ্টদায়ক কাজের মধ্যে সাইকেল, মোটর সাইকেল, গাড়ি পার্ক করাও শামিল। আমরা নিষিদ্ধ জায়গায় গাড়ি পার্ক করব না। আর যেখানে অনুমতি আছে সেখানেও এমনভাবে করব, যেন অন্য গাড়িওয়ালাদের কষ্ট না হয়। অনেক সময় আমরা কারো দোকানের সামনে এমনভাবে গাড়ি রাখি যে, দোকান বন্ধ হয়ে যায়। গ্রাহক আসতে পারে না বা আসতে কষ্ট হয়। আমি তো গাড়ি রেখে চলে গেলাম, দোকানদার কিছু বলতে পারল না বা কাজে ব্যস্ত ছিল, পরে পেরেশান হলো। এভাবে যাতায়াতের রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করানো হতে বেঁচে থাকব।

**তৃতীয় হক্ব– সালাম প্রদান করা :** আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

«يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ».

"ছোট বা কম বয়সী বয়োজ্যেষ্ঠকে, গমনকারী ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে ও কম সংখ্যক মানুষ বেশি সংখ্যক মানুষকে সালাম দিবে।"[২০]

অন্য হাদীসে এসেছে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

«يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ، وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ».

"আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে, পথচারী ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে।"[২১]

অনুরূপভাবে সালামের উত্তর দেয়া মুসলিমদের পাঁচটি হক্বের অন্তর্ভুক্ত। চলার পথে সালাম আদান-প্রদান করা উত্তম চরিত্র, অন্যের সম্মান প্রদর্শন, শালীনতা, ভদ্রতা ও উত্তম চরিত্রের প্রমাণ। পথিক বা যাত্রাপথে থাকা ব্যক্তি পথের ধারে অবস্থানরত লোকজনকে সালাম দিবেন। আর কেউ সালাম দিলে সুন্দরভাবে তার উত্তর দিতে হবে। এটি এক মুসলিমের ওপর আরেক মুসলিমের অন্যতম হক্ব। এটি রাস্তার অন্যতম হক্ব।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য, রাস্তায় চলার সময় ইসলামী সংস্কৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি চর্চা ও সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে ইসলামী শিষ্টাচার ও সম্মানজনক পরিবেশ বজায় রাখা।

**চতুর্থ হক্ব– সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা :** সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরে আবশ্যক। মহান আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর নৈকট্য হাসিল, মানবতার কল্যাণ সাধন এবং শরীয়তসম্মত যাবতীয় কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো সৎকাজের আদেশের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম যা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় সেসব কাজ থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া বা বিরত রাখার চেষ্টা করা

[১৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯১৪।*

[২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬২৩১, ৬২৩৪।*

[২১] *সহীহ মুসলিম- হা. ১/২১৬০।*

অসৎকাজে নিষেধের অন্তর্গত। এসব কাজ মু'মিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

"তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।"[২২]

আল্লাহ তা'আলা এই কর্মকে মু'মিন ও মুনাফিক্বের মাঝে পার্থক্যকারী নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

"আর মু'মিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে।"[২৩]

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ﴾

"মুনাফিক্ব পুরুষ ও নারী পরস্পরে সমান। তারা অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে।"[২৪]

ধ্বংসে নিপতিত হওয়া থেকে প্রধান রক্ষাকবচ হিসাবে রাসূল (ﷺ) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে নির্ধারণ করেছেন। রাসূল (ﷺ) বলেন,

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। অন্যথা আল্লাহ তা'আলা শিগগির তোমাদের ওপরে তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তাঁর নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ কবুল করবেন না।'[২৫]

অন্য হাদীসে এসেছে, কায়েস ইবনু আবূ হাযেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়ালেন, মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। অতঃপর বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُوْنَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ.

'হে লোকসকল! তোমরা তো এই আয়াত তিলাওয়াত করো যে, (অনুবাদ) "হে মু'মিনগণ! তোমরা সাধ্যমতো তোমাদের কাজ করে যাও। পথভ্রষ্টরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা সৎপথে থাকবে"[২৬]। আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, লোকেরা মন্দ কাজ হতে দেখে তা পরিবর্তনের চেষ্টা না করলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের ওপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠাবেন।'[২৭]

সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান না করলে সমাজে ফিতনা আপতিত হবে। আর তার ফলে সমাজের লোকেদের হৃদয় অনুভূতিহীন হয়ে যাবে। তখন মন্দকে মন্দ বলে মনেও হবে না।

### হাদীসের শিক্ষা

রাস্তায় যদি বসতেই হয় তাহলে নিম্নোক্ত ৪টি হক্ব আদায় করতে হবে। যথা-

**১.** দৃষ্টি সংযত রাখা। **২.** কাউকে কষ্ট না দেওয়া। **৩.** পথ চলার ক্ষেত্রে সালাম প্রদান করা। **৪.** সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। ☒

---

[২২] *সূরা আ-লি ইমরান : ১১০।*
[২৩] *সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৭১।*
[২৪] *সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৬৭।*
[২৫] *জামে' আত্-তিরমিযী- হা. ২১৬৯; সহীহুল জামে'- হা. ৫৮৬৮।*
[২৬] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ১০৫।*
[২৭] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০০৫; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫১৪২; সহীহাহ্- হা. ১৫৬৪।*

## প্রবন্ধ

# প্রতারণার কুটজাল: বিব্রত নাগরিক সমাজ

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

*[৪র্থ (শেষ) পর্ব]*

কিন্তু বিধি বাম, এতবড় অন্যায়ের শাস্তি তাকে মাথা পেতে নিতে হবে। কেননা ২০০১ সালে এএসপি সাহেবের বাবা মারা গেছেন। অর্থাৎ তাঁর চাকরির আগে বাবা মারা যান। মানে মৃত বাবাকে জীবিত মুক্তিযোদ্ধা বানাতে কসুর করেননি ডিআইজি সাহেব। বেশুমার সম্পদের মালিক বনেছেন। ভাই, ভাগ্নে, স্ত্রী, শ্বশুরসহ স্ত্রী পক্ষের আত্মীয় স্বজনের নামে রয়েছে বিপুল সম্পদ। দেশের বাইরে স্বর্ণের ব্যবসাসহ রয়েছে অন্তত তিনটি বিশালাকায় জাহাজ।

প্রতারণা ও ভুয়ামির যেন সীমা-সরহদ্দ নেই। সম্প্রতি খবর ঢাকা মেডিক্যালে ভুয়া চিকিৎসক আটক হয়েছে। নাক, কান, গলা বিভাগের চিকিৎসাকর্মে জড়িত। ভাবুন! কী দুঃসাহস এ ধরনের ভুয়া চিকিৎসক যেন রোগীদের আতঙ্ক। কখন কার হাতে কীভাবে পড়ে ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে হয় তা ভবিতব্যই জানে।

নেটজগতে ভুয়া পোস্ট-দৃষ্টে আমরাও হতবিহ্বল হয়ে পড়ি। সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজুল আলমকে নিয়ে ভুয়া পোস্ট! অথচ ফ্যাক্টচেকিং প্রতিষ্ঠান রিউমর স্ক্যানার জানায়, তথ্যটি ভুল। তাও আবার সজীব ওয়াজেদ জয় এটি করেছেন।

হালে তথ্যজগতে হলুদ সাংবাদিকতার রমরমা বাণিজ্য শুরু হয়েছে। সাংবাদিকদের ব্যাংক-ব্যালেন্সে কোটি কোটি টাকার সন্ধান পেয়েছে দুদক। একজন সাংবাদিক কত বেতন পান? দিন কতক আগে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) আ. আদ্যাক্ষরের জনৈক উপ-পরিচালক ডিলারশীপ দেবার লোভ দেখিয়ে কোটি টাকা গ্রাস করেছেন। ভুয়া লাইসেন্স, ভুয়া টাকা গ্রহণের রিসিট দিয়ে হতবম্ভ করেছে বৃহত্তর দিনাজপুরবাসীকে। একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের খুচরা ব্যবসায়ী মনসুর আলম, নজরুল ইসলামসহ অনেকের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছেন ওই কর্মকর্তা। বিষয়টি সুরাহার জন্য জনৈক 'স' আদ্যাক্ষরের সাংবাদিকের স্মরণাপন্ন হলে তিনি কিছু খরচের কথা উত্থাপন করেন। সুপ্রিয় পাঠক! এই তো হলো সাংবাদিকতার জগৎ! কী খরচ, কীসের খরচ আর খুলে বলার প্রয়োজন নেই। শাঁখের করাতের মতো দু'পক্ষ থেকে টাকা কামাই করে তারা আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছেন।

এই তো সেদিনের একটা পত্রিকায় দেখলাম, মুন্নি সাহা এটিএন বাংলার বড় মাপের সাংবাদিক ছিলেন। জানা গেল তার ব্যাংকে শতকোটি গচ্ছিত আছে। ২০২৩ সালের ৩১ মে তিনি এটিএন নিউজ থেকে পদত্যাগ করেন। পরে 'এক টাকার খবর' নামের নতুন প্লাটফর্মের সাথে যুক্ত হন মুন্নি সাহা। তাহলে এক টাকার খবরের সাংবাদিক শতকোটি টাকার মালিক হলেন কী উপায়ে?

১৭টি ব্যাংকের মাধ্যমে ১৩৪ কোটি টাকার লেনদেন হয়। বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট তার হিসাব ফ্রিজ করলেও ইতোমধ্যে তিনি একশ বিশ কোটি উত্তোলন করেছেন। ধুরন্ধর সাংবাদিক এক টাকার নাম করে শতকোটি টাকার ব্যবসা ফেঁদেছেন। এসব সংবাদ পাঠ করে রীতিমতো ভিরমি খাওয়ার উপক্রম হই।

খবরের জগতে মিথ্যা ছড়ানোয় শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে প্রতিবেশী ভারত রয়েছে সবার প্রথমে Statisa ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত গবেষণায় উঠে এসেছে। প্রমাণিত সত্য যে, মিথ্যা তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানোর ক্ষেত্রে ভারত শীর্ষে রয়েছে।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ফেসবুক, (এক্স টুইটার), ইউটিউবের মতো সোস্যাল প্লাটফর্মের পাশাপাশি

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর** ও **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

রিপাবলিক বাংলার মতো কথিত গণমাধ্যমে দেদারসে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ভারতের মিডিয়াগুলো। দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এই অপপ্রচারের প্রতিযোগিতায় নেমেছে অন্য গণমাধ্যমগুলো। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, আন্তর্জাতিক অঙ্গনের দায়িত্ববহনকারী গণমাধ্যমগুলো তাহ্ক্বীক্ব না করে ভুল প্রচার করেছে। এতে ক্ষুণ্ন হয়েছে সাংবাদিকার নৈতিকতা ও ভাবমূর্তি। টুঙ্গিপাড়ার গওহর ডাঙ্গা মাদ্‌রাসার ওয়াজ মাহফিল নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম মিথ্যাচারিতায় অবতীর্ণ হয়। সবশেষে 'মুজিবের ভিটায় তালেবানি ফাতাওয়া, বাজারে যেতে পারবে না মহিলারা' –এমন শিরোনাম ব্যবহার করে উভয় বাংলার মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার কী ভয়াবহ প্রয়াস –ভাবতেই গা ছমছম করে। এই কী সাংবাদিকতা। সাংবাদিকেরা তো জাতির বিবেক, বিবেকের ট্রাফিক পুলিশ। সাংবাদিকতার লক্ষ্য হলো জনগণকে সঠিক এবং নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করা। সাংবাদিকরা বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ বিশ্লেষণ প্রকাশ করবেন। বস্তুত সাংবাদিকতা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য, কারণ এটি জনগণকে তাদের সরকার এবং সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু শত শত ব্যাজধারী সাংবাদিকের উৎপত্তি ও বিকশিত হওয়ার বন্ধুর পথ সমাজ ও গণতন্ত্রকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশ ভারতের মিডিয়াসমূহের নগ্ন হস্তক্ষেপ নাগরিক সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছে। বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে ছড়ানো হচ্ছে একের পর এক গুজব।

রিউমার স্ক্যানারের অনুসন্ধানে দেখা গেছে গত ১২ আগস্ট থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত অন্তত ১৩টি ভুয়া খবর পাওয়া গেছে। আর এইসব ভুয়া খবর পরিবেশনায় ভারতের ৪৯টি গণমাধ্যমের নাম উঠে এসেছে। এর মধ্যে রিপাবলিক বাংলা, হিন্দুস্তান টাইমস, জি নিউজ ও লাইভ মিন্ট অন্যতম। এছাড়া রিপাবলিক, ইন্ডিয়া টুডে, এবিপি আনন্দ এবং 'আজতক' অন্তত ২টি করে গুজব প্রচার করেছে। বাকি ৪১টি গণমাধ্যম নিদেনপক্ষে ১টি করে গুজব ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশকে অস্থির করার প্রয়াস চালিয়েছে।

বিকৃত তথ্য কিংবা তথ্যের বিড়ম্বনা একটি জাতির মারণদশা সৃষ্টি করতে পারে। গুজব তো আরো ভয়ানক। শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর তাঁর নামে ভুয়া খোলা চিঠি, মুসলিম ব্যক্তির নিখোঁজ, পুত্রের সন্ধানে মানববন্ধন করার ভিডিওকে হিন্দু ব্যক্তির দাবিতে প্রচার করে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছেন। এমনিভাবে আর পিলেচমকানো ডাহা মিথ্যা সংবাদের প্রচার সত্যিই মর্মান্তিক ও পীড়াদায়ক। রিউমার স্ক্যানারের অনুসন্ধানে জানা যায়, ওই ব্যক্তি আসলে মুসলিম এবং তার নাম বাবুল হাওলাদার। ২০২০ সালে নিখোঁজ হওয়া সন্তানের সন্ধানে মানববন্ধন করেছিলেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশে মুসলিমরা হিন্দু মন্দিরে হামলা করে প্রতিমা ভাংচুর করেছে, এমন অভিযোগ তুলে একটি ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে –এই দাবি ভারতের কিছু গণমাধ্যমেও প্রচারিত হয়। রিউমার স্ক্যানারের অনুসন্ধানে জানা যায়, ভিডিওটি বাংলাদেশের নয়; বরং ভারতের পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ সুলতানপুর গ্রামে প্রতিমা বিসর্জনের দৃশ্য। ভিডিওটি বাংলাদেশের হিন্দু মন্দিরে হামলার সাথে মোটেও সম্পর্কিত নয়।

এমনিভাবে দেশব্যাপী যুগপৎভাবে মিথ্যা প্রচারণার ফলে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংশয়, সন্দেহের দোলাচলে মানুষ-দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সৌভাগ্য যে সংবাদের সঠিকতা যাচাইয়ের ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। তবুও আর কত পারা যায়! তবুও তো 'শত কথায় সতীর মন টলে' –এমনি একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি।

সম্প্রতি ফুটপাতে ময়লার ভাগাড় থেকে একজন বৃদ্ধের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাওয়ার একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। 'দুর্ভিক্ষের বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশের অবস্থা' শীর্ষক ক্যাপশনে ছবিটি পোস্ট করে দাবি করা হচ্ছে, এটি সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ছবি। কিন্তু রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে দেখা যায়, ছবিটি সাম্প্রতিক নয়; ২০২৩ সালের পুরানো ছবি! আর কতো? ☒

# নিকৃষ্ট নিবাস জাহান্নাম

**–আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান**

আল্লাহ তা'আলা পুণ্যবান-সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য যেমন কল্পনাতীত সুখময় বাসস্থান জান্নাতের ব্যবস্থা করেছেন, অনুরূপ কাফির-মুশরিক ও পাপিষ্ঠদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির অগ্নিকুণ্ড জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। কুরআন-হাদীসে সুখময় জান্নাতের বিবরণ যেমন চিত্রিত হয়েছে, অনুরূপ জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতাও বর্ণনা করা হয়েছে, যেন পথচ্যুত মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে স্বীয় রব-এর পানে প্রত্যাবর্তন করে।

স্মর্তব্য যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসান ঘটলে মৃত্যুকে কবরস্থ করা হয়। কবরস্থের পরক্ষণেই কবরবাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেই জিজ্ঞাসাবাদের পরেই তার স্থায়ী আবাস নির্ধারণ করা হয়। পুণ্যবানগণ কবরে শায়িতাবস্থায় যেমন জান্নাতের সুখ অনুভব করতে পারে, অনুরূপ কাফির-মুশরিক পাপিষ্ঠরাও মর্মন্তুদ শাস্তির মধ্যে নিপতিত হয়। এ সম্পর্কে সুনান আবূ দাউদে বিশুদ্ধ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কাফির-মুশরিক পাপিষ্ঠদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিধান করানো হবে। তারপর তার জন্য জাহান্নামের দিকের একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, ফলে জাহান্নামের গরম হাওয়া তার দিকে আসতে থাকবে। কবরকে তার জন্য এতই সংকীর্ণ করা হবে যে, তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যাবে। এরপর একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশ্তাকে নিযুক্ত করা হবে, যে তাকে ঐ লোহার হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করবে। ঐ হাতুড়ির আঘাতের তীব্রতা এতো বেশি যে, সেই হাতুড়ি দ্বারা কোনো পাহাড়কে আঘাত করা হলে তা মুহূর্তেই ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে। হাতুড়ির আঘাতে সে গগনবিদারী চিৎকার করবে, সেই চিৎকার মানুষ ও জিন ব্যতীত পৃথিবীর সব কিছুই শুনতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির সাথে মিশে যাবে। তারপর আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এভাবেই তার শাস্তি চলতে থাকবে অবিরাম।

### জাহান্নামের বিশালতা

জাহান্নাম বিশাল ও বিস্তৃত। তবুও জাহান্নামীদের জন্য তা সংকীর্ণ হবে। নিম্নের বর্ণনা থেকেই জাহান্নামের বিশালতা প্রতীয়মান হয়। হাদীসের বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীগণ সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, জাহান্নামীদের প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে। এছাড়াও অসংখ্য জাহান্নামীর দেহ এতোই বৃহৎ হবে যে, যার দাঁতই হবে উহুদ পাহাড়ের সমান! দুই কাঁধের ব্যবধান হবে তিন দিনের পথ! এরপরও জাহান্নাম পূর্ণ হবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِن مَّزِيْدٍ﴾

অর্থাৎ- "সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি?"[২৮]

মহানবী (ﷺ) বলেন, জাহান্নাম 'আরো আছে কি' বলতেই থাকবে। পরিশেষে রব্বুল ইয্যত তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাতে নিজ পায়ের পাতা (পা) জাহান্নামে রাখবেন। তখন সে বলবে, যথেষ্ট! যথেষ্ট! তোমার ইযযতের কসম! তখন তার অংশগুলো পরস্পর সংকীর্ণ হয়ে যাবে।[২৯]

এছাড়া বিশাল সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত জাহান্নামের গর্ভে নিক্ষিপ্ত করা হবে– যে সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় তেরো লক্ষ গুণ বড়। আর তার সবটাই অগ্নিকুণ্ড। এই রকম আরো কত এবং বৃহৎ সৌরজগৎ রয়েছে তা আমাদের অজানা।

### জাহান্নামের বিশালতা

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি কোনো জিনিস পড়ার আওয়াজ শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা জানো এটা কী?" আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, এটা ঐ পাথর, যেটিকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এইমাত্র তা জাহান্নামের গভীরতায় (তলায়) পৌঁছল। ফলে তারই পড়ার আওয়াজ তোমরা শুনতে পেলে।[৩০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন, যেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে সেদিন এর সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রতিটি লাগামের জন্য নিয়োজিত থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশ্তা। তারা এগুলো ধরে এটাকে টানতে থাকবে।[৩১]

উপর্যুক্ত বর্ণনায় জাহান্নামের গভীরতা ও বিশালতার তথ্য উপস্থাপিত হলেও তা অনুমান করা তো দূরের কথা, কল্পনা জগতে অংকন করাও অসাধ্য।

### জাহান্নামে শাস্তির ধরন

কাফির-মুশরিক পাপাত্মাদের গন্তব্যস্থল জাহান্নাম। এই জাহান্নামে পাপের পরিমাণ-পরিমাপ ও ধরন অনুযায়ী রকমফের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। জাহান্নামের শাস্তির মূল উপাদান আগুন। তবে সে আগুনের তীব্রতা আমাদের

---

[২৮] *সূরা ক্বা-ফ : ৩০।*
[২৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩৮৪; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮৪৮।*
[৩০] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৮৪৪; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৮৬২২।*
[৩১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৮৪২।*

প্রজ্বলিত আগুনের চেয়েও সত্তর গুণ তীব্র ও প্রখর।[৩২] নিম্নে কতিপয় পাপ ও পাপের শাস্তি প্রদত্ত হলো–

**শাস্তির ধরন-০১ :** সেদিন কাফেররা অন্ধ, বধির বাকশক্তিহীন হয়ে যাবে, এমতাবস্থায় আল্লাহর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে ফেরেশ্তাগণ তাদেরকে উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে, চুলের ঝুটি ধরে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ○ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্তি ও শাস্তিতে রয়েছে। যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেদিন বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন করো।"[৩৩] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكْمًا وَّ صُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا﴾

"আর আল্লাহ যাদেরকে পথনির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন আপনি কখনো তাদের জন্য তাকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক পাবেন না। আর কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে তখনই আমরা তাদের জন্য আগুনের শিখা বৃদ্ধি করে দেব।"[৩৪]

﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ﴾

অর্থাৎ- "অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ থেকে, অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার সামনের চুল ও পা ধরে।"[৩৫]

**শাস্তির ধরন-০২ :** যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডলকে প্রজ্বলিত আগুনে দগ্ধীভূত করা হবে এবং জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় তাদের চেহারা ঢাকা পড়বে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا﴾

"সেদিন তাদের মুখমণ্ডল ওলট-পালট করা হবে, তখন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতাম!"[৩৬]

জাহান্নাম এতোই নিকৃষ্ট স্থান যে, সেখানে যা কিছু আছে সবই কৃষ্ণবর্ণের। জাহান্নামীদের পোশাক-পরিচ্ছেদ এমনকি খাবার পানিও হবে কুচকুচে কালো। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ﴾

"আপনি দেখবেন, সেদিন অপরাধীরা পরস্পর শৃঙ্খলিত থাকবে। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের চেহারাসমূহকে।"[৩৭]

**শাস্তির ধরন-০৩ :** সেদিন অপরাধীদের প্রকাণ্ড আগুনের খুঁটিতে শক্তভাবে বেঁধে দগ্ধীভূত করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ○ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ○ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ○ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ○ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ○ فِيْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾

"কক্ষনো নয়, নিশ্চিতভাবে সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। আপনি কি জানেন হুতামা কী? এটি আল্লাহর প্রজ্বলিত লেলিহান আগুন। যা গ্রাস করবে হৃদয়কে। নিশ্চয়ই এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।"[৩৮] আরো ইরাশাদ হচ্ছে-

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ○ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾

"সেদিন তাঁর শাস্তির ন্যায় কেউ শাস্তি দিতে পারবে না এবং তাঁর বাঁধার মতো কেউ বাঁধতে পারবে না।"[৩৯]

**শাস্তির ধরন-০৪ :** যারা অবিশ্বাসী এবং ইয়াতিমদের প্রতি নির্দয় ছিল, সেসকল পাপিষ্ঠদের জাহান্নামে নেওয়ার আগে আগুনের শিকল দিয়ে শৃঙ্খলিত করা হবে; অতঃপর সত্তর হাত লম্বা, অসহনীয় ওজনসম্পন্ন আগুনের বেড়ি পরিয়ে টগবগে ফুটন্ত পানিতে নিক্ষেপ করা হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

﴿خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ○ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ○ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ○ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ○ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ﴾

অর্থাৎ- "ফেরেশ্তাদেরকে বলা হবে, ধরো তাকে, তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর তোমরা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দগ্ধ করো। তারপর তাকে শৃঙ্খলিত করো এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত, নিশ্চয় সে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ছিল না, আর মিসকীনকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না।"[৪০] পুনশ্চ ইরশাদ হচ্ছে–

---

[৩২] *সুনান আত-তিরমিযী- ২৫৮৯।*
[৩৩] *সূরা আল ক্বামার : ৪৭-৪৮।*
[৩৪] *সূরা বানী ইসরাঈল : ৯৭।*
[৩৫] *সূরা আর্ রহমান : ৪১।*
[৩৬] *সূরা আল-আহ্যা-ব : ৬৬।*
[৩৭] *সূরা ইব্রাহীম : ৪৯-৫০।*
[৩৮] *সূরা আল-হুমাযাহ্ : ৪-৯।*
[৩৯] *সূরা আল-ফাজর : ২৫-২৬।*
[৪০] *সূরা আল হাক্কাহ্ : ৩০-৩৪।*

﴿وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ○ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۫ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ﴾

অর্থাৎ- "এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার গদা তথা হাতুড়ি। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে এবং বলা হবে, আস্বাদন করো দহন যন্ত্রণা।"[৪৫]

**জাহান্নামীদের উদ্দেশে ইবলিসের সমাপনী ভাষণ**

দুনিয়াতে যারা ইবলিসের পদাঙ্ক অনুসরণ ও তাকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছিল, আজ তারা জাহান্নামের বাসিন্দা। জাহান্নামে প্রবেশের পর ইবলিস তার অনুসারীদের উদ্দেশে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করবে, যা পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَ قَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَ مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَ لُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

"আর যখন বিচারের কাজ সম্পন্ন হবে তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তো তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের ওপর কোনো আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে ডাকছিলাম, তাতে তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, তোমরা নিজেদেরই তিরস্কার করো। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। তোমরা যে আগে আমাকে আল্লাহর শরীক করেছিলে আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৪৬]

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তারাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, যারা বিতাড়িত ও অভিশপ্ত ইবলিসকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর ইবলিস-শয়তানের মিশন ও ভিশন মানুষকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। অতএব আসুন! আমরা আমাদের অভিভাবক আল্লাহ তা'আলার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম। ☒

﴿اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلٰسِلُ ۫ يُسْحَبُوْنَ ○ فِي الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "যখন তাদের গলায় বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে, তারপর তাদেরকে পোড়ানো হবে আগুনে।"[৪১]

বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আর যারা কৃপণতা ও সম্পদ জমিয়ে রাখার মানসে যাকাত প্রদান থেকে বিরত ছিল, তাদের গলায় ভয়ঙ্কর বিষধর এক ধরনের সাপ পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। বিষের তীব্রতার দরুণ সেই সাপের মাথা হবে টাকবিশিষ্ট, চোখের ওপর থাকবে দু'টি কালো দাগ, যা ঐ পাপিষ্ঠের দুই চোয়ালে দংশন করবে আর বলবে, আমি তোর সেই ধন-সম্পদ যা তুই গচ্ছিত করেছিলে।[৪২] অর্থাৎ- শেষ বিচারের দিন কৃপণের গচ্ছিত সম্পদকে প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর ও তীব্র বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে। এ হাদীস সংশ্লিষ্ট আল্লাহর বাণী,

﴿وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

"আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এমনটি যেন তারা কিছুতেই মনে না করে; বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যেটাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের সত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা করো আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।"[৪৩]

জাহান্নামের গর্ভে প্রখর-উত্তপ্ত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলবে, অনুরূপ সেখানে থাকবে বৃহৎ উটের ন্যায় সর্প ও খচ্চরসদৃশ বিচ্ছু। যাদের সংখ্যা যেমন অগণিত, বিষের তীব্রতাও দীর্ঘস্থায়ী। অর্থাৎ- একটি সাপ অথবা বিচ্ছু যখন কোনো জাহান্নামীকে দংশন করবে, তখন সে তার বিষক্রিয়াজনিত যন্ত্রণা চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে।[৪৪]

**শাস্তির ধরন-০৫ :** যারা অবিশ্বাসী-কাফির, তাদের স্থায়ী নিবাস জাহান্নাম। সেখানে তাদের মস্তকে অপরিমেয় ওজনদার লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হবে, ফলে তাদের মস্তক ছিন্নভিন্ন ও দলিত-মথিত হয়ে যাবে। আর যখন তারা জাহান্নাম থেকে বহির্গমনের চেষ্টা করবে, তখনই আঘাত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[৪১] *সূরা আল মু'মিন : ৭১-৭২।*
[৪২] *সহীহুল বুখারী- ৪৫৬৫।*
[৪৩] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৮০।*
[৪৪] *সিলসিলা সহীহাহ্- হা. ৩৪২৯।*
[৪৫] *সূরাতুল হাজ্জ : ২১-২২।*
[৪৬] *সূরা ইব্‌রা-হীম : ২২।*

# যৌবনের দিনগুলো

**লেখক : শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল বদর**

**অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার***

যৌবন হলো জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। মানুষের জীবনের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে যৌবনকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কেউ চাইলে এ সময়কে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারে আবার অলসতা করার কারণে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সংক্ষিপ্তাকারে বলেন,

﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾

"অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে"[৪৭] এবং বিশদভাবে আরো বলেছেন :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا﴾

"হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাকো তবে অনুধাবন করো, আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর শুক্রাণু হতে, তারপর 'আলাক্বাহ' হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশ্তপিণ্ড হতে- যাতে আমরা বিষয়টি তোমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করি। আর আমরা যা ইচ্ছে তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভ স্থিত রাখি, তারপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে হিনতম বয়সে প্রত্যাবৃত্ত করা হয়, যার ফলে সে জানার পরেও যেন কিছুই (আর) জানে না।"[৪৮]

এই সময়টি, অর্থাৎ- যৌবনকাল, দুর্বল শৈশব ও দুর্বল বার্ধক্যের মাঝামাঝি সময়। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ﴾

"আল্লাহ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলতা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন।"[৪৯]

যৌবনকাল শক্তি সঞ্চয়ের সময়, সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানোর সময়। যৌবনকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়।

এই কারণেই প্রত্যেক যুবকের উচিত এই সময়কালকে যথাযথ মূল্যায়ন করা ও গুরুত্ব দেওয়া, যৌবনের সংবেদনশীলতা উপলব্ধি করা। তাদের উচিত শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নিজেদের পরিচালনা করা। কারণ যুবকদের মাঝে সাধারণত অস্থিরতা, তাড়াহুড়ো ও হঠকারিতা কাজ করে থাকে। যদি কোনো যুবক শায়েখ মাশায়েখের সাহচর্য গ্রহণ না করে, আলেম ওলামার পরামর্শ গ্রহণ না করে, তাহলে সে নিজেকে এবং অন্যদের বড় বিপদের মধ্যে ফেলতে পারে। এ জন্য শরীয়তে এ সময়কে যথাযথ মূল্যায়ন ও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার প্রতি এবং সঠিক ব্যবহার ও অপচয় থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে।

ইমাম হাকিম (রাহিমাহুল্লাহ) স্বীয় গ্রন্থ মুসতাদরাকে হাকিমে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন : এক ব্যক্তি যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে উপদেশ চাইছিল, তখন তিনি তাকে বলেন,

"পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যায়ন করো। তোমার যৌবন বার্ধক্যের আগেই, তোমার সুস্থতা অসুস্থতার আগেই, তোমার সম্পদ দারিদ্র্যের আগেই, তোমার অবসর ব্যস্ততার আগেই এবং তোমার জীবন মৃত্যুর আগেই।"

---

** অধ্যয়নরত, কুল্লিয়া প্রথম বর্ষ, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

*[৪৭] সূরা আল ইন্‌শিক্বা-ক্ব : ১৯।*

*[৪৮] সূরা আল হাজ্জ : ৫।*

*[৪৯] সূরা আর্ রূম : ৫৪।*

এখানে তিনি প্রথমেই যৌবনকাল উল্লেখ করেছেন এবং সময়টি কাজে লাগানোর উৎসাহ দিয়েছেন।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষ যখন মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, তখন তাকে তার পুরো জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং বিশেষভাবে তার যৌবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হাদীসে এসেছে– তিনি বলেছেন :

لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

নবী (ﷺ) বলেছেন : কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগপর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কী কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কী কী খাতে খরচ করেছে এবং সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মুতাবিক কী কী 'আমল করেছে।[৫০]

এখানে যৌবনকাল সম্পর্কে আলাদা করে প্রশ্ন করা হবে, যদিও এটি জীবনেরই একটি অংশ। এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, যৌবনকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত এই গুরুত্বপূর্ণ সময় সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া, যাতে সে সেদিন সফল হতে পারে, আফসোস না করতে হয়।

বর্তমান সময়ে যুবকদের বিশেষভাবে টার্গেট করা হচ্ছে তাদের চিন্তা-ভাবনা, নীতি-নৈতিকতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর আক্রমণের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম থেকে সরিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা করা হচ্ছে।

এমন অনেক মাধ্যম তৈরি হয়েছে যা অতীতে ছিল না, যা যুবকদের মনন, নৈতিকতা ও বিশ্বাসে বিপদের কারণ হয়ে উঠছে। যদি তারা শরিয়তের বিধান মানে, মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখে এবং শরীয়তের বিধানগুলো পালন করে, অকল্যাণকর বিষয় থেকে দূরে থাকে, তবে তারা এই ফাঁদ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

এই বিপদের কারণের দু'টি বড় দিক হলো– "শাহওয়াত" (প্রবৃত্তি) এবং "শুহুবাহ" (সংশয় সন্দেহ)।

শাহওয়াতের মাধ্যমে যুবকদের নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটাতে ফিতনার পরিবেশ তৈরি করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"যারা কামনাসমূহের অনুসরণ করে তারা তোমাদেরকে বিপথগামী করতে চায়।"[৫১]

অন্যদিকে, শুহুবাহ বা সংশয় সন্দেহের মাধ্যমে ভ্রান্ত চিন্তা ও ধর্মের নামে বাড়াবাড়ির প্রবণতা তৈরি করা হয়, যা মহান আল্লাহর বিধানের সাথে সম্পর্কহীন। অনেক যুবক এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার শিকার হয়ে নিজেকে এবং অন্যদের ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। অনেক যুবক এই উভয় বিপদে পড়ে; প্রথমে তারা মাদকাসক্ত হয় এবং শেষে আত্মঘাতী বোমা হামলায় লিপ্ত হয়।

মহান আল্লাহর প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ ভয় থাকা উচিত এবং আমাদেরকে তাঁর প্রতি এমনভাবে ঈমান রাখা উচিত যেন আমরা জানি যে, আমাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহ তা'আলা শুনছেন ও দেখছেন। আমাদের নিজ নিজ আত্মার সংশোধনের জন্য কাজ করা উচিত এবং প্রতিটি যুবকের উচিত তার যৌবনকে এইসব বিপদ থেকে রক্ষা করা; মহান আল্লাহর দীন মেনে চলা, সঠিক পথে দৃঢ় থাকা এবং সকল প্রকার অবক্ষয় ও অকল্যাণ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এজন্য মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং তাঁর সাহায্য ও মদদ কামনা করা আবশ্যক, কারণ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো রক্ষাকারী নেই।

[৫০] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৪১৬।*

[৫১] *সূরা আন্ নিসা।*

হে প্রিয় যুবক! এই পরামর্শগুলো তোমার প্রতি একজন হৃদয়বান ও আন্তরিক বন্ধুর পরামর্শ; যদি তুমি এগুলো মেনে চলো, তবে তা তোমার মুক্তি ও সফলতার কারণ হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার জন্য সুখ বয়ে আনবে।

হে যুবক! তোমার উচিত সর্বদা নিজের যৌবনকে রক্ষা করা এবং সব ধরনের অকল্যাণ ও অবক্ষয় থেকে বিরত থাকা। এজন্য মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করো এবং সব ধরনের খারাপ ও ক্ষতিকর কাজের পথ এড়িয়ে চলো।

তোমার জন্য আরো জরুরি হলো ইসলামের ফরজগুলো ও ধর্মীয় দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করা, বিশেষ করে সলাতের প্রতি মনোযোগী হওয়া। কেননা সলাত তোমাকে খারাপ থেকে রক্ষা করবে এবং অন্যায় ও মিথ্যা থেকে দূরে রাখবে। সলাত ভালো কাজের সহায়ক এবং প্রতিটি খারাপ ও মিথ্যা কাজ থেকে বিরত রাখে।

তোমার উচিত জ্ঞানী ও শায়েখদের নিকটবর্তী হওয়া, তাদের কথা শোনা, তাদের নির্দেশনা মেনে চলা, তাদের জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়া এবং তোমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তাদের পরামর্শ নেওয়া।

এছাড়াও, তোমার ওপর আবশ্যক হলো আল্লাহ তা'আলা তোমার ওপর যা বাধ্যতামূলক করেছেন, তা পালন করা, বিশেষ করে তোমার নেতার প্রতি আনুগত্য; এতে রয়েছে সুরক্ষা ও মুক্তি। পক্ষান্তরে, নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, দলবদ্ধতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং আনুগত্য ত্যাগ করা বিপদ ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বয়ে আনে না।

হে যুবক! দিনরাতের প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহর যিক্‌রের মাধ্যমে নিজের সুরক্ষা করো। সকালে ও সন্ধ্যায়, নামাযের পরে, ঘরে ঢোকার ও বের হওয়ার সময়, বাহনে চড়ার সময় এবং এমন অন্যসব ক্ষেত্রে নির্ধারিত যিক্‌রগুলো পাঠ করো। কারণ মহান আল্লাহর যিক্‌র শয়তানের থেকে রক্ষা করে এবং দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখে।

তোমার উচিত প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা, যাতে তোমার হৃদয় শান্তি পায়; কারণ মহান আল্লাহর কিতাব হৃদয়কে শান্তি দেয় এবং এটি দুনিয়া ও আখিরাতে সুখের কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়।"[৫২]

তোমার আরো উচিত মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা, যাতে তিনি তোমাকে সত্য ও সঠিক পথে দৃঢ় রাখেন এবং সব ধরনের অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন; কারণ দু'আ দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিটি কল্যাণের চাবিকাঠি।

তোমার উচিত ভালো মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করা এবং দুষ্ট ও বিপথগামীদের থেকে দূরে থাকা; কারণ দুষ্টদের সঙ্গ সর্বনাশ ডেকে আনে। আর বিশেষ করে ইন্টারনেট, যা যুবকদের জন্য ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখো, যাতে তোমার দীন সুরক্ষিত থাকে এবং তুমি অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকো। কারণ নিরাপত্তা ও সুস্থতা এক অমূল্য সম্পদ।

তোমার সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, একদিন তুমি মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে এবং তোমার যৌবন কিভাবে কাটিয়েছো তা নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ○ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ﴾

"তারা বলবে, নিশ্চয় আগে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।"[৫৩]

আমি মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন তোমাকে তাঁর সৎ বান্দাদের মতো সুরক্ষা দান করেন –আমীন। ☒

---

[৫২] *সূরা আর্ রা'দ : ২৮।*
[৫৩] *সূরা আত্ তূর : ২৬, ২৭।*

# সন্তানের প্রতি লুক্বমান (আলাইহিস সালাম)-এর উপদেশ

**–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ**

লুক্বমান বা লুক্বমান হাকিম আরববাসীর কাছে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বেহ (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণিত লুক্বমান (আলাইহিস সালাম) আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম)-এর ভাগ্নে। ইমাম বায়যাবি (রাহিমাহুল্লাহ), অন্য মতানুসারে তিনি দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর সময়ও জীবিত ছিলেন। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র বর্ণনায় আছে, লুক্বমান (আলাইহিস সালাম) আবিসিনীয় ক্রীতদাস। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ঘটনাবলি, তাঁর সম্প্রদায় ও তাঁর বংশপরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি একজন অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথামালা ‘সহিফায়ে লুক্বমান’ নামে আরবদের মধ্যে বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ ছিল। এ ব্যাপারে সবার ঐকমত্য থাকলেও তাঁর সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে মতবিরোধপূর্ণ বক্তব্য বিদ্যমান। তা এ কারণে যে, প্রাচীনকালের ইতিহাসে লুক্বমান নামের আরও একজন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি দ্বিতীয় আদ (কওমে ইয়াহুদ [আলাইহিস সালাম])-এর সম্প্রদায়ের একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তিনি ছিলেন খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত। মুহাম্মদ বিন জারির আত্ তাবারি (রাহিমাহুল্লাহ), ইমামদুদ্দিন বিন কাসির (রাহিমাহুল্লাহ) ও আবুল কাসেম আস্ সুহাইলি (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তার মত এই যে, বিখ্যাত লুক্বমান হাকিম আফ্রিকি বংশের লোক ছিলেন এবং একজন ক্রীতদাসরূপে আরবে এসেছিলেন। তাঁরা লুকমানের বংশপরিচয় এবং শারীরিক গঠনপরিচিতি বর্ণনা করেছেন এভাবে– “তিনি হলেন লুক্বমান বিন আনকা বিন সাদুন বা লুক্বমান বিন সার বিন সাদুন কিংবা লুক্বমান বিন আনকা বিন সারুন অথবা লুক্বমান বিন আনকা বিন সারুর।” তাঁরা বলেন, লুক্বমান সুদানের নাওবি বংশোদ্ভূত ছিলেন। খর্বাকৃতি, স্থূলকায় ও কৃষ্ণবর্ণের লোক ছিলেন তিনি। তাঁর ঠোঁট দু’টি ছিল মোটা, হাত-পা-গুলো ছিল বিশ্রী। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ, মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা, সংসারবিরাগী এবং প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা তাকে হিকমত ও জ্ঞানের এক পর্যাপ্ত অংশ দান করেছিলেন। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লুক্বমান নিগ্রো ক্রীতদাস ছিলেন। পেশায় ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ‘আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহকে বললাম, লুক্বমানের ব্যাপারে আপনাদের কাছে কী সংবাদ পৌঁছেছে? জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, লুক্বমান ছিলেন খর্বাকৃতির, ঠোঁট দু’টি ছিল মোটা এবং তিনি নাওবা গোত্রের লোক ছিলেন।” “সা‘ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, লুক্বমান ছিলেন সুদান-মিসরীয় বংশোদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গ। ছিলেন প্রজ্ঞাবান। ওষ্ঠাদ্বয় ছিল অত্যন্ত পুরু এবং তিনি নবী ছিলেন না।”

সুফিয়ান সাওরী ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, ক্বাতাদাহ্ জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এবং সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবসহ অধিকাংশ সালাফের মতে, তিনি নবী নন; বরং তিনি একজন সৎ বান্দা ছিলেন। যে আসার দ্বারা তাঁর নবী হওয়া প্রমাণিত হয় তা য‘ঈফ। লুক্বমানকে আল্লাহ তা‘আলা বিশেষ ‘হিকমত’ দান করেছিলেন। লুক্বমান (আলাইহিস সালাম) তার সন্তানকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র আল কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন,

﴿وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○ وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○ وَ اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ يٰبُنَيَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○ يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○ وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ﴾

“স্মরণ করো, যখন লুক্বমান স্বীয় ছেলেকে উপদেশ প্রদানস্বরূপ বললেন : হে আমার ছেলে! আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। নিশ্চই শিরক তো মহাঅন্যায়।

আর আমি মানুষকে তার বাবা-মা সম্পর্কে আদেশ দিয়েছি (তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে)। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দু'বছরে তার স্তন পান ছাড়ানো হয়। সুতরাং আমার এবং তোমার মাতা-পিতার কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। আর যদি তোমার মাতা-পিতা তোমার ওপর চাপ দেয় যে, তুমি আমার সাথে এমন কিছু শরীক সাব্যস্ত কর, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ করবে। অবশেষে আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে এবং আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো যা তোমরা করতে। হে আমার ছেলে! কোনো কিছু যদি সরিষার বীজের পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে পাথরের ভিতরে অথবা আসমানে কিংবা ভূ-গর্ভে, তথাপি তাও আল্লাহ উপস্থিত করবেন। নিশ্চই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। হে আমার ছেলে! সালাত কায়েম করো, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করো এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই এ হলো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। আর তুমি অহঙ্কারবেশে মানুষকে অবহেলা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহঙ্কারকারীকে ভালোবাসেন না।"[৫৪]

**উপদেশের সারসংক্ষেপ**

১. মহান আল্লাহর সাথে শির্ক না করা, কেননা শির্ক হলো বড় অন্যায়।
২. পিতামাতার সাথে সদাচারণ করা, তারা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে জন্ম দিয়েছেন।
৩. মহান আল্লাহ ও পিতামাতর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া।
৪. পিতামাতা যদি মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে তাহলে তাদের কথা মানা যাবে না, তবে তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে।
৫. আল্লাহ তা'আলা অণুপরিমাণও জিনিসপত্র দেখেন।
৬. সালাত কায়েম করা।
৭. সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।
৮. বিপদে আপদে ধৈর্যধারণ করা।
৯. অহঙ্কার না করা, কেননা আল্লাহ তা'আলা অহঙ্কারীদের ভালোবাসেন না। ☒

[৫৪] *সূরা লুকমা-ন : ১৩-১৮।*

# যে মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীন বাংলায় প্রথম কারাবরণ করেন

*[২২ পৃষ্ঠার পরের অংশ]*

সাড়ে চার বছর কারা ভোগের পর ১৯৮০ সালের ২৬ মার্চ তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৮২ সালের আগস্ট মাসে তিনি টাঙ্গাইলের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৮৪ সালে ৩ নভেম্বর তিনি জাসদ থেকে পদত্যাগ করেন। কেন তিনি পদত্যাগ করেছেন তার লেখা গ্রন্থ, "কৈফিয়ত ও কিছুকথা" গ্রন্থে লিখেছেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সাথে সম্পৃক্ত হন।

প্রগতিশীল আন্দোলনের স্বার্থে ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন অত্যাবশ্যকীয় বলে তিনি মনে করতেন। কারণ ইসলাম শোষণ-জুলুম অন্যায় অসুন্দরসহ সর্বরকম স্বৈরশাসন ও মানুষের ওপর অবৈধ প্রভুত্বের ঘোরবিরোধী। ইসলাম পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, রাজতন্ত্র, উচ্ছেদের নির্দেশ দেয়। সম্পদের মালিকানা ইসলামে নিষিদ্ধ, কারণ সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র মহান আল্লাহরই।

মানুষ হচ্ছে তার কেবল প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমানতদার বা কেয়ারটেকার। বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য জাসদ থেকে পদত্যাগ করে মাত্র ১৬ দিন পর তিনি ১৯৮৪ সালে ২০ অক্টোবর জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নামে একটি দল গঠন করেন।

১৯৮৫ সালে জানুয়ারি মাসে তাকে গৃহবন্দী করা হয়। তিনি ১ মাস গৃহবন্দি অবস্থায় থাকেন। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে ১৯৮৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৮ সালের মার্চ পর্যন্ত সরকার তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকে রাখে। তিনি লিবিয়া, লেবানন, ইরান, ব্রিটেন পাকিস্তানে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৮৮ সালের ১১ নভেম্বর তিনি পাকিস্তানে যান ১৬ নভেম্বর রাজধানী ইসলামাবাদে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। ১৯ নভেম্বর রাত ১০টায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

২২ নভেম্বর তার লাশ ঢাকায় আনা হয় এবং পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় মীরপুর বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যার লাশ দাফনের মাধ্যমে মীরপুরের মুক্তিযোদ্ধা গোরস্তানে সর্বপ্রথম লাশ দাফন শুরু হয়। তিনি কে? তিনিই তো ছিলেন অকুতোভয় সেই মহান দেশপ্রেমিক, মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল। ☒

## বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

# আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুম্বন করে চোখে বুলানো

**“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।”** *(সূরা আল হাশ্‌র: ৭)*

**আরাফাত ডেস্ক :** আমাদের দেশে অনেক ধার্মিক মুসলিম আযানের সময় “আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ” বাক্যটি শুনলে দুই হাতের আঙুলে চুমু খেয়ে তা দিয়ে চোখ মোছেন। এ মর্মে একটি বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীসকে সত্য মনে করেই তাঁরা এ কাজ করেন। এ বানোয়াট হাদীসটি বিভিন্নভাবে প্রচারিত। এক বর্ণনায় বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি আযানের এ বাক্যটি শুনে নিজে মুখে বলবে,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নবী হিসাবে গ্রহণ করে।” আর এ কথা বলার সাথে দুই হাতের শাহাদাত আঙুলের ভিতরের দিক দিয়ে তার দুই চক্ষু মাসেহ করবে তার জন্য শাফা‘আত অবধারিত হবে। কেউ কেউ বলেন, আযানের এ বাক্যটি শুনলে মুখে বলবে–

مَرْحَبًا بِحَبِيْبِيْ وَقُرَّةِ عَيْنِيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

“মারহাবা! আমার প্রিয়তম ও আমার চোখের শান্তি মুহাম্মাদ ইবনু ‘আব্দুল্লাহকে।”

এরপর তার বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়কে চুমু খাবে এবং উভয়কে তার দুই চোখের ওপর রাখবে। যদি কেউ এরূপ করে তবে কখনো তার চোখ উঠবে না বা চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হবে না।

এ জাতীয় সকল কথাই বানোয়াট। কেউ কেউ এ সকল কথা আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। মোল্লা ‘আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা প্রমাণিত হলে তা ‘আমল করার জন্য যথেষ্ট হবে।” তবে হাদীসটি আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও প্রমাণিত নয়। ইমাম সাখাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মোল্লা ‘আলী ক্বারীর বক্তব্যের টীকায় বর্তমান যুগের অন্যতম হানাফী ফকীহ, মুহাদ্দিস আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ লিখেছেন, তাঁর উস্তাদ ও প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ যাহিদ কাওসারীর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মোল্লা ‘আলী ক্বারী এ বিষয়ে ইমাম সাখাবীর বিস্তারিত আলোচনা জানতে পারেননি। ফলে তার মনে দ্বিধা ছিল। প্রকৃত বিষয় হলো– আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বা অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটির কোনো প্রকার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়নি। মুহাদ্দিসগণ একমত হয়েছেন যে, এ বিষয়ক সকল বর্ণনা বানোয়াট।[৫৫]

**এখানে লক্ষ্যণীয়– প্রথমতঃ** রোগমুক্তি, সুস্থতা ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ‘আমল’ অনেক সময় অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রহণ করা হয়। এজন্য এ প্রকারের ‘আমল’ করে ফল পাওয়ার অর্থ এটাই নয় যে, এগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কেউ রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে কোনো শরীয়তসম্মত ‘আমল করতে পারেন। তবে বিশুদ্ধ সনদ ছাড়া এরূপ ‘আমল’-কে হাদীস বলা যায় না।

**দ্বিতীয়তঃ** এ জাল হাদীসের পরিবর্তে মু’মিন একটি সহীহ হাদীসের ওপর ‘আমল করতে পারেন। দুই হাতের আঙুল দিয়ে চোখ মোছার বিষয়টি বানোয়াট হলেও উপরের বাক্যগুলো মুখে বলার বিষয়ে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি কেউ মুআয্‌যিনকে শুনে বলে–

أَشْهَدُ (وَأَنَا أَشْهَدُ) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ (ﷺ) رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا.

“এবং আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা‘বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি তুষ্ট ও সন্তুষ্ট আছি মহান আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে।”

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যদি কেউ এভাবে ওপরের বাক্যগুলো বলে, তার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।[৫৬] ☒

---

[৫৫] *আল মাকাসিদ- ইমাম সাখাবী, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪, হা. ১০২১; আল আসরার- মোল্লা ‘আলী ক্বারী, পৃ. ২১০, হা. ৮২৯; আল মাসনূ‘য়- পৃ. ১৩৪, হা. ৩০০; মুখতাসারুল মাকাসিদ- যারকানী, পৃ. ১৭৪, হা. ৯৪০; কাশফুল খাফা- আল-আজলূনী, ২/২০৬; আল-ফাওয়াইদ- শাওকানী, ১/৩৯।*

[৫৬] *সহীহ মুসলিম- ১/২৯০; ইবনু খুযাইমাহ্- ১/২২০; ইবনু হিব্বান- ৪/৫৯১।*

## প্রাসঙ্গিক ভাবনা

# যে মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীন বাংলায় প্রথম কারাবরণ করেন

–আব্দুস সাত্তার*

পাকিস্তানের শাসন থেকে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলো। বাংলার দেশপ্রেমিক কৃষক শ্রমিক ছাত্র-জনতা, আবাল বৃদ্ধ বণিতা শান্তির অন্বেষায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আশায় বুক ভরে গেল, শান্তি আসবে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটবে, নির্দ্বিধায় শিক্ষার দুয়ার খুলে যাবে।

যাদের সংগ্রামে দেশ স্বাধীন হলো, যারা মুক্তিযুদ্ধের ফ্রন্টে থেকে সরাসরি যুদ্ধ করেছেন তাদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম কে জেল খেটেছেন, কেনই বা খেটেছেন, সে খবরই বা কতজনে রাখে বা জানে!

**কে সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানায়ক?**

রাজনীতির বক্তৃতার মাঠে ময়দানে তার পক্ষে কথা বলার কাউকে তেমন দেখা যায় না। অথচ তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামের বীরসেনা, ছিলেন ৯ নং সেক্টরের প্রধান মুক্তিযোদ্ধা।

যাদের অবদানে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী এক লড়াইয়ের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয় তিনি সেই মহান বীরদের একজন। যার জন্ম হয়েছিল ১৯৪২ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলার উজিরপুর থানা সদরে মামার বাড়িতে। পিতা জনাব আলী মিয়া, মাতা রাবিয়া খাতুন।

তিনি ১৯৬০ সালে মেট্রিক পাস করেন। ১৯৬১ সালে ক্যাডেটে ভর্তি হন এবং রাওয়ালপিণ্ডের মারিতে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে পাকিস্তানের কাবুলে সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৬৫ সালে কমিশন লাভ করেন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ট্যাংক বাহিনীতে যোগ দেন। ঐ বছরই ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে ১২ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার হিসাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সামরিক একাডেমি থেকে গ্র্যাজুয়েশন লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারিতে তিনি দেশে আসেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ২৪ এপ্রিল বরিশাল পটুয়াখালীকে তিনি মুক্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করেন। ৭ এপ্রিল খুলনা অঞ্চল মুক্ত করতে সক্ষম হন।

১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের পথ ধরে তিনি ভারতে যান। ১৯৭১ সালে ১৮ ডিসেম্বর বরিশালে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। একুশে ডিসেম্বর বরিশাল হেমায়েত খেলার মাঠে এক বিশাল জনসভায় তিনি ভাষণ প্রদান করেন। স্বাধীনতার পর পর ভারত বাংলাদেশকে কার্যত একটি প্রদেশ হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সম্পদ ও পাকিস্তানের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র লুটপাট করে ভারতে নিয়ে যেতে থাকে। যশোরে এমন একটি লুটের মাল বয়ে নেয়া ভারতের সেনাবাহিনীর গাড়ি বহরকে বাধা দেওয়ায় ৩১ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় তাকে বন্দী করা হয়।

যশোর সেনানিবাস অফিস কোয়াটারের একটি নির্জন বাড়িতে তাকে আটকে রাখা হয়। তিনিই তো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দী মুক্তিযোদ্ধা। পাঁচ মাস ছয় দিন বন্দি থাকার পর ১৯৭২ সালের জুলাই তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সেক্টর কমান্ডার হিসেবে সকলকেই উপাধি দেওয়া হলেও তাকে বঞ্চিত করা হয়।

১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ প্রতিষ্ঠা করে সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল বাকেরগঞ্জ উজিরপুরসহ পাঁচটি আসনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিজয় নিশ্চিত হলেও তাকে বিজয়ী হতে দেওয়া হয়নি। ১৯৭৫ সালে ক্ষমতাসীন দলের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তিনি। ১৯৭৫ সালের ২৩ নভেম্বর তাকে আবারো গ্রেফতার করা হয়।

সামরিক ট্রাইব্যুনালে কর্নেল তাহের ও তার ফাঁসির নির্দেশ আসে। মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ অবদানের জন্য তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

*[পরবর্তী অংশ ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

* *সহকারী অধ্যাপক, মাদ্‌রাসা দারুল ইসলাম মুহাম্মাদীয়া, বল্লা।*

ইতিহাস ঐতিহ্য

# পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র

–মো. কায়সার আলী*

সংবিধান বা শাসনতন্ত্র সরকারের আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়। এটা হলো যে কোনো রাষ্ট্রের মূল ও সর্বোচ্চ আইন। যার মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা চর্চার শাখাগুলোকে বিধিমালার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র হল মদিনা সনদ। যা ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত হয়। ইতঃপূর্বে আইন ছিল স্বৈরাচারী শাসকের ঘোষিত আদেশ এবং সরকার ছিল ব্যক্তি কেন্দ্রীভূত। সর্বপ্রথম মহানবী (ﷺ) জনগণের মঙ্গলার্থে আইনের শাসন বা মদীনা সনদ (ম্যাগনাকার্টা) প্রতিষ্ঠা করেন। হিজরতের পর মহানবী (ﷺ)-এর কর্তব্য ছিল কলহ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত মদিনাবাসীদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃ-সংঘ গঠন করে হিংসা, দ্বেষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চিরতরে উচ্ছেদ করা বা গোত্রে গোত্রে চিরদ্বন্দ্ব দূর করা। এক গোত্র আরেক গোত্রকে সমর্থন করায় মদিনার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি দিনে দিনে জটিল ও শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং সংশয়, উদ্বেগ ও অস্থিরতার মধ্যে কালাতিপাত করতে থাকে। নবী (ﷺ) মদীনায় আগমন করলে মদীনাবাসীগণ তাঁকে সাদরে ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। নবী (ﷺ) ছিলেন নবজাগরণের অগ্রনায়ক, ভবিষ্যত কমনওয়েলথের প্রতিষ্ঠাতা, মিলনের দূত, আশার আলো ও বিশ্বমানবের ত্রাণকর্তা। বিশেষ করে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তুলবার জন্য সাতচল্লিশটি শর্তসম্বলিত এই মদীনা সনদ প্রণয়ন করেন। "মহান ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে রাসূল করিম (ﷺ) কর্তৃক লিখিত ও প্রদত্ত চুক্তিপত্র (সনদ) কুরাইশ ও ইয়াসরিবের (মদিনাবাসী) বিশ্বাসী ও মুসলমানদের জন্য এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে (মাওয়ালী) এবং যারা তাদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে (জিহাদ) অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য প্রদত্ত হলো–

(১) তারা (সনদে উল্লেখিত) একটি জাতি (উম্মা) এবং অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র।

(২) কুরাইশ-মুহাজিরিন পূর্বপ্রচলিত প্রথানুযায়ী সমবেতভাবে খুন খেসারত প্রদান করবে এবং পরস্পরের সমঝোতার ভিত্তিতে সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও বিচারের দ্বারা তাদের বন্দীদের মুক্তি দিবে।

(৩) বানূ আউফ গোত্র তাদের পূর্বের শর্তানুযায়ী মৃত্যুপণ প্রদান করবে এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ গোত্র স্ব স্ব বন্দীর মুক্তিপণ প্রদান করবে।

(৪-১০) অনুরূপভাবে বানূ হারিস, বানূ সায়ীদা, বানূ জুশাম, বানূ নাজ্জার, বানূ 'আম্র বিন আউফ, বানূ নাফীত ও বানূ আল-আউস গোত্র পূর্ববর্তী শর্তানুযায়ী মৃত্যুপণ ও মুক্তিপণ প্রদান করবে।

(১১) বিশ্বাসীগণ কোনো ঋণী বন্ধুকে পরিত্যাগ করবে না; বরং মুক্তিপণ খুনের খেসারত ইত্যাদি প্রদানের ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গতভাবে সাহায্য করবে।

(১২) একজন বিশ্বাসী অপর একজন বিশ্বাসীর অনুমতি ব্যতীত তার মওলার সঙ্গে কোনো প্রকার সখ্য স্থাপন করতে পারবে না।

(১৩) আল্লাহর ভয়ে ভীত যদি কোনো বিশ্বাসী বিশ্বাসীদের মধ্যে অন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ বা দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত হয় তবে তারা তাদের যথোচিত শাস্তি প্রদান করা হবে। কেউই অবিশ্বাসীর আপন পুত্রকেও এ ব্যাপারে ক্ষমা করতে পারবে না।

(১৪) একজন বিশ্বাসী কোনো পক্ষাবলম্বন করে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করতে পারবে না অথবা কোনো বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীকে সাহায্য করতে পারবে না।

(১৫) আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তা একক ও আশ্রয়দান (ইযাজুর) মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। বিশ্বাসীগণ পরস্পরের রক্ষক বা পোষণকারী, অন্যান্য লোক-গোষ্ঠীর পোষণকারী নয়।

(১৬) মুসলমানদের অনুগামী কোনো ইহুদী যতদিন পর্যন্ত তাদের কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন না করে অথবা

*শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

তাদের বিরুদ্ধে অন্য লোকদের সাহায্য না করে ততদিন পর্যন্ত সে একই সাহায্য লাভ করবে।

**(১৭)** বিশ্বাসীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তিচুক্তি (সনদ) একক এবং সামগ্রিক। যখন মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হবে তখন বিশ্বাসীগণ একত্রে যুদ্ধ করবে, তার জন্য পৃথক চুক্তির প্রয়োজন নেই। এই যুদ্ধের সময় কোনো বিশ্বাসী পৃথকভাবে শান্তি স্থাপন করতে পারবে না।

**(১৮)** মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই পর্যায়ক্রমে (বিশেষ করে যাদের অশ্ব বা উট নেই) বিশ্বাসীদের অশ্ব বা উটে সওয়ার হতে পারবে।

**(১৯)** মহান আল্লাহর কাজে (ধর্মযুদ্ধে) যদি কোনো বিশ্বাসী প্রাণ দেয় তবে বিশ্বাসীগণ একত্রে এর প্রতিশোধ নেবে। আল্লাহভীরু বিশ্বাসীগণ সঠিক ও নির্ভুল পথে চলে।

**(২০)** কোনো বিশ্বাসী পৌত্তলিক কুরাইশকে আশ্রয় দেবে না এবং তাদের পক্ষ নিয়ে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মধ্যস্থতা করবে না।

**(২১)** কোনো বিশ্বাসীকে কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করলে এবং হত্যার ঘটনা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হলে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ মৃত্যুপণ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে না পারলে হত্যাকারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বাসীগণ কোনোক্রমে হত্যাকারীর পক্ষ সমর্থন করবে না।

**(২২)** এই সনদের প্রতি যারা সম্মতি জ্ঞাপন করছে এবং যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের বিচারে (আখিরাত) বিশ্বাস রাখে তারা কোনো দুস্কৃতকারীকে আশ্রয় অথবা খাদ্য প্রদান করবে না। যদি কেউ তা লঙ্ঘন করে তাহলে আল্লাহর কর্তৃক সে অভিশপ্ত হবে। কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণে উক্ত অপরাধ মওকুফ হবে না।

**(২৩)** বিশ্বাসীদের মধ্যে মতানৈক্য হলে তা আল্লাহ ও মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সম্মুখে পেশ করতে হবে।

**(২৪)** বিশ্বাসীদের সঙ্গে ইহুদীগণও যুদ্ধের ব্যয় বহন করবে।

**(২৫)** বানূ আউফ ও সা'লাবাহ গোত্রের ইহুদীগণ এবং বিশ্বাসীগণ একই জাতি (উম্মা)ভুক্ত। বিশ্বাসীগণ ও ইহুদীগণ স্ব স্ব ধর্ম অনুসরণ করবে। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক বা বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজে লিপ্ত হবে না।

**(২৬)** বানূ আউফের প্রতি যে শর্ত প্রদত্ত হয়েছে বানূ নাজ্জার গোত্রের জন্যও অনুরূপ শর্ত প্রযোজ্য হবে।

**(২৭-৩০)** বানূ হারিস, বানূ সায়িদাহ্, বানূ জুশাম, বানূ আউস ইহুদী গোষ্ঠীদের জন্য একই শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে।

**(৩১)** বানূ আউফ গোত্রের জন্য যে শর্ত প্রযোজ্য বানূ সা'লাবাহ গোত্রের জন্যই তাই প্রযোজ্য। শুধু ব্যতিক্রম এই যে, যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে তার পরিবারের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে।

**(৩২)** জাফনাহ নামক সালাবাহর উপগোত্রটি একইরূপ।

**(৩৩)** বানূ আউফের ন্যায় বানূ শুতায়বা গোত্রও বিশ্বাসঘাতক নয়, সম্মানজনক ব্যবহারের উপযুক্ত।

**(৩৪)** সা'লাবাহ'র মাওয়ালীগণও অনুরূপ।

**(৩৫)** ইহুদী সম্প্রদায়ের বিতানাও তাদের মতো। যারা রক্তের সম্পর্ক ব্যতীত ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের বিতানা বলা হয়।

**(৩৬)** মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুমতি ব্যতীত কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। কিন্তু কেউ আহত হলে তার প্রতিশোধ নিতে পারবে। কেউ হঠকারিতা করে কাউকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারী ও তার পরিবার তার জন্য দায়ী থাকবে।

**(৩৭)** ইহুদী ও মুসলমানগণ পৃথকভাবে নিজেদের খরচ বহন করবে। এই দুই দলের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ওপর সম্পর্ক বিদ্যমান, বিশ্বাসঘাতকতার ওপর নয়।

**(৩৮)** এই সনদ যারা স্বীকার করে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করলে তা একত্রে শত্রুর মোকাবিলা করবে। যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন মুসলমানদের সঙ্গে ইহুদীগণও যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।

**(৩৯)** এই সনদের আওতাভুক্ত লোকজনের নিকট ইয়াসরিব উপত্যকা একটি পবিত্র স্থান।

**(৪০)** আশ্রিত প্রতিবেশী (জাব) কোনো প্রকার নাশকতামূলক অথবা বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজে লিপ্ত না হলে সে আপনজন হিসেবে বিবেচিত হবে।

**(৪১)** মহিলাগণ তাদের গোত্রের লোকদের সম্মতি ব্যতীত প্রতিবেশীসুলভ আশ্রয় (তুজার) পাবে না।

**(৪২)** এই সনদের অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোনো দুর্ঘটনা বা বিবাদ উপস্থিত হয়, যার ফলে জাতির ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে

বিচারের জন্য সেটাকে মহান আল্লাহর রাসূলের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

**(৪৩)** কোনো কুরাইশ বা তাদের সাহায্যদাতাকে প্রতিবেশীসুলভ আশ্রয় দেয়া যাবে না।

**(৪৪)** ইয়াসরিব সহসা আক্রান্ত হলে এই সনদের আওতাভুক্ত সকলেই শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রিত হবে।

**(৪৫)** যখন তাদের কোনো প্রকার চুক্তি বা সনদ করতে বলা হবে তখন তারা তা করবে এবং তা মেনে নেবে।

**(৪৬)** আউস গোত্রের ইহুদীগণ ও তাদের অনুগত ব্যক্তিগণ এই সনদের সমর্থকদের সঙ্গে যতদিন পর্যন্ত সম্মানজনক ব্যবহার করবে ততদিন পর্যন্ত তাদের সনদের আওতাভুক্ত লোকদের সমমর্যাদা লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা এ সনদের সত্যিকার বাস্তবায়নকারী।

**(৪৭)** এ সনদ কোনো অন্যায়কারী বা বিশ্বাসঘাতককে আশ্রয় দেয় না। অন্যায় বা বিশ্বাসঘাতকতা করে যে বাইরে চলে যায়, সে নিরাপদ এবং যে ভিতরে থাকে সেও মদীনায় নিরাপদ। যারা সৎকর্মে লিপ্ত থাকে এবং মহান আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তা'আলা তাদের রক্ষাকারী এবং মুহাম্মদ (ﷺ) মহান আল্লাহর বাণীবাহক।

আইয়্যামে জাহেলিয়া বলতে অজ্ঞতার যুগে, বর্বরতার যুগে, কুসংস্কারের যুগে, অন্ধকারের যুগে বা তমস্যার যুগে সময় ও কাল বিচারে মদীনা সনদ ছিল অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মদীনার সনদ যুগে যুগে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মদীনা সনদ নবী (ﷺ)-এর অসামান্য ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগে নয়; বরং সর্বযুগে ও সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচালক। পৃথিবীবাসীকে প্রথম লিখিত সংবিধান উপহার এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়ার জন্য তাঁর (ﷺ) প্রতি শত শত দরূদ ও সালাম। সুমহান আদর্শ প্রচারের জন্য নবী (ﷺ)-কে মনে পড়ে পাখি ডাকে ভোরে, রোদেলা দুপুরে, সূর্যের সামনে, জ্বলন্ত মোমের আড়ালে, হেলে যাওয়া বিকেলে, শান্ত গোধূলিতে, শিশির ভেজা সকালে, কনকনে শীতে, মুষল ধারে বৃষ্টিতে, চাঁদের সুষমা ভরা রাতে, চেতন-অবচেতন মনে আর দিনে পাঁচ বার মুয়াজ্জিনের সুমধুর, সুললিত, লালিত্যময়, জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে বা আজানের ধ্বনিতে। ☒

# ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও ...

*[৩৪ পৃষ্ঠার পরের অংশ]*

**অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন :** ছাত্র-জনতার বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে ৮ আগস্ট রাতে রাষ্ট্রপতির বাসভবন বঙ্গভবনে প্রধান উপদেষ্টাসহ প্রথমে ১৬ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগ করে তাদের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ড. ইউনূসের নেতৃত্বে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয় যার মাধ্যমে দেশে ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তির অবসান ঘটে ও আবারও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অটুট অবিচল রেখে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। শুরু থেকেই বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনে হাসিনার সরকারের পতন ও নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের মাধ্যমে দেশে পূর্ণাঙ্গ শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে।

ক্ষমতায় আসার এক সপ্তাহ পরেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু ও পাঠদান কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়। ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার কয়েকদিন পরেই রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা সংলাপ শুরু করে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় নেতা ও তাদের প্রতিনিধিরাও প্রধান উপদেষ্টার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসন সংস্কারের কাজ শুরু হয়। এর মধ্যেই অর্থনীতিতে এ তিনমাসে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্থ এস আলম গ্রুপের কবল থেকে ইসলামী ব্যাংকসহ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংককে মুক্ত করা হয়েছিল। ৫ সেপ্টেম্বরে হাসিনার পতনের একমাস পূর্তি উপলক্ষ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঢাকায় শহীদি মার্চ নামে বিশেষ পদযাত্রা মিছিল করে, সেখানে স্লোগান আসে– "আবু সাইদ মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ"। পরে জাতীয় নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়।

২৫ আগস্ট ও ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা ভাষণ দেন যেখানে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় জুলাই গণহত্যায় শহীদ হওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন গঠনের ঘোষণা দেন ও রাষ্ট্র সংস্কারে ৬টি কমিশন গঠনের কথা বলেন। সেই ৬ কমিশন হলো– সংবিধান সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশন, পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশন, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ও বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন। পরে আরো চারটি সংস্কার কমিশন (স্বাস্থ্য, গণমাধ্যম, শ্রমিক অধিকার ও নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন) গঠিত হয়। মোট ১০টি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। *[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]*

সমাজচিন্তা

# বিপদগামী যুবসমাজ; হুমকির মুখে বিশ্ব মানবসভ্যতা

–শুয়াইব বিন আহমাদ*

যুগে যুগে সকল ধর্ম, বর্ণ, মতবাদ বা জাতি সর্বাবস্থায় যুবসমাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। কারণ যুবসমাজ একটি জাতির মূল চালিকাশক্তি। যুবসমাজের শিরদাঁড়ার ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় একটি আদর্শ সমাজ। একটি সমাজ, সভ্যতা বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং ভাঙ্গা-গড়ার কারিগর যুবসমাজ। যুবক মানে অদম্য শক্তি, অপ্রতিরোধ্য ঝড়। যুবক মানে একটি দৃপ্ত শপথ, এগিয়ে যাওয়ার দূরন্ত বাসনা। অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর সৃষ্টির উন্মাদনাই তাদের গৌরব। চেতনাদৃপ্ত যুবকরা যখন জেগে উঠে তখন প্রতিবন্ধতার সকল প্রকার বদ্ধ দুয়ার চূর্ণ করে বিজয়কে ছিনিয়ে আনে। বিজয়ের পুষ্পমালা তাদের পদচুম্বন করে। আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে যুবসমাজের ভূমিকা অতুলনীয়। যে জাতির যুবসমাজ যতটা সচেতন, সে জাতি ততটা উন্নত। এরাই পারে জাতিকে একটি সোনালী সমাজ উপহার দিতে। যুবসমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হলে জাতির ললাটে নামবে ঘোর অমানিশা। পরাভূত হবে স্বাধীনতা, বিনষ্ট হবে সার্বভৌমত্ব।

আগামী বিশ্ব ভয়ানক এক প্রজন্মের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। যাদের হিতাহিত জ্ঞান বলতে কিছু নেই। অধিকাংশই মাতাল, নেশাগ্রস্থ, পাগল, লাগামহীন, বিকারগ্রস্থ, উন্মাদ। যাদের নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই, সমাজ তো অনেক দূরের কথা। নাচ-গান, খেলাধুলা, টিভি-সিনেমা, বিপরীত লিঙ্গের সাথে অবাধ মেলামেশা আর বিজাতীয় সংস্কৃতির স্রোতধারায় গা এলিয়ে দেওয়াই যাদের নিত্যদিনের কাজ। বর্তমান যুবসমাজের অবস্থা কতটা ভয়াবহ তার কিছুটা নমুনা উল্লেখ করা হলো–

**মাদকতা :** বিশ্বব্যাপী মাদকের দিকে মানুষ যেভাবে ঝুঁকছে তা চিন্তাতীত। ফলে সামাজিকতা নষ্ট হচ্ছে, ফাটল ধরছে পারিবারিক বন্ধনে। ভারত, মিয়ানমারসহ বিভিন্ন দেশ থেকে বন্যার পানির মতো এসব নেশাদার দ্রব্য বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। দেশের সীমান্তে এক ডজনের বেশি মাদক ও ফেন্সিডিলের কারখানা রয়েছে। এর উৎপাদিত প্রায় সবটুকুই বাংলাদেশে প্রবেশ করে। উদ্দেশ্য হলো এ দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে বিকারগ্রস্থ করে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেন, 'যুদ্ধ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষে যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয় মাদকতায়'। বাংলাদেশ সরকারের মাদক অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ দেশে মাদকাসক্তের ৯০ ভাগই হলো কিশোর, যুবক ও শিক্ষার্থী। যাদের ৫৮ ভাগ ধূমপায়ী এবং ৪৪ ভাগ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। মাদকাসক্তদের গড় বয়স এখন ১৩তে ঠেকেছে। আসক্তদের ৫০ শতাংশের বয়স ২৬ থেকে ৩৭ বছরের মাঝে। অবাক করা তথ্য হলো, মাদকসেবীর অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত। মাদকসেবীরা সবচেয়ে বেশি অপরাধপ্রবণ। কারণ মাদকাসক্তি এবং সন্ত্রাস অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বর্তমান বিশ্বে মাদকসেবীদের ১০০ ভাগের মাঝে শতকরা ২০ ভাগই হলো নারী।

**নারী নির্যাতন :** সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে নারী নির্যাতনের ঘটনা বাঁধভাঙা বন্যার পানির ন্যায় বেড়েই চলেছে। রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সর্বত্রই নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। হায়েনার দল তাদেরকে দেখলেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। দেশে ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন পাস করা হয়। ২০১৩ সালে এ আইনকে সংশোধন করে শাস্তি আরো কঠিন করা হয়। এর পরেও নারী নির্যাতনের গতি বিন্দুমাত্র স্তিমিত করা সম্ভব হয়নি। গবেষণা বলছে, দেশে প্রতি মাসে কমপক্ষে ১৫ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেন। প্রতিনিয়ত পত্রিকাগুলোতে এরূপ কোনো না কোনো ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১৮ সালে সংসদে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে নারী ও শিশু ধর্ষণ-সংক্রান্ত ১৭ হাজার ২৮৯টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ভিকটিমের সংখ্যা ১৭ হাজার

* *অধ্যয়নরত, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মাদিনা, সৌদি আরব।*

৩৮৯ জন। যাদের মধ্যে ১৩ হাজার ৮৬১ জন নারী ও তিন হাজার ৫২৮ জন শিশু।[৫৭]

দেশজুড়ে নারী-শিশুর ওপর নির্যাতন ও যৌন সহিংসতার ৫১.৬২ ভাগই ধর্ষণের দখলে। ধর্ষণ মামলার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রতি মাসে ৫৯৯টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। মামলার হিসাবে মাসে শুধু গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৪১টি। তবে ধর্ষণের সঠিক সংখ্যা আরো বেশি। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী মানসম্মানের ভয়ে মামলা করেন না। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাধর অভিযুক্তদের চাপ সৃষ্টি করে ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দেয়। নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তদের সাজার হারও অনেক কম। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মাত্র ১১.২৬ শতাংশ ঘটনায় সাজা পেয়েছে অপরাধীরা।

পরিসংখ্যান মতে, ২০১৯ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে এক হাজার ৭৯৯টি। একই সময় গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে ১২৫টি। ধর্ষণের ঘটনায় ছেলেশিশুর সংখ্যা ছিল ৩৮, কন্যাশিশু ৫৫৮ ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী এক হাজার ৩১৮ জন। মামলায় এজাহারনামীয় অভিযুক্তের মধ্যে ছেলেশিশু ৮৫ জন। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ দুই হাজার ৯৯৮ জন। পুলিশের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ধর্ষণের ঘটনায় ১.৯৯ শতাংশ ছেলেশিশু, মেয়েশিশু ২৯.১৫ শতাংশ ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী ৬৮.৮৬ শতাংশ।[৫৮]

**কয়েকটি ঘটনার দিকে চোখ বুলানো যাক :** সমকাল পত্রিকার ভাষায়, 'রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে প্রায়ই। সর্বশেষ শুক্রবার ধামরাইয়ে এক পোশাককর্মীকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগে সোহেল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার রাজধানীর ভাটারায় দুই শিশুকে ধর্ষণ করা হয়।

২০১৯ সালের ৬ মে রাতে ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার বাহেরচর গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্বর্ণলতা পরিবহনের একটি বাসে ওঠেন ঢাকার কল্যাণপুরের ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্টাফ নার্স শাহিনুর আক্তার তানিয়া। পরে মেয়েটিকে একা পেয়ে বাসচালক নুরুজ্জামান, হেলপার লালনসহ তিনজন চলন্ত বাসে বাজিতপুর উপজেলার বিলপাড় গজারিয়া এলাকায় ধর্ষণ করে। একপর্যায়ে তাকে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে হত্যা করে তারা। নিহত তানিয়া কটিয়াদী উপজেলার লোহাজুরী ইউনিয়নের বাহেরচর গ্রামের গিয়াস উদ্দিনের মেয়ে। একই দিনে রাজধানীর উপকণ্ঠ আশুলিয়ায় মা-মেয়েসহ একই পরিবারের তিন নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করা হয়।

গত বছরের ৫ জুলাই রাজধানীর ওয়ারীতে সাত বছরের শিশু সায়মাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় ৭ জুলাই নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থেকে অভিযুক্ত হারুনকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। জবানবন্দিতে সে জানায়, ছাদ দেখানোর কথা বলে সে শিশুটিকে ছাদে নিয়ে যায়। এরপর ধর্ষণের চেষ্টা করে। সায়মা চিৎকার দিয়ে উঠলে সে শিশুটির মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে। পরে একটি ফাঁকা ফ্ল্যাটে তার লাশ রেখে পালিয়ে যায়।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে মাদারীপুরে মাদ্‌রাসাছাত্রী দীপ্তি আক্তারকে ধর্ষণ ও হত্যার পর মুখ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। নিখোঁজের দু'দিন পর শহরের পাকদী এলাকার একটি পুকুরে পাওয়া যায় তার বিবস্ত্র লাশ। পরে ১৪ জুলাই সকালে নিহতের স্বজনরা মাদারীপুর সদর হাসপাতাল মর্গে তার লাশ শনাক্ত করেন।

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের অক্সফোর্ড হাইস্কুলের ২০ জনের বেশি ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে জুলাই মাসে গ্রেফতার হয় সহকারী শিক্ষক আরিফুল ইসলাম আশরাফ। আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে সে জানায়, পরীক্ষায় ফেল করানোর ভয় দেখিয়ে বা নম্বর বেশি দেওয়ার কথা বলে সে ছাত্রীদের ধর্ষণ করত। ধর্ষণের ভিডিও করে তা ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তা অব্যাহত রেখেছিল সে'।[৫৯]

এরকম আরো অহরহ ঘটনা আমাদের চারপাশে ঘটেই চলেছে। যা বিশ্লেষণ করলে হয়ত চোখ কপালে উঠবে। স্কুল-কলেজ তো বাদই দিলাম, বাসা-বাড়িতেও আমাদের মা-বোনরা নিরাপদ নন। যুব সমাজের এই নৈতিক এবং চারিত্রিক পদস্খলন গোটা জাতির জন্য আতঙ্কের কারণ।

[৫৭] *দৈনিক সমকাল- ১৩ নভেম্বর ২০২৪।*
[৫৮] *প্রাগুক্ত।*
[৫৯] *প্রাগুক্ত।*

মাতাল, উন্মাদ এ যুব সমাজকে যদি আমরা ইসলাম নির্দেশিত সঠিক পথে ফেরাতে না পারি তবে আমরাসহ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

**পর্নোগ্রাফি :** ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টসের এক জরিপে দেখা যায় যে, স্কুল-কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে শতকরা ৬০ জন পর্নো ভিডিও দেখছে। বাংলাদেশে ২০১৭ সালে অষ্টম শ্রেণির কিছু ছাত্র-ছাত্রীর ওপর চালানো একটি জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৭৬ জন শিক্ষার্থীর ফোন আছে। বাকিরা বাবা-মার ফোন ব্যবহার করে। এর মাঝে ৮২ শতাংশ শিক্ষার্থী সুযোগ পেলে মোবাইলে পর্নো দেখে। শুধু ক্লাসে বসেই পর্নো দেখে ৬২ শতাংশ শিক্ষার্থী। এটা ছিল ২০১৭ সালের কথা, আর এখন ২০২৪ সাল।

২০২৩ সালে শিশু সহিংসতা নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে বেসরকারি সংস্থা-ইনসিডিন বাংলাদেশ ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। এতে বলা হয়েছে, দেশের ৩৪ শতাংশ শিশু পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত। তাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশই মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে পর্নোগ্রাফি দেখে। আসক্ত ২৬ শতাংশ মেয়েশিশু তাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে এসব দেখে এবং ১৪.৪ শতাংশ আত্মীয় বা পরিবারের বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখে। পর্নোগ্রাফি দেখা শিশুদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৯.৪ শতাংশ শিশু পর্নোগ্রাফি দেখে বন্ধু অথবা আত্মীয়-স্বজনের বাসায় এবং ৩২.৩ শতাংশ দেখে নিজেদের বাসায়। ৫৯.২ শতাংশ শিশু তাদের বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে পর্নো ভিডিও দেখে। বাকিরা আত্মীয়-স্বজন, অপরিচিত ব্যক্তিবর্গ এবং নিজ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে পর্নোগ্রাফি দেখে।[৬০]

সাইবার ক্রাইম বিষয়ক সচেতনতাধর্মী প্রতিষ্ঠান সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ার্নেস ফাউন্ডেশনের গবেষণা বলছে, গত ছয় বছর যাবৎ শিশুদের সাইবার অপরাধের শিকার হওয়ার হার ব্যাপক হারে বাড়ছে, যা উদ্বেগজনক। ২০২৩ সালের জরিপে ভুক্তভোগীদের ১৪.৮২ শতাংশের বয়সই ১৮ বছরের নিচে, যা ২০১৮ সালের জরিপের তুলনায় ১৪০.৮৭ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিকার হচ্ছে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে।[৬১]

এবার চলুন, **দু'টি ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক–**

**প্রথম ঘটনা :** ২০২১ সালে রাজধানীর কলাবাগানে বন্ধুর বাসায় ডেকে ধানমণ্ডির মাস্টার মাইন্ড স্কুলের ১৭ বছরের 'ও লেভেল' পড়ুয়া শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনায় ভিকটিমের বন্ধুকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ঘটনার তদন্তে কলাবাগানে ছেলেটির বাসায় গিয়ে বিকৃত যৌন নির্যাতনে ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার করে পুলিশ। যা পশ্চিমা পর্নোগ্রাফির ভিডিওতে ব্যবহার করতে দেখা যায়। ওই ঘটনায় নিহত শিক্ষার্থীর বন্ধু (বয়স ১৮ বছরের নিচে) জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে জানায়, সে পর্নোগ্রাফি ভিডিয়ো দেখে এসব ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।[৬২]

**দ্বিতীয় ঘটনা :** ২০২২ সালের ৭ জানুয়ারি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে গারো সম্প্রদায়ের দুই কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলার প্রধান আসামির বয়স ১৭ বছর। পরে র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার কিশোর জানায়, সেও পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত ছিল। একই বছরের আগস্টে গাজীপুরের পূবাইলে এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল তার ১৬ বছরের প্রেমিকের বিরুদ্ধে। প্রেমিককে গ্রেফতারের পর পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে পর্নো আসক্তির বিষয়টি উঠে আসে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক ও পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইটের আয়ের হিসাব বলছে, ২০২২ সালে এই সেক্টরের বাজার ছিল ১.১ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশি টাকায় যা ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি। গত পাঁচ বছরে এর বাজার সেখানে গড়ে ১৪.১ শতাংশ হারে বাড়ছে।[৬৩]

২০১৯ সালে গোটা ব্রিটেনে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের ওপর পরিচালিত একটি জরিপ থেকে জানা যায়, ৭৭ শতাংশ পুরুষ ও ৪৭ শতাংশ নারী জরিপে অংশ নেওয়ার আগের মাসেও পর্নো দেখেছে। জরিপে অংশ নেওয়া তরুণদের কাছে থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে, সেটা হলো অধিকাংশ তরুণই মনে করে বাস্তব জীবনের সঙ্গে পর্নোছবিতে দেখানো যৌনতার কোনো মিল নেই।[৬৪]

এক্সট্রিম টেক নামের একটি জরিপকারী প্রতিষ্ঠান গুগলের ডাবলক্লিক অ্যাড প্ল্যানারের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছে, ইন্টারনেটে জনপ্রিয় একটি অ্যাডাল্ট সাইটের প্রতি মাসে

[৬০] *সূত্র : ঢাকা পোস্ট- ১৪ নভেম্বর ২০২৩।*
[৬১] *প্রাগুক্ত।*
[৬২] *প্রাগুক্ত।*
[৬৩] *সূত্র : প্রথম আলো- ২৯ আগস্ট ২০২৩।*
[৬৪] *প্রাগুক্ত।*

গড় পেইজ ভিউ ৪৪০ কোটির বেশি। সেখানে রেডিটের মতো জনপ্রিয় সাইটের পেইজ ভিউ মাত্র ২৮০ কোটি! আর যদি ক্যাটাগরি বা বিভাগের তুলনা করা হয় তবে অ্যাডাল্ট ক্যাটাগরি শীর্ষ সাতে অবস্থান করছে যা এখনকার জনপ্রিয় কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স ক্যাটাগরির পরের অবস্থান। এমনকি গেইম ও স্পোর্টস ক্যাটাগরিরও ওপরে![৬৫]

বিশ্বে প্রতিদিন গড়ে তিন ঘণ্টা ১৬ মিনিট করে পর্নো সাইট দেখা হয়। সবচেয়ে বেশিক্ষণ ধরে পর্নো সাইট দেখা হয় কুয়েত থেকে। কুয়েত থেকে গড়ে চার ঘণ্টা ১৯ মিনিট করে পর্নো দেখা হয়। এরপর রয়েছে সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরব, কাতার, হংকং, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, চিলি, ভেনিজুয়েলা, ইন্দোনেশিয়া, ইসরায়েল, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড। সৌদি আরব ও কাতারের মতো দেশে গড়ে সাড়ে তিন ঘণ্টার ওপরে পর্নো সাইট দেখা হয়।[৬৬]

পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত ব্যক্তি সমাজের জন্য বিষফোঁড়ার ন্যায়। এদের হিতাহিত জ্ঞান বলতে কিছু থাকে না। এরা কখনও তাদের নিজ পরিবারকেও বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত করে। দাম্পত্য জীবনে এর ভয়াবহ প্রভাব পড়ে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয় শত শত পরিবার। এদেরকে সংশোধন করতে না পারলে সমাজটা পশুর সমাজে পরিণত হবে। মানব সভ্যতা বিপর্যস্ত হবে। মানবতা তলিয়ে যাবে অধঃপতনের অতল গহ্বরে।

**অপরাজনীতি :** অপরাজনীতি বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। যা ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। অপরাজনীতির আগ্রাসী থাবার শিকারে পরিণত হচ্ছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, স্কুল-কলেজের স্বপ্নচারী মেধাবী শিক্ষার্থীরা। শত শত পরিবার তাদের একক কর্মক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে আজ পথের ভিখারী। বাচ্চারা এখনও তাদের বাবার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে। অনেক ব্যক্তির ব্যাপারে শুনেছি, অপরাজনীতির বলি হয়ে বাবা মারা গেছেন বা জেলখানায় বন্দি আছেন আর এদিকে বাচ্চারা বাবাকে ছাড়া খাবার খেতে চায় না, স্ত্রী একা ঘুমাতে পারেন না। কী দোষ এই অবুঝ বাচ্চাগুলোর? কেন রাজাদের অপরাজনীতির শিকার হয়ে প্রজারা পথে-ঘাটে জীবন বিলাবে? পরিবাবের সযত্নে বেড়ে ওঠা সন্তানটি কেন পাইক-পেয়াদাদের হাতে গুলি খেয়ে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে মর্গে পঁচবে? রুটি-রুজির উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিরপরাধ ব্যক্তিটি কেন পঙ্গুত্ব বরণ করবে? এটাই যদি রাজনীতি হয় তবে এমন রাজনীতি জনসাধারণ চায় না। বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, এই তো কিছুদিন আগের ঘটনা। রাজধানীর তেজগাঁও রেলস্টেশনে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগিতে আগুন দিলো দুর্বৃত্তরা। ঘটনাস্থলেই পুড়ে ছাই হলো চারজন। সেদিনের একটি ঘটনা এখনও হৃদয়ে নাড়া দেয়; শিশুপুত্র ইয়াসিনকে বাঁচাতে বুকের মাঝে জড়িয়ে রাখেন মা পপি, এতেও শেষ রক্ষা হয়নি। শত-সহস্র মানুষের সামনে জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হন তারা। কী দোষ ছিল এদের? এরা কি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি? না কি নেতাদের ভাড়াটিয়া গুণ্ডা? কারা এরা! এরা হলো সাধারণ, নিরীহ, নিরপরাধ মানুষ, যাদের প্রাণের মূল্য রাজনীতি কখনোই দিতে পারবে না। এরকম আরো হাজার হাজার হৃদয়বিদারক ঘটনা রয়েছে। দৈনিক পত্রিকাগুলোই যার নিরব সাক্ষী।

এছাড়াও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল গান-বাজনা, নগ্ন নাটক, সিনেমা যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংস করে জাতিকে একেবারে পঙ্গু করে দিচ্ছে। স্কুল-কলেজগুলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং যৌনচারের আখড়ায় পরিণত হচ্ছে। যুব সমাজ যেমন তাদের নিজেদের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে, জাতির ভবিষ্যতও নষ্ট করছে। বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজ বিধ্বংসী অমুসলিমদের এসন নীলনকশা আমরা বুঝতে যতটা দেরি করব, পরিণাম ততটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। তাই আসুন! আমাদের সন্তানগুলোর প্রতি আমরা আরো যত্নবান হই। এক্ষেত্রে ইসলামের সুমহান ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত চরিত্র গঠনের সকল গুণাবলী, যেমন- পর্দা, তাক্বওয়া, শালীনতা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, আমানতদারিতা, সবর, ইহসান, বিনয়, উদারতা, দানশীলতা ইত্যাদি আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দেই। তাহলে কখনোই তারা বিপথগামী হবে না। ফলে সুন্দর হবে আমাদের সমাজ। সমৃদ্ধ হবে আমাদের দেশ। পরম সুখ-শান্তির মৃদু হাওয়ায় আন্দোলিত হবে আমাদের জীবন। ☒

[৬৫] *সূত্র : প্রথম আলো- ৩১ মার্চ ২০১৫।*
[৬৬] *প্রাগুক্ত।*

আন্তর্জাতিক

# সিরিয়ার বিজয়ে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন

–মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম*

সম্প্রতি (৮ ডিসেম্বর ২০২৪) সিরিয়ায় বাশার আল আসাদ পরিবারের দীর্ঘ বছরের শাসনের অধঃপতন হয় মাত্র ১১ দিনে। স্বৈরাচার বাশার আল আসাদের ক্ষমতার অহমিকা মুখ থুবড়ে পড়ে। পদদলিত হয় তার অহমিকা। সিরিয়ার সরকারবিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর আন্দোলনের মুখে টিকতে না পেরে অবশেষে বাশার আল আসাদ ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ফলে সিরিয়ার শীআ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ভাটা পড়ে এবং সুন্নীরা অন্যায়, অবিচার, গোলামীর শিকল ছিন্ন করে আজাদীর স্বাদ আস্বাদন করে।

সিরিয়া (السورية) এশিয়া মহাদেশের মধ্যপ্রাচ্যের একটি সালাফী অধ্যুষিত রাষ্ট্র। ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে এর উত্তরে তুর্কিয়ে ও পূর্বে ইরাক। দক্ষিণে ইসরাইল, লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তিন। বিশাল আয়তনের এই ভূখণ্ড পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৪৫ সালে। ভাষাগত দিক থেকে সিরিয়ার সরকারি ভাষা আরবী। আরবী ভাষার পাশাপাশি আরো বিভিন্ন ভাষার প্রচলন বিদ্যমান। সিরিয়ার আয়তন প্রায় ১ লাখ ৮৫ হাজার ১৮০ বর্গ কিলোমিটার। এর সরকারি নাম আরব প্রজাতন্ত্র সিরিয়া। মুসলিম সংখ্যা ৯৫%-এর মধ্যে ৮৫% সুন্নী আর ১৬% শীআ বসবাস করে।

**ইতিহাসে সিরিয়ার বীরত্বগাঁথা অর্জন :** সিরিয়ার ইতিহাস ইসলামের ইতিহাসে গৌরবময়, চির উন্নত। কেননা সিরিয়া এক ঐতিহাসিক জনপদ। ইসলামের ইতিহাসে বিশাল বিস্তৃত অধ্যায় দখল করে আছে সিরিয়া তথা শাম। জনবসতি গড়ে ওঠার ইতিহাস প্রায় ৪৫০০ খ্রিষ্টাব্দের আগে। এই ভূমিতেই অসংখ্য নবী রাসূল আগমন করেন। এখানেই রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় ইসলামের বিজয়ের নিকটে অধঃপতিত হয়ে। এই সেই সিরিয়া! যেখানে 'উমাইয়াহ্ খিলাফত ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। দামেস্ককে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার রাজধানীর মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। এই সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে মুসলিমরা ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করে পৃথিবী শাসন করে দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে। এখানেই ঐ ক্রুসেড বাহিনী পরাজিত হয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বীর সালাহউদ্দিন আইয়্যুবির নিকটে। এছাড়াও ইসলামের ইতিহাসে এই সিরিয়ার ঈর্ষণীয় সাফল্যগাঁথা এবং গৌরব ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্বর হয়ে আছে।

**কুরআন ও হাদীসের বাণীতে সিরিয়ার মর্যাদা :** সিরিয়ার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করলে বিষয়টি আমাদের নিকটে যথার্থ সম্মান, মর্যাদা, ভালোবাসা এবং উন্নত চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। কেননা এই সেই সিরিয়া যেখানে নবী রাসূলদের আবির্ভাবের পবিত্র স্থান। যাদের পদচারণায় ধন্য যে জমিন, সেই সিরিয়ার কথা খুবই গুরুত্বের সাথে হাদীসে রাসূল (ﷺ) আলোকপাত করেন। যেমন- তিনি বলেন :

**১. সিরিয়ার মর্যাদা–**

১. রাসূল (ﷺ) সিরিয়ার জন্য বরকতের দু'আ করে বলেন :

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَأْمِنَا، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا».

"হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ! আমাদের ইয়ামেনে বরকত দাও। এভাবে তিনি তিনবার করেন।"[৬৭]

২. রাসূল (ﷺ) সিরিয়াবাসীর জন্য সুসংবাদ দিয়ে বলেন–

طُوْبَى لِلشَّامِ قِيْلَ وَلِمَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمٰنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا.

---

*শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

[৬৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭০৯৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৬২৬২।*

"সিরিয়ার জন্য সুসংবাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, কেন হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)!? তিনি বলেন, কেননা, মহান আল্লাহর ফেরেশ্তারা এর ওপর তাদের পাখা বিছিয়ে রাখে।"[৬৮]

৩. রাসূল (ﷺ) বলেন–

سَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ : جُنْدٌ بِالشَّامِ، وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ، وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ. فَقَالَ ابْنُ حَوَالَةَ : خِرْ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَاكَ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهُ خِيَرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إِلَيْهِ خِيَرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللهَ تَوَكَّلَ لِيْ بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ.

"পরিস্থিতি তার কাজের ধারা অনুযায়ী চলতে থাকবে যতক্ষণ তোমরা তিনটি বাহিনীতে পরিণত না হও। একটি বাহিনী শামের আরেকটি বাহিনী ইয়ামানের এবং অপরটি ইরাকের। ইবনু হাওয়ালাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি সেই দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে আমার জন্য একটি নির্ধারণ করে দিন। উত্তরে রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমার শামে যাওয়া উচিত হবে। কারণ এটি মহান আল্লাহর ভূমিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং তার সবচেয়ে ভালো বান্দারাই সেখানে জড়ো হবে। আর যদি তুমি না চাও তবে তোমার ইয়ামান যাওয়া উচিত এবং সেখানকার কূপ থেকে পানি পান করা উচিত। কারণ আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি শাম এবং তার মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।"[৬৯]

৪. রাসূল (ﷺ) বলেন–

"إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوْطَةِ، إِلَى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا : دِمَشْقُ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ".

"কাফির মুশরিকদের সাথী মহাযুদ্ধের দিন (কিয়ামতের পূর্বে) মুসলমানদের তাঁবু গুতা নামক স্থানে হবে এবং যা একটি শহরের পাশে অবস্থিত। যার নাম দিমাশক বা শাম বা সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরী।"[৭০]

হাদীসে গুঁতা নামক স্থানটি এখন দামেস্ক থেকে ৮ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। এখানে উল্লেখ্য যে, সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক। আরবীতে সিরিয়াকে শাম বলেও পরিচয় করানো হয়। সে ক্ষেত্রে শাম বললে খুব স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান সিরিয়া, ইসরাঈল, জর্ডান, লেবানন সাথে ফিলিস্তিনের কিছু অংশকে বুঝানো হয়।

**সিরিয়ার স্বাধীনতায় স্বৈরাচার বাশার আল আসাদের হস্তক্ষেপ :** সিরিয়ায় বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। ফলে সিরিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের পথ সহজ হয়। স্বাধীন সিরিয়া রাষ্ট্র স্বাধীনতার গৌরব অর্জন করে। ৭০ দশকের কথা বলছি! হঠাৎ করেই রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সিরিয়ার ক্ষমতায় আসাদ পরিবারের আগমন ঘটে। ১৯৭১ সালে হাফিয আল আসাদ কোনোপ্রকার রক্তপাতহীন অবস্থায় সিরিয়ার শাসন ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়। শুরু হয় দৃশ্যপটের পরিবর্তন। আসাদ পরিবারের হাতে কুক্ষিগত হয় সিরিয়ার ক্ষমতা। বাশার আল আসাদ এর বাবা হাফিজ আল আসাদ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রায় ২৯ বছর সিরিয়া শাসন করেন। তার মৃত্য পরবর্তী উত্তরাধিকারী হয়ে ক্ষমতার মসনদে বসেন বাশার আল আসাদ ২০০০ সালের ১০ জুন। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় বাশার আল আসাদ। এই বাশার আল আসাদ ছিল শীআ মতাদর্শে বিশ্বাসী। অথচ সিরিয়ার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই সুন্নী। ২০১১ সালে যখন তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিসর ও ইয়ামেনে আরব বসন্তের ছোঁয়া লাগে তখন এই ছোঁয়ার প্রবল বেগ সিরিয়ার গায়েও লাগে। ফলে আসাদের ক্ষমতায় ও আঘাত লাগে। শীআ সুন্নীদের জন্য আতঙ্কের নাম এবং শীআ সুন্নীদের নির্মম নির্যাতন, হত্যা, গুম করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কেননা 'আক্বীদাহ্গত

[৬৮] *মুসনাদ আহমাদ- ৩৫/৪৮৪; জামে' আত্ তিরমিযী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৬২৬৪।*

[৬৯] *মুসনাদ আহমাদ- ৪/১১০, হা. ১৭২৭৯; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৪৮৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৬২৬৭।*

[৭০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪২৯৮, সহীহ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৬২৭২।*

দিক থেকে সুন্নীরা তাদের বিপরীত। সেজন্য তারা সুন্নীদের ওপর খুবই চড়াও। সিরিয়ায় সুন্নী অধ্যুষিত বৃহৎ জনগোষ্ঠী হওয়া সত্তেও সেখানে রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁদের কোনো অংশগ্রহণ নেই এবং শাসন ক্ষমতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। অথচ সেখানে কম সংখ্যক গোষ্ঠী শীআ ক্ষমতায়!

সিরিয়ায় আসাদ পরিবারের বাশার আল আসাদ ক্ষমতায় আসার পর শীআ সম্প্রদায় আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

**সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের কারণ :** সিরিয়ায় একক আসাদ পরিবারের ক্ষমতার যাঁতাকলে পিষ্ট স্বয়ং সিরিয়াবাসী। অন্যায়, অবিচার, নির্মম নির্যাতনে অতিষ্ঠ জনজীবন। আসাদ পরিবারের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ২০১১ সালে যখন মধ্যপ্রাচ্যে আরব বসন্তের ছোঁয়া লাগে তখন সিরিয়াতেও এই ছোঁয়া লাগে খুবই শক্তভাবে। মূলতঃ সিরিয়ার অধিবাসীদের উদ্দেশ্য আসাদ পরিবারের ক্ষমতা ও শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান করা যাতে করে আসাদ পরিবারের ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে। ফলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসাদ আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং দিন দিন পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে। আসাদের পক্ষে অবস্থান নেয় উগ্র শীআ, হিজবুল্লাহ, শীআপন্থী ইরান, রাশিয়া। আর যারা বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে তথা আসাদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাঁদের পক্ষে অবস্থান নেয় সৌদি আরব, কুয়েত, তুরস্ক। মূলতঃ এই ঘটনার সূত্রপাতে উগ্র চরমপন্থী শীআ হিজবুল্লাহ রাজনৈতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষভাবে এটাকে শীআ-সুন্নী যুদ্ধে পরিণত করে দেয়। ফলে সেখানে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে, রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। হাজার, হাজার মানুষ বসতভিটাহারা হয়, লক্ষ লক্ষ সুন্নীকে হত্যা করা হয়। আহ্! কী নির্মম পাশবিকতা! কী নির্মম পরিহাস!

উগ্র চরমপন্থী শীআদের এই বেপরোয়া যুদ্ধে উস্কে দেয়ার ফলে সেখানে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। ফলে বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি হয় অভ্যন্তরীণভাবে। সিরিয়ার এই বৃহৎ বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি ইন্ধন জোগায় শীআ সম্প্রদায়ের হিজবুল্লাহ, রাশিয়া এবং ইরান। তাদের এই কোন্দল নিরসনের চেষ্টা করেছিল জাতিসংঘ, কিন্তু বিশ্ব মোড়ল রাষ্ট্রের স্বার্থবাদী নিকৃষ্ট লালসা এবং তাদের পারস্পরিক ভেটোর অসম্মতির কারণে সিরিয়া দিনে দিনে মারাত্মক অশান্তির দাবানলে জ্বলতে থাকে।

**সিরিয়ার বিজয় ও আমাদের শিক্ষা :** দীর্ঘ সময় ধরে সিরিয়াকে উগ্র চরমপন্থী শীআ সম্প্রদায়ের সাথে মোড়ল রাষ্ট্রসমূহ মিত্রতায় একক নেতৃত্ব দিয়েছিল সিরিয়ায় স্বয়ং বাশার আল আসাদের পরিবার। সেই দীর্ঘ শাসন ব্যবস্থাকে পদদলিত করে নতুন সাজে আজাদীর স্বাদ আস্বাদন করার সুযোগ আসল সুন্নীদের। বাতিলের পরাজয়, আসাদের মসনদ ছেড়ে পলায়ন, সুন্নীদের নির্মম নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে মুক্তি স্বয়ং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎ বিজয় এবং প্রতিশ্রুতি। সিরিয়ার বিজয় শুধু নিছক কোনো বিজয় নয়; বরং এই বিজয় মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা বহন করে। স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম যেমন বাংলাদেশের চিত্রে পরিবর্তন এসেছে, তার চেয়েও নিরলস পরিশ্রম, প্রচেষ্টা আর জমে থাকা স্বপ্ন, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে স্ফীত বক্ষকে হক্বের জন্য প্রস্তুত করে শীআ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে বিপ্লবের স্বাক্ষর স্থাপন করেছে তা ইতিহাসকে আলোড়িত করে। সিরিয়া যে পথে সে পথেই বিজয় হাতছানি দিচ্ছে ফিলিস্তিন, কাশ্মীর ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র যেগুলো এখনও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে কুফ্ফার শক্তির কাছে।

সিরিয়ার বিজয় বিশ্ব মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ বহন করে। সমগ্র বিশ্বে ইসলামী খিলাফতব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে আপোষহীন সংগ্রাম কেবলমাত্র হক্বের ওপর অবিচল থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে অবস্থান সুস্পষ্ট জানান দেয়ার মাধ্যমে সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা জাতীয় এবং বিজাতীয় শত্রু থেকে মুক্তি দিয়ে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম করার তাওফীক্ব দান করুক –আমীন। ☒

## অভিমত

# ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চার মাস : কিছু কথা ও পরামর্শ

–আহসান শেখ*

*[পর্ব- ১]*

গত জুলাই মাসে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনে দেশ উত্তাল ছিল। সে আন্দোলনে শত শত ছাত্র-যুবক, এমনকি অনেক সাধারণ মানুষ হাসিনা সরকারের পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। যার কারণে ছাত্র-শিক্ষকরা প্রথমে ৯ দফা আন্দোলন ও পরে হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবিতে ১ দফা আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনেই গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লব হয় এবং এতে সাড়ে ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা কর্তৃত্ববাদী স্বৈরশাসক হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ও পতন হয়। শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে বিদেশে বিশেষত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পালিয়ে যান। ১৯৫২ এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৬০ এর দশকে আইয়ুব খানের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ১৯৭৫-এর নভেম্বরের বিপ্লব, ১৯৯০-এর গণআন্দোলনের পরে এটাই দেশের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় আন্দোলন– অভ্যুত্থান।

৫ আগস্ট হাসিনার সরকারের পদত্যাগের সাথে সাথেই নারী-পুরুষ, ছাত্র-শিক্ষক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যসহ সকল শ্রেণী-পেশা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের জনগণ আনন্দ উচ্ছ্বাস স্বস্তি প্রকাশ করে এবং একটি নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় যেখানে নোবেলজয়ী ড. ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা হন। এ নতুন পরিবর্তনে দেশে অনেক শান্তি ও স্বস্তি এসেছিল। হাসিনা সরকারের পতন ও ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পাঁচ মাস পূর্ণ হতে যাচ্ছে। ২০১১ সালে মধ্যপ্রাচ্যের তিউনিসিয়া ও মিসরসহ চার দেশে আরব বসন্তে গণআন্দোলনে হোসনি মোবারক ও বেন আলীসহ দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকা স্বৈরশাসকদের যেভাবে পতন হয় ও সেখানে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসে, ঠিক একইভাবে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা ও কিছু পরামর্শ বিষয়ে এ প্রবন্ধে আলোকপাত করা হলো।

**ঘটনাপ্রবাহ ও পটভূমি :** বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলনটার মূল কারণ ছিল গত ৬ জুন-এর হাইকোর্ট-এর কোটার পক্ষে বিতর্কিত রায়। এটি বাতিল করে কোটা সংস্কারের দাবিতে ২ জুলাই থেকে শুরু হওয়া কোটা সংস্কারের আন্দোলন প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহবাগে, পরে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলতে থাকে এবং সংসদে ও সংসদের বাইরে থাকা অনেক রাজনৈতিক দল এ আন্দোলনকে সমর্থন দেয়।

তখন শিক্ষার্থীদের প্লাটফর্ম সংগঠন হিসেবে নাহিদ, সারজিস, আসিফ, হাসনাত প্রমুখ ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জন্ম হয়। তখন ওবায়দুল কাদেরের উস্কানিতে ১৫ থেকে ১৭ জুলাই তিনদিন আ. লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অধিকাংশ জেলায় জেলায় শত শত পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের ওপর আক্রমণ ও মারধর চালিয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রী রক্তাক্ত করে। বর্তমানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

১৬ থেকে ১৮ জুলাই একাধারে রংপুরে আবু সা'ঈদ ও চট্টগ্রামে ওয়াসিম, ফারুক, ফয়সাল, শান্ত ও ঢাকায় মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ হাসিনা সরকারের অনুগত পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। তারপরই দেশব্যাপী ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৮ ও ১৯ জুলাই ঢাকাসহ সারা দেশে ব্যাপক হামলা, সংঘাত, সংঘর্ষ, ছাত্রদের ওপর হাসিনা সরকারের অনুগত পুলিশদের গুলি, বিটিভি ও সেতু ভবনসহ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে হামলার কথা শোনা গিয়েছিল। পরবর্তীতে কয়েকটি গণমাধ্যমের সংবাদে জানা যায়, আ. লীগ-এর অঙ্গসংগঠনের লোকেরাই এসব রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছিল। এসব ঘটনায় তৎকালীন আওয়ামী সরকারের ক্ষমতায় থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

২১ জুলাই কোটা সংস্কারের পক্ষে আদালতে রায় হলেও পরে ছাত্র হত্যার বিচারের দাবিতে ২৯ জুলাই থেকে ৯ দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের পক্ষে দেশের

* *বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বি আই ইউ এর বিবিএ ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং টাইমস রিপোর্ট এর সাংবাদিক।*

অনেক আইনজীবী, চিকিৎসক, জনপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ নাগরিক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একটি বড় অংশ সমর্থন দেয়। ১ আগস্টের আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিতে থাকে।

১ থেকে ৫ আগস্ট ছিল এই গণআন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়। গণগ্রেফতার বন্ধ, ছাত্র ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর গুলি, নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধসহ ৯ দফা দাবিতে ১ ও ২ আগস্ট থেকে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ সারা দেশে মানববন্ধন সভা সমাবেশ করে। ২ আগস্ট জাতীয় শহীদ মিনারে বিশিষ্ট শিক্ষক আনু মুহাম্মদের নেতৃত্বে এসব দাবিতে দ্রোহ যাত্রা নামে বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জুলাই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে শেখ হাসিনার সরকারকে পদত্যাগ করার দাবিতে আন্দোলনের ঘোষণা আসে।

তখন ৯ দফা ১ দফায় রূপান্তরিত হয়। এই এক দফা হলো– হাসিনার সরকারের পদত্যাগ। ৩ আগস্ট জাতীয় শহীদ মিনারে বিকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে কেন্দ্রীয় সব সমন্বয়করা ও ছাত্র-শিক্ষকসহ দলমত পেশা নির্বিশেষে হাজার হাজার সাধারণ জনগণ উপস্থিত হয়। সেখান থেকেই তৎকালীন হাসিনা সরকারের পদত্যাগের দাবি ও হাসিনার পদত্যাগের পরে নতুন সরকার গঠনের রূপরেখা ঘোষণা এবং ৪ আগস্টে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক আসে। সেদিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। যেখানে তিনি জনগণের পক্ষে থাকার ঘোষণা দেন। সেই বৈঠকের পর থেকেই দেশের পরিস্থিতি বদলে যায়। সামরিক বাহিনীর সাবেক ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও ছাত্র-জনতার পক্ষে মিছিল সমাবেশ করেন।

**চূড়ান্ত গণআন্দোলনে হাসিনার পতন :** ৪ আগস্ট অসহযোগ আন্দোলনে জনগণ সমর্থন দেয়। ৫ আগস্ট লংমার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি আসে। ৪ তারিখ রাতে ও ৫ তারিখ সকালে ঢাকার বাইরে থেকে হাজার হাজার মানুষ ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় লংমার্চের জন্য আসতে থাকে। তারপরে ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর ও ১৯৯০-এর ৬ ডিসেম্বরের মতো আরেকটা কাঙ্ক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ দিন আসে সেই ৫ আগস্ট। সকালে অস্থির একটা পরিস্থিতি ছিল। দুপুর ১২টার আগে সেনাপ্রধান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের অনুরোধ করেন। পরে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে রাজি হন ও ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান আন্দোলনের কারণে হাসিনা পদত্যাগ করে বিদেশে পালিয়ে যান। এর মাধ্যমে দেশে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয় ও এতে ছাত্র-জনতার বিজয় আসে, দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা স্বৈরাচারী হাসিনার সরকারের পতন হয়। এই গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের পক্ষে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে যমুনা টিভি, বাংলাভিশন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর এ তিন টিভি চ্যানেল, দৈনিক মানবজমিন, নয়াদিগন্ত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

৫ আগস্ট হাসিনা পতনের সংবাদ আসার পর ঢাকাসহ সারাদেশে সেনাবাহিনীর সৈনিক সদস্য, ছাত্র-শিক্ষক-সাধারণ জনতা একসাথে বিজয় উল্লাস করে, আল্লাহ তা'আলার নিকট শুকরিয়া জানায়, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে ও জাতীয় সংসদ ভবনে জনতার বিজয় উল্লাস দেখা যায়। হাসিনার পদত্যাগের বিষয়টি সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান তার ভাষণে নিশ্চিত করেছিলেন এবং সে ভাষণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তিনি বলেন যে, তিনি দেশবাসীকে কথা দিয়েছেন যে সব হত্যা, সব অন্যায়ের বিচার হবে ও জনগণের দাবিদাওয়া পূরণ করে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হবে। পরবর্তীতে রাত ১১:২০-এ রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন জাতির উদ্দেশে ভাষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত ও দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সেনাবাহিনীকে নির্দেশনা অবহিত করেন। ৫ আগস্ট হাসিনার পদত্যাগের পরে দেশের অনেক জায়গায় অরাজক অশান্ত পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল। পরে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে শান্ত হয়।

হাসিনার পতনের পরেই বাংলাদেশের পুলিশে অচলাবস্থা দেখা দেয়। পুলিশকে জনতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে স্বৈরাচারী হাসিনা গোটা বাহিনীকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলেন। ছাত্র-জনতার উপরে নির্বিচার গুলির প্রতিবাদে পুলিশের উপর মারমুখী হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ জনতা। ফলে দুর্বৃত্তরা বিনা বাধায় থানা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মতো ন্যাক্কারজনক কাজ করার সুযোগ পায়।

এ ঘটনার ফলে নযীরবিহীনভাবে সপ্তাহকাল রাষ্ট্র চলে কোনো পুলিশ ছাড়া। ফলে তখন ছাত্ররা ও রাজনৈতিক অরাজনৈতিক অনেক দল সংগঠনগুলোই নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। ট্রাফিক সেবায় যোগ দেয়। নগরী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ আঞ্জাম দেয়। অবশেষে সরকারের নির্বাহী নির্দেশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ময়নুল ইসলামকে পুলিশের নতুন আইজিপি নিয়োগ করে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পুলিশ কাজে যোগদান করে। *[পরবর্তী অংশ ২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

## মহিলা জগত

# বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্দা

**সংকলনে : শামিম আরা বিনতু আ. রহীম**

**সম্পাদনায় : হাফিয আইয়ূব বিন ইদু মিয়া**

পর্দা নারীর হিফাযত ও সম্মানের রক্ষাকবচ। মুসলিম সমাজে যেখানেই পর্দাপ্রথার অনুসরণ করেছে সেখানের নারীই সবচেয়ে হিফাযতে ও সম্মানে রয়েছে। পর্দা শুধু মুসলিমরাই করে না, খ্রিষ্টান সমাজের সংসারত্যাগী অনেক সিস্টার পর্দা করে। এমনকি ইসরাঈলের ১২ শতাংশ আল্ট্রা অর্থোডক্স ইয়াহুদী নারীও পর্দা করে। অথচ পাশ্চাত্য বিশ্ব নারীর স্বাধীনতা ও অধিকারের নামে বিভিন্ন তৎপরতার মাধ্যমে নারীদের পর্দাহীন করে সমাজকে কলংকিত ও অশান্তিতে নিমজ্জিত করেছে। যার স্বাক্ষী আজ নানা ঘটনার মধ্যে নগ্নভাবে প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

**পর্দার কেন এত গুরুত্ব :** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৭১]

[৭১] *সূরা আন্ নূর : ৩১।*

﴿وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا﴾

"আর তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করো, প্রাচীন অজ্ঞতার যুগের মতো চোখ ঝলসানো প্রদর্শনী করে বেড়িও না। আর তোমরা সালাত ক্বায়িম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো।"[৭২]

**যুক্তির কষ্টি পাথরে পর্দা :** আল্লাহ তা'আলার কোনো সৃষ্টিই বে-পর্দা নয়। পৃথিবীর পর্দা হচ্ছে নীল আসমান। এখানকার মাছগুলোকে তিনি রেখেছেন পানিরূপ পর্দার ভেতরে। জীব জানোয়ারকে রেখেছেন বনের পর্দা দিয়ে। এমন কোনো ফল-মূল কিংবা খাদ্য নেই, যাকে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন পর্দার ভেতরে রাখেননি। ফুলের সুবাসকেও লুকিয়ে রেখেছেন ফুলের কলিতে। এমনকি ডিমের অতি মূল্যবান কুসুমকেও রেখেছেন খোসা নামক পর্দার ভেতরে। আর মানুষ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হবার কারণে মানুষের ব্যাপারেও আরোপ করেছেন পর্দার বিধান।

একমাত্র পর্দা প্রথার মাধ্যমেই যৌন আকর্ষণমূলক দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ফটোগ্রাফারগণ ছবি ওঠানোর জন্য কনভেক্স লেন্স (Convex lens)-এর সাহায্যে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে নেগেটিভ ছবির আবির্ভাব ঘটান। এরপর তা বিশেষ পদ্ধতিতে পজেটিভ ছবির রূপ নেয়। মানুষের চোখেও রয়েছে কনভেক্স লেন্স। কোনো ছবি বিশেষ করে কোনো আকর্ষণীয় বস্তুর ছবি চোখের এই কনভেক্স লেন্সের ওপর পতিত হলে ক্যামেরার ফিল্মের ন্যায় সৃষ্টি করে নেগেটিভ ছবির। ফলে এ আকর্ষণীয় বস্তুর ছবিটা দীর্ঘদিন বিরাজমান থাকে মানব অন্তরে, যার পরিণাম হয় অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত, অবারিত, অপ্রত্যাশিত, অনভিপ্রেত।

**রোমীয় যুগে পর্দা :** ফরাসী লেখক লারুস লিখেছেন, রোমীয় স্ত্রী-লোকেরা কখনো পর্দা ছাড়া ঘরের বাইরে যেত না। তারা চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে চলত। মেয়েরা সাধারণত ঘরের ভেতরেই কাজ করত। অবসর সময়ে সূতা কাটত।[৭৩]

**গ্রিকদের পর্দা :** ফরাসী লেখক লারুস তাঁর Encyc`opedia-তে লিখেছেন, গ্রিক মেয়েরা ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় একপ্রকার আবরণী দ্বারা নিজের মুখকে ঢেকে নিত।

[৭২] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৩৩।*

[৭৩] *মুজাল্লাতুল জামেয়া- যিলক্বদ : ১, ৩য় সংখ্যা।*

Shamam antiquite Grecquest বই-এর ৫৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এথেন্সের মেয়েরাও পর্দা পালন করে চলত।

**কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন :** "বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকেনি। এখন মেয়ে পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে, সুতরাং ঘরের শান্তি বিদায় লইল।"[৭৪]

**পুরুষ সৌন্দর্য পাগল :** ইংল্যান্ডে অষ্টম এডওয়ার্ড এক নারীকে গ্রহণ করেছিলেন বিশাল সাম্রাজ্যের বিনিময়ে। বিশ্ববিখ্যাত বীর জুলিয়াস সিজার তার বীরত্ব শ্রেষ্ঠত্ব রাজত্ব বিসর্জন দিয়েছিলেন ক্লিক ও পেট্রার রূপে মোহিত হয়ে। বিসর্জন দিয়েছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর তার বিশাল মোগল সাম্রাজ্য নূরজাহানের রূপের কাছে।

**মা-বোনেরা! পরপুরুষ থেকে সাবধান :** পুরুষ যখন কোনো যুবতী মহিলার দিকে দৃষ্টি দেয় তখন সে সাধারণত ভালো কিছু চিন্তা করে না। আপনাকে যদি কেউ বলে, সে আপনার উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ, আপনার আচার-ব্যবহারে আকৃষ্ট এবং সে কেবল আপনার সাথে সাধারণ একজন বন্ধুর মতোই আচরণ করে এবং সে হিসেবেই আপনার সাথে কথা বলতে চায় তাহলে আপনি তা বিশ্বাস করবেন না। আল্লাহর শপথ! সে মিথ্যুক।

যুবকেরা আপনাদের আড়ালে যেসব কথা বলে তা যদি আপনারা শুনতেন, তাহলে এক ভীষণ ভীতিকর বিষয় জানতে পারতেন। কোনো যুবক আপনার সাথে যেই কথা বলুক, যতই হাসুক, যত নরম কণ্ঠে বলুক ও যত কোমল শব্দই ব্যবহার করুক, সেটি তার আসল চেহারা নয়; বরং সেটি তার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ভূমিকা ও ফাঁদ ব্যতীত কিছু নয়। সুকৌশলে সে যতই আপনার সামনে তা গোপন রাখুক, আল্লাহর শপথ! এছাড়া তার উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়। সে যদি আপনাকে তার ষড়যন্ত্রের জালে আটকাতে পারে তাহলে কী হবে? কী হবে আপনার অবস্থা? আপনার কি জানা আছে? একটু চিন্তা করবেন।

হে আমার বোন! পথ চলার সময় কোনো পুরুষ যদি আপনার দিকে তাকিয়ে দেখে তবে আপনি তার থেকে বিমুখ হয়ে যান এবং আপনার চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেলুন।

এদের কবলে পড়ে কোনো নারী যদি তার অমূল্য সম্পদ হারায়, তার মর্যাদা নষ্ট করে এবং সম্ভ্রম ও সতীত্ব চলে যায়, তাহলে তার হারানো সম্মান দুনিয়ার কেউ পুনরায় ফেরত দিতে পারবে না।

[৭৪] *ঘরে-বাইরে- উপন্যাস।*

হে বোন! আপনি কি জানেন পুরুষেরা কেন আপনার কাছে আসতে চায়? কেন আপনাকে নিয়ে ভাবে? কারণ আপনি খুব সুন্দরী এবং যুবতী। সে আপনার সৌন্দর্যে পাগল। তাই সে আপনার চারপাশে ঘোরে এবং আপনাকে নিয়েই ভাবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো– আপনার এ যৌবন ও সৌন্দর্য কি চিরকাল থাকবে? দুনিয়াতে কোনো জিনিস কি চিরস্থায়ী হয়েছে? শিশুর শৈশব কি শেষ হয় না? সুন্দরীর সৌন্দর্য কি আজীবন থাকে? জেনে রাখুন! একবার যদি কোনো মেয়ের জীবনে কলঙ্ক নেমে আসে এবং তার সমাজ যদি তা জেনে ফেলে তবে কেউ তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে না।

**পর্দা ও যৌন বিজ্ঞান :** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ﴾

"মু'মিনদের বলো তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে, আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালোভাবেই অবগত।"[৭৫]

দৃষ্টি সংযত রাখার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন প্রথমেই সম্বোধন করলেন পুরুষদেরকে। যৌন বিজ্ঞান বলছে, পুরুষের যৌন উত্তেজনা অত্যন্ত তড়িৎ। নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই পুরুষদের মাঝে যৌনচেতনা জেগে উঠতে পারে। কিন্তু নারীদের বেলায় এ রকম নয়। পুরুষের পক্ষ থেকে উদ্যোগ ছাড়া সাধারণত নারীদের যৌন উত্তেজনা জাগ্রত হয় না।

নারীদেহ নমনীয়, লাবণ্যময়, প্রলভ ও আকর্ষণীয় বলেই বে-পর্দা নারী দেখলেই পুরুষের যৌনচেতনা জাগ্রত হয়। পুরুষকে তার এ উত্তেজনা দমন করতে বেগ পেতে হয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে আকর্ষণীয় ও দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু তার সৌন্দর্যকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার জন্য পর্দার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। লম্পট ব্যক্তিরা বে-পর্দা নারীর পরিচয় পেয়ে তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে সেরূপ ধেয়ে আসে, যেরূপ বিষাক্ত মাছি ছুটে আসে খোসা-ছাড়ানো পাকা আম-কাঁঠালের দিকে।

অন্যের স্বামীকে এমনিতেই মনে হয় বেশি স্মার্ট ও সুন্দর। তদুপরি যদি কোনো সুশ্রী সুঠাম যুবকের প্রতি কোনো মেয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তবে তার সারা দেহে প্রেমের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে যায়। মনোজগতে বইতে থাকে প্রবল ঝড়। ফলে তার বহিরঙ্গ কালিমামুক্ত থাকলেও তার অন্তর

[৭৫] *সূরা আন্ নূর : ৩০।*

হয়ে যায় কালিমাযুক্ত। স্বামীর হৃদয় থেকে তার মন ম্লানমুখী হলুদ শেফালী ফুলের মতো একেবারে ঝরে পড়ে যায় মাটিতে। স্বামীর প্রতি তার অন্তর হয় বিমুখ-বিতৃষ্ণ। পরিণামে পারিবারিক জীবনে দেখা দেয় অশান্তি উচ্ছৃঙ্খলতা। সুখের সংসার হয় লণ্ড-ভণ্ড।

পর্দাহীনতার সিঁড়ি বেয়েই শুরু হয় চরিত্রহীনতার যাত্রা। আর চরিত্রহীনতার ঘনকালো অন্ধকার থেকেই সমাজে নেমে আসে অবক্ষয়।

**নারী ও জীববিজ্ঞান :** ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিষ্কারভাবে বলা যায়, নারীরা পুরুষের চেয়ে কোনো অংশেই অসামান্য বা সামান্য নয়। তবে তারা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির।

নারীর তুলনায় পুরুষের শারীরিক গঠনকাঠামো শক্তিশালী। জীব-বিজ্ঞান বলছে– **১.** পুরুষের দৈহিক গড় ওজন ৪৭ কেজি। পক্ষান্তরে নারীদের দৈহিক গড় ওজন সাধারণত ৪২.৫ কেজির ওপর নয়। **২.** পুরুষের দেহে মাংসপেশী ৪১.৫%। নারীর দেহে মাংসপেশী ৩৫%। **৩.** পুরুষের দেহে হাড়ের ওজন সাধারণত ৭ কেজি। নারীর দেহের হাড়ের ওজন সাধারণত সোয়া ৫ কেজি। **৪.** রক্তের লৌহিক কণিকা তুলনামূলকভাবে নারীর চেয়ে পুরুষদের বেশি। **৫.** পুরুষদের মগজের সর্বনিম্ন ওজন ৩৪ আউন্স আর সর্বোচ্চ ৬৫ আউন্স। নারীর সর্বনিম্ন ৩১ আউন্স এবং সর্বোচ্চ ৫৪ আউন্স। **৬.** পুরুষদের হৃদপিণ্ডের ওজন নারীর হৃদপিণ্ডের চেয়ে ৬০ গ্রাম বেশি।

**মেয়েদের পর্দা কেমন হবে : ১)** হিজাব (পর্দা) হবে এমন লম্বা কাপড় যা পুরো শরীরটাকে ঢেকে রাখবে। **২)** হিজাব হবে মোটা কাপড়ের যার মধ্য দিয়ে শরীরের কোনো অংশের কিছু দেখা বা বুঝা না যায়। **৩)** কাপড় হবে সাধারণ, কারুকার্যবিহীন। **৪)** ড্রেস টাইট বা ফিটিং হবে না; বরং ঢিলেঢালা ও মোটা হবে যাতে শরীরের গঠন ও আকৃতি বোঝা না যায়। **৫)** ড্রেসটি প্রসিদ্ধ হবে না। **৬)** ড্রেসে সুগন্ধি লাগানো যাবে না। **৭)** ড্রেসটি আকর্ষণীয় রংয়ের হবে না। **৮)** ছেলেদের ড্রেসের মতো হবে না। **৯)** সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে না যাওয়া, কেননা তা হারাম।

**কাদের সামনে পর্দা করতে হবে :** কুরআনে বর্ণিত মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) ব্যতীত অন্য সকল পুরুষ যেমন- চাচাত, মামাত, খালাত ও ফুফাত ভাই, দেবর, বিয়াই, বাড়ির গৃহশিক্ষক, ড্রাইভার, দারোয়ান, কেয়ারটেকার ও চাকর ইত্যাদি। এদের সকলের সামনে পর্দা করা ফার্‌য।

**পরপুরুষের সাথে যেভাবে কথা বলতে হবে :** প্রয়োজনে মহিলারা পর-পুরুষের সাথে কথা বলবেন, কিন্তু কোমল স্বরে নয়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ "তোমরা আকর্ষণীয় সুরে (নম্র কোমল মিহিসুরে) কথা বলো না।"[৭৬]

অতএব আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন নারীদের কণ্ঠকেও গোপন রাখতে বলেছেন। তীব্র প্রয়োজনে নারী যদি পুরুষের সাথে কথা বলতে চায় তবে তিনটি শর্তে– **১)** উভয়ের মাঝে পর্দা বা আড়াল থাকতে হবে, **২)** নারী তার কণ্ঠকে নরম, চিকন, কোমল করতে পারবে না, **৩)** কথা বলতে গিয়ে যেখানে একটি কথা যথেষ্ট হয়ে যায়, সেখানে দ্বিতীয়টি বলা যাবে না।

**ছেলেদের পর্দা কেমন হবে :** একবার রাসূল (ﷺ) 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন : 'আলী! নারীর ওপর হঠাৎ একবার দেখার পর পুনর্বার দেখো না। কেননা, তোমার জন্য প্রথমবার অনুমতি রয়েছে এবং দ্বিতীয়বারের অনুমতি নেই।[৭৭]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা লানত করেন (ইচ্ছাকৃত) দৃষ্টিকারী এবং যে (ইচ্ছাকৃতভাবে) দৃষ্টিতে পতিত হয় তার প্রতি।[৭৮]

মেয়েদের যেমন পর্দা করা ফার্‌য তেমনি ছেলেদেরও পর্দা করা ফার্‌য। তবে ছেলেদের পর্দার নিয়ম মেয়েদের থেকে ভিন্ন। ছেলেদের সতর হচ্ছে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। ছেলেদের ড্রেস এমন হওয়া যাবে না যা দিয়ে শরীরের ভিতরের অংশ দেখা যায় আবার এমনও হওয়া যাবে না যা দিয়ে শরীর ঢাকা যায় ঠিকই কিন্তু শরীরের গঠন পরিষ্কার ফুটে ওঠে। অর্থাৎ- ড্রেস টাইট হওয়া যাবে না, ঢিলেঢালা হতে হবে।

**পর্দাহীনতার পরিণাম :** আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাপড় পরিহিতা উলঙ্গ নারী এবং পুরুষদের নিজের প্রতি আকৃষ্টকারিণী স্ত্রীলোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; বরং তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ ঐ সুগন্ধ পাঁচশত বছরের দূরত্ব হতে অনুভূত হয়।[৭৯]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) সরাসরি জাহান্নামে যাদের যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাদের মধ্যে বেপর্দা নারী অন্যতম। বেপর্দা নারীর কারণে অনেক সময় ঈমানদার পুরুষদের ঈমান নষ্ট হয়। এদের কারণেই অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূস যে নিজ পরিবারকে অশ্লীল কাজে ছেড়ে দেয়।[৮০]

---

[৭৬] *সূরা আল আহ্যা-ব :* ৩২।
[৭৭] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা.* ২৭৭৭, *সনদ হাসান।*
[৭৮] *শু'আবুল ঈমান- বায়হাক্বী; মিশকাত-* ২৯৯১, *সনদ য'ঈফ।*
[৭৯] *সহীহ মুসলিম- হা.* ২১২৮।
[৮০] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা.* ৩৪৮৮।

ফুলের বাগান করে বেড়া না দিলে ছাগলে খেয়ে ফেলার আশঙ্কা যেমন থাকে তেমনি নারী হয়ে জন্ম নিয়ে পর্দা না করলে সে নারীর সতীত্ব হারাবার আশঙ্কা থাকে।

পাশ্চাত্য অনুসরণে নারী সমাজ আজ জিনস, মিনিস্কাট, লেগিজ, ঘাগরা, আঁটোসাঁটো গেঞ্জি পরিধান করে যুবকদের মাঝে কামনার আগুন লাগাতে কোমর বেঁধে নেমেছে। ফলে লম্পট, দুশ্চরিত্র যুবকদের দ্বারা অপহরণ, বলাৎকার, ধর্ষণ, খুন, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার, এসিড নিক্ষেপসহ শত শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হচ্ছে অহরহ।

ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে গোশ্ত রেখে বাঘের ধৈর্যশক্তি পরীক্ষা করা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। আলো দেখতে তো পোকা আসবেই। খোসা ছাড়ানো পাকা তেঁতুল দেখে কার জিহ্বায় পানি না আসে? অথচ গাছের নীচ দিয়ে হেঁটে গেলেও পানি আসে না।

কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে দিনের ২৪ ঘণ্টাই হাসিমুখে কথা বলতে পারে না। কখনো ধমকের সুরে কথা বলে, কখনো মিষ্টি সুরে কথা বলে। কিন্তু পর-পুরুষ যখন ঐ নারীর সাথে কথা বলতে আসে, তখন ভুলক্রমেও ধমকের সুরে কথা বলে না। ফলে কোনো কোনো মেয়েলোক মনে করে, তার স্বামী ভালো লোক না, ঐ লোকটি ভালো লোক। এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হলে মেয়ে লোকটি সুযোগ খুঁজবে পর-পুরুষটির সাথে সম্পর্ক তৈরির এবং সুযোগ পেলে পর-পুরুষটির হাত ধরে হয়তো একসময় পালাবে। তেমন স্ত্রীও সাংসারিক কাজের বা বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুণ সবসময় স্বামীর সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলতে পারে না। আর অন্য নারী যখন পুরুষের সামনে কথা বলে তখন খুবই আকর্ষণীয় ভাষা ও সুন্দর ব্যবহারে কথা বলে যার দরুণ পর-পুরুষ মনে করে, আমার স্ত্রী তো এমনভাবে কথা বলে না। তাই তার স্ত্রী তার কাছে সে নারীর মতো ভালো লাগে না। পুরুষ পরনারীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে পাবার আশায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু পর্দার হক্ব আদায় করে পর্দা করা হলে ঐ সুযোগ আর থাকে না।

**নারীদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা কেন জরুরি :** নারীর মুখমণ্ডল নারী দেহের সর্বাধিক সুন্দর অঙ্গ। এর সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও লাবণ্য পুরুষের মনকে আকৃষ্ট ও আলোড়িত করে। এতে পুরুষের মনে যৌন বাসনার সৃষ্টি হয়। মুখমণ্ডল সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "নারীর মুখমণ্ডল যাবতীয় রূপ ও সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের মূল উৎস এবং নারী জীবনের মাহাত্ম্য। কেননা মুখমণ্ডল থেকে স্বাদ আস্বাদন এবং নারীদেহের বিভিন্ন দিক অনুধাবন করা যায়।"[৮১]

**মনের পর্দাই কি বড় পর্দা :** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا بَنِيْ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذٰلِكَ خَيْرٌ﴾

"হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং শোভা বর্ধনের জন্য। আর তাক্বওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক।"[৮২]

অনেকে বলে থাকেন, মনের পর্দাই আসল পর্দা, বাইরের পর্দার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ- মন ঠিক থাকলে না-কি দেহের পর্দার প্রয়োজন হয় না।

"মনের পর্দা বড় পর্দা" –এ কথাটি যুক্তির কষ্টি পাথরে টেকে না। ধরুন! বাইরে যদি বৃষ্টি থাকে, আর এ অবস্থায় কেউ যদি বের হয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে, তখন কেউ যদি বলে তোমার ছাতা কোথায়? উত্তরে সে যদি বলে "মনের ছাতাই বড় ছাতা" –এ কথাটা বললে কি শরীর ভিজবে না? প্রকৃত কথা হচ্ছে– যদি কোনো নারী খুব সাজসজ্জা করে বে-পর্দা হয়ে বাইরে বের হয়, তখন পর-পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হবেই। সে তো আর জড়ো পদার্থ কিংবা ফেরেশ্তা নয়। শুধু মনের পর্দাই যদি যথেষ্ট হতো, তাহলে পর্দাসংক্রান্ত শরীয়তের এতোসব বিধি-নিষেধের কি কোনো দরকার ছিল? কেন রাসূল (ﷺ) স্বয়ং মহিলাদের সাথে পর্দা করেছেন? তবে কি (না'ঊযু বিল্লাহ) তাঁর মন পবিত্র ছিল না?

জাহিলি প্রথার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্কই নেই তা যতই সুন্দর, নারী স্বাধীনতা, নারী প্রগতি বা বর্তমান সভ্যতা নামে হোক; কেননা পর্দার হিকমাত, যৌক্তিকতা ও উপকারিতা দ্বারা একজন ভদ্র, লজ্জাশীলা মহিলার পরিচয়েরও সহায়ক। বেপর্দা মহিলা লম্পটদের চোখের তৃপ্তিকর খোরাক এবং কামুক যুবকদের যৌন বাসনার কেন্দ্রস্থল। যদি কারো অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে তাহলে তার অন্তর, চক্ষু ও ইজ্জতের হিফাযাতের দ্বারা পরিচয় দিবে। তবে মনে রাখতে হবে, কারো ভয়ে বা কোনো কিছুর জন্য পর্দা করা সঠিক পর্দা নয়; বরং মহান আল্লাহর ভয়ে পর্দা করাই হলো নারীর সম্মান ও হিফাযাতের কারণ।

**সারকথা :** পর্দার মূল লক্ষ্যই হলো পুরুষদের আদিম প্রবৃত্তি থেকে দুর্বল অস্তিত্বের নারীদেরকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা, যাতে সমাজের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। বিশ্ব মুসলিম আজ সবচেয়ে বেশি দুর্বল ও উদাসীন হয়ে পড়েছে পর্দার ক্ষেত্রে। পুরোপুরি পর্দা করছেন এমন মুসলিম পাওয়া সমাজে আজ খুবই বিরল। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন –আমীন। ☒

[৮১] *তাফসীরে কুরতুবী।*

[৮২] *সূরা আল আ'রাফ : ২৬।*

## কবিতা

# আর দেবে না ধরা

**মোল্লা মাজেদ***

*স্মৃতির পাহাড় প্রীতির ডোরে রাখা*
*মহাকালের চক্রজালে*
*সব পড়েছে ঢাঁকা*
*ঘুরবে কি আর নিথর প্রেমের চাকা*
*তাই পুরোটা হৃদয় খানিই ফাঁকা।*

*সেখানটাতে নেই বসতি কেউ*
*মরা গাঙে জোয়ার বানে*
*উঠছে তুমুল ঢেউ।*
*ঢেউয়ের দোলায় জল থই-থই*
*সাগর টল-মল*
*কোন বিরহে চাতক খোঁজে স্বচ্ছ ফটিক জল।*

*অনেক আশার ভালোবাসা ব্যর্থ আর্তনাদ*
*তবুও এ মন চায় সারাক্ষণ হারানো দিনের স্বাদ।*
*ফেলে আসা দিন স্বপ্নরঙিন শত ব্যঞ্জনায় ভরা*
*জনম ভরি যতই স্মরি আর দেবে না ধরা।*

**সমাপ্ত**

# আমি মহাসুখী

**শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক***

*সুখ কী? কেমন জিনিস? সুখের বাস কোথায়?*
*কেন কাতর স্বরে সবাই তাকে পেতে চায়?*
*নিশ্চই বড় তৃপ্তি বড় আকষর্ণের কিছু*
*যার ফলে সব ছেড়ে সবাই ছোটে পিছু-*
*পরশ দিয়েছে আমাকেও ঐ দুর্বোধ্য রোগ*
*পাগল হয়ে ছুটছি করতে হবে ভোগ!*
*আজও কেউ লভিতে পারেনি তাকে*
*খুঁজে পায়নি কেউ, কোথায় যে থাকে?*

*অভ্রচুম্বি কেল্লার মনিব ছাড়ছে দীঘল শ্বাস*
*ক্ষণে ক্ষণে বলে এ ধরা অসীম যাতনার;*
*দুরূহ ব্যধিতে ভুগছে তারাও দ্বাদশ মাস*
*টনক নড়ে শেষে, ধন-সম্পদ যত অশান্তির হাতিয়ার।*
*অন্ধ জনের আহা! কত কষ্ট!*
*অভিরাম ধরা দেখার সাধ্য নাই,*
*আপনি আপনার কাছেই অস্পষ্ট*
*তার বড় চাওয়া, দেখতে চাই!*
*প্রতি অঙ্গ কত অমূল্য রতন*
*বাক্যে বুঝাতে অক্ষম আমি*
*সত্যিকারে বুঝে ভুক্তভোগী জন*
*আর জানে স্রষ্টা অন্তর্যামী।*
*পঙ্গু আতুর মাটিতে গড়িয়ে পথ চলে*
*হাত পেতে চায় পথে-ঘাটে,*
*দু'এক টাকা করে উপার্জন*
*উপবাসে অযতনে দিবা নিশি কাটে।*

*কারো নেই ঠাঁইটুকু পিঠ ছোঁয়ার কুটির*
*যেখানে রাত্রি হয় সেখানেই শয্যা স্থির*
*খাট পালঙ্ক কোমল বালিশও নেই*
*নিশি কাটে ওদের কত কষ্টেই-*
*সত্যি, আমি তো বেশ আছি! মহাসুখী-*
*দুঃখ আমার পানে চরম বিমুখী।*
*এই তো আমার দু'টি হাত, কী অভিরাম!*
*নই পঙ্গু, উজ্জ্বল তনু বেশ সতেজ সুঠাম*
*মাথায় অসংখ্য চিক্ চিক্ ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ*
*অতটা নই বিশ্রী, দেখতে লাগে বেশ!*

*এই যে আমার আয়না আঁখি*
*দেখতে হয় না বিঘ্ন বাধা,*
*স্বল্প বিদ্যাও করেছি অর্জন*
*হইনি কোনো মূর্খ গাধা।*
*আমি বোবা নই আমি স্বাধীন*
*ব্যক্ত করি হৃদয়ের কথা,*
*নইতো বধির শুনি রাত-দিন*
*কারো চক্ষুশুল নই, নইতো অযথা।*
*মাথা গোঁজার আছে জীর্ণ কুটির*
*রিফুজীও নই, নইতো বাসহীন;*
*কত জন ভেসে চলছে, পায় না জীবন তীর*
*খেয়ে না খেয়ে জীবন কাটে, কত অসহায়, দীন।*

*আমার আছে নিখুঁত বডি, সাড়ে তিন হাত*
*এমন বডি পেতে কাঁদছে অনেকে, সারা দিনরাত!*
*নিচের দিকে তাকালে থাকে না কোনো দুখ*
*উপলব্ধি করি রঙ বেরঙের সুখ*
*আমি সুখী, মহাসুখী! নই দুঃখী ভাই*
*আমাতেই কত সুখসমুদ্র! চোখ মেলে দেখি নাই।*

**সমাপ্ত**

---

* *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*
* *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

## ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদ

গত ১৮ নভেম্বর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কাউন্সিল অধিবেশন সম্পন্ন হয়। এ অধিবেশনে গঠিত কমিটির বিবরণ নিম্নরূপ:

**উপদেষ্টা পরিষদ:** আলহাজ্জ আওলাদ হুসাইন, আলহাজ্জ আলী হুসাইন, শাইখ মুস্তফা সালাফী, আলহাজ্জ জাকির হুসাইন, শাইখ হাফেয হুসাইন বিন সোহরাব, আলহাজ্জ আবুল হুসাইন, সৈয়দ যুলফিকার আলী, জনাব নুরুল ইসলাম।

**কার্যকরী পরিষদ:** সভাপতি- আলহাজ্জ আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, সহ-সভাপতিবৃন্দ যথাক্রমে- আলহাজ্জ আকমল হুসাইন, শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন, আলহাজ্জ হাবীবুর রহমান খেলন, শাইখ শামসুল হক শিবলী, সেক্রেটারি- শাইখ মুহাম্মদ এহসানুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ- হাফেয মুহাম্মদ আফজাল, সহকারী সেক্রেটারিদ্বয় যথাক্রমে আবু সুফিয়ান সোহেল ও মোহাম্মদ আরিফ, সাংগঠনিক সেক্রেটারি- শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- শাইখ আব্দুর রউফ মাদানী, তা'লীম ও তারবিয়াত সম্পাদক- ড. শফিকুল ইসলাম, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- হাফেয মোহাম্মদ মাসুম, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- হাফেয ওয়াসিম উদ্দিন সজিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- হাফেয মুহাম্মদ আকীল, সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক- ড. আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, পাঠাগার সম্পাদক- শাইখ আব্দুল মমিন, দফতর সম্পাদক- রনী।

**সদস্যবৃন্দ:** হাফেয মো. সেলিম, হাজী নেয়ামত উল্লাহ, আলী হোসেন ফায়সাল, শাইখ আল আমীন মাদানী, মোহাম্মদ মোবারক, আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ নাসির, আব্দুল মাতিন, মোহাম্মদ জাকারিয়া, হাফেয আব্দুল খালেক, আরমান আলী লিটন, হাজী নাসির উল্লাহ, হাজী আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

## কামারপাড়া-ধরঙ্গারটেক শাখা গঠন

উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কার্যনির্বাহী সদস্য মাসুদুজ্জামান শেখ-এর আমন্ত্রণে এলাকা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ গত ১৩ ডিসেম্বর শুক্রবার, কামারপাড়া-ধরঙ্গারটেক অঞ্চলে সাংগঠনিক সফর করেন। এ সফরে নেতৃত্ব দেন উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী। তার সফরসঙ্গী ছিলেন সহ-সভাপতি মুহাম্মদ মাশহুদুল বাসেত, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ, সাংগঠনিক সেক্রেটারি ছাব্বির আহমদ আরিফিন ও অফিস সহকারী আবুল বাশার। এলাকা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী ধরঙ্গারটেক মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। সালাতুল জুমুআর পর এক সংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে এলাকা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত মুসল্লীদের সাথে পরামর্শপূর্বক আলহাজ্জ ইবরাহীম খানকে উপদেষ্টা করে কামারপাড়া-ধরঙ্গারটেক শাখা জমঈয়তের নতুন কমিটি গঠন করেন। কমিটির বিবরণ-

সভাপতি- এস এম কামাল উদ্দীন, সহ-সভাপতিদ্বয় যথাক্রমে- মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও মুহা. মাসুদুজ্জামান শেখ, সেক্রেটারি- মো. শাকিল মজুমদার, সহকারী সেক্রেটারি- মো. ওসমান আলী, কোষাধ্যক্ষ- মো. আবুল খায়ের। অন্যান্য পদ পরবর্তীতে পরামর্শের ভিত্তিতে বন্টন করা হবে।

## ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সফর

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ বিগত ১৫ নভেম্বর শুক্রবার ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলাধীন মল্লিকপুর ও পটুতলা লক্ষ্মীপুরে চারটি মসজিদ সফর করেন। এ সফরে অংশগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন, জেলা জমঈয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহা. ইসহাক আলী, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিকাইল ইসলাম, সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের দা'ওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, পশ্চিম লক্ষীপুর তাহফিজুল কুরআন ও দারুল হাদীস

মাদ্‌রাসার শিক্ষক হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আরজুল্লাহ প্রমুখ।

বাদ জুমুআ পটুতলা লক্ষ্মীপুর শাখা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে হাফেয মুহাম্মদ আরজুল্লাহ'র কুরআন তিলাওয়াত এবং শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ জিয়াউর রহমানের উপস্থাপনায় এক আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃবৃন্দ শাখা জমঈয়তের কার্যক্রমকে সুশৃংখলভাবে সম্পাদন করার জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক বৈঠক নিয়মিত করা এবং সাপ্তাহিক আরাফাত ও তর্জুমানুল হাদীস-এর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

গত ২২ নভেম্বর নেতৃবৃন্দ ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পশ্চিম লক্ষ্মীপুর গ্রামের তিনটি মসজিদ সফর করেন এবং শাখা কমিটি গঠনসহ সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ সফরসূচিতে অংশগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহা. ইসহাক আলী, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিকাইল ইসলাম, সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, জেলা জমঈয়তের দা'ওয়াহ ও তাবলিগ সম্পাদক মুহা. আব্দুস সামাদ, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের হিতাকাঙ্ক্ষী ও কার্যকরী কমিটির সদস্য মুহা. আক্তারুজ্জামান, সৌদি প্রবাসী ও জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা মুহা. আক্তারুজ্জামান প্রমুখ। বাদ জুমু'আ জেলা জমঈয়তের দা'ওয়াহ ও তাবলিগ সম্পাদক মুহা. আব্দুস সামাদের উপস্থাপনায় মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা'র মেধাবী ছাত্র মো. জিহাদুল ইসলাম-এর কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে পশ্চিম লক্ষ্মীপুর স্কুল মাঠ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে মো. আব্দুস সামাদকে সভাপতি ও মো. মিজানুর রহমান বিশ্বাসকে সেক্রেটারি করে পশ্চিম লক্ষ্মীপুর শাখা জমঈয়তের কমিটি এবং মো. মহসিন রেজাকে সভাপতি ও মো. জাকারিয়াকে সেক্রেটারি করে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট পশ্চিম লক্ষ্মীপুর স্কুলপাড়া শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

## রংপুর বিভাগীয় কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ১৬ নভেম্বর শনিবার রংপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে "আড়িরাং" পার্টি সেন্টারে দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সেক্রেটারি মুহাম্মদ আব্দুল মালেক-এর সঞ্চালনায়, পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন সহকারী সেক্রেটারি হাফেয আব্দুল ওয়াদুদ। সকাল সাড়ে ৯টা যথারীতি প্রোগ্রাম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা শুব্বানের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ শাহজাহান কবির। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. শহীদুল্লাহ খান মাদানী। প্রশিক্ষকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তে নির্বাহী সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম ও শাইখ ড. মুযাফ্ফর বিন মুহসিন এবং রংপুর জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা শাইখ সোহেল আহমদ মাদানী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রংপুর জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মুহা. মামদুহুর রহমান। [রংপুর থেকে জেলা সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাম্মাদ সাঈদুল হক]

## রংপুরে জামে মসিজদ উদ্বোধন ও লাহিড়ী হাট মসজিদ পরিদর্শন

গত ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস তা'লীমি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত রংপুর জেলা শহরস্থ দর্শনায় অবস্থিত দারুত তাক্বওয়া মাদ্‌রাসায় স্থাপিত মসজিদটি জামে মসজিদে রূপান্তর হয়। এতে উদ্বোধনী খুতবা প্রদান করেন জেলা জমঈয়তের দাওয়াহ ও তাবলিগ সম্পাদক শাইখ আবু রায়হান সিদ্দিকী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি মাওলানা মুহা. মামদুহুর রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা হাফেয সোহেল আহমাদ মাদানী, সহ-সভাপতি ইঞ্জি. আব্দুল হামিদ, সেক্রেটারি মুহা. আব্দুল মালেক, সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাম্মদ সাঈদুল হক ও শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক নাকিবুল আকতার। আসর সালাতান্তে নেতৃবৃন্দ লাহিড়ী হাট মসজিদ পরিদর্শন করেন।

## শুব্বান সংবাদ

### ঠাকুরগাঁও জেলা শুব্বানের কর্মীসম্মেলন

গত ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার, ঠাকুরগাঁও শহরের তাঁতিপাড়ায় অবস্থিত জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ৩য় তলায় ঠাকুরগাঁও জেলা শুব্বান সভাপতি মুহাম্মদ মাসউদ রেজার সভাপতিত্বে, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জুয়েল রানার সঞ্চালনায়, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আব্দুল হালীমের কুরআন তিলাওয়াত এবং দফতর সম্পাদক মুহা. নয়ন ইসালামের ইসলামী সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে কর্মী সম্মেলন শুরু হয়।

এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তে উপদেষ্টা ও ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ মঞ্জুরে খোদা। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সেক্রেটারি শাইখ আসাদুল্লাহ খাঁন গালিব মাদানী।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়তের সহকারী সেক্রেটারি মুহা. দেলাওয়ার হোসেন, জেলা শুব্বানের সহ-সভাপতি শাইখ আতিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মুহা. শামীম হুসাইন প্রমুখ। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও সদরের ৮নং রহিমানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু হাসান মুহা. আব্দুল হান্নান (হান্নু), কেন্দ্রীয় শুব্বানের মজলিসে ক্বারার সদস্য মুহা. মামুন-উর-রশীদ।

### রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শুব্বানের আহ্বায়ক কমিটির সভা

গত ৩০ নভেম্বর শনিবার বাদ মাগরিব হতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মুয়াজ-এর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত ও রাবি শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় মজলিসে আম সদস্য শাইখ ড. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ'র সভাপতিত্বে প্রোগ্রাম শুরু হয়। এতে দাওয়াতি কাজের কৌশল নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের মাজলিসে 'আম সদস্য ও নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রমজান মিয়া। আলোচনা পেশ করেন রাজশাহী মহানগর শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক শাইখ শহিদুল্লাহ আল ফারুক ও শাইখ ইসমাঈল কবির।

### কুমিল্লা জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ১৪ ডিসেম্বর শনিবার, কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার রামপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে কুমিল্লা জেলা শুব্বানের ৫ম জেলা কাউন্সিল অধিবেশন জেলা সভাপতি মো. আতিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুস সবুরের সঞ্চালনায় সম্পন্ন হয়। হাফেয নাজিম উদ্দিন সরকারের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধক ছিলেন কুমিল্লা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যক্ষ মো. শফিকুর রহমান সরকার। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হোসাইন। প্রধান আলোচক ছিলেন সরকারি মাদ্‌রাসা-ই আলিয়ার সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ।

উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল ওয়াদুদ গাজী, কুমিল্লা জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা আবু আব্দুল্লাহ মুসলেহুদ্দীন সরকার, সেক্রেটারি মাওলানা অলিউর রহমান চৌধুরী, সাংগঠনিক সেক্রেটারি আব্দুল কাইয়ুম ও ড. মো. সফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নবগঠিত কমিটি নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল ওয়াদুদ গাজী। **কমিটির বিবরণ নিম্নরূপ :**

হাফেয আব্দুস সবুর খান- সভাপতি, এরশাদুল হক- সহ-সভাপতি, সাইদুর রহমান- সহ-সভাপতি, সাখাওয়াত উল্লাহ- সাধারণ সম্পাদক, আব্দুল মুহয়ী জায়েদ- যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, হাফেয আল আমিন- কোষাধ্যক্ষ, হাফেয জহিরুল ইসলাম- সাংগঠনিক সম্পাদক, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মান্নান- প্রচার সম্পাদক, মো. তরিকুল ইসলাম- যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক, মো. হাবিবুর রহমান- সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, শফিউল্লাহ খান- ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, হাফেয আবু বকর- তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, আজিজুল বিন আব্দুর রাজ্জাক- প্রশিক্ষণ সম্পাদক, খালেদ মাহমুদ- দফতর সম্পাদক, আনোয়ার আজিম- পাঠাগার সম্পাদক, মো. ইহসান হোসাইন ফাহিম- যুগ্ম পাঠাগার সম্পাদক। সদস্যবৃন্দ- মো. রিফাত, মো. রেজাউল করিম, মো. নাসির, মো. হাসান প্রমুখ।

## الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

# জিজ্ঞাসা ও জবাব

### ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

**রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।**

*(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)*

***জিজ্ঞাসা (০১):*** ***আমি একজনের কাছে বেশ কিছু টাকা পাই। কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে তা পরিশোধ করছে না। এখন কি আমি তার নিকট থেকে কৌশলে বা জোরপূর্বক সেই টাকা আদায় করতে পারব?***

*এজাজুল হক*

*সোনাতলা, বগুড়া।*

***জবাব :*** ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি সামর্থ্যবান হলে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা অন্যায়। মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

«مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ».

"ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবানের বিলম্ব করা (টালবাহানা) যুল্ম...।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ২২৮৮; মুসলিম- হা. ১৫৬৪)*

বস্তুত গ্রহণকৃত ঋণ অন্যের সম্পদ। তা প্রকৃত মালিক ঋণদাতাকে যথার্থ সময়ে ফিরিয়ে দেয়া অত্যাবশ্যক। অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা কিংবা আত্মসাৎ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

"এবং তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।" *(সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৮)*

ঋণ গ্রহিতা সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও আপনার প্রদত্ত ঋণের টাকা দিতে গড়িমসি ও টালবাহানা করলে আপনি ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে জবরদস্তি পূর্বক আদায় করাটা ফিতনায় জড়িয়ে যাওয়া হয়, বিধায় আপনি সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন সে পথকে পরিহার করতে। আপনি প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করুন।

***জিজ্ঞাসা (০২):*** ***আমি একটি বীমা কোম্পানিতে চাকরি করি। আমি সেখান যে বেতন গ্রহণ করি তা কি আমার জন্য হালাল এবং করণীয় কী?***

*আবু আফজাল*

*নয়াপল্টন, ঢাকা।*

***জবাব :*** আপনি যে বীমা কোম্পানীতে চাকরি করেন তা যদি হয় সুদভিত্তিক তাহলে নিঃসন্দেহে তাতে চাকরি করা আপনার জন্য অবৈধ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"তোমরা পুণ্য ও আল্লাহভীতিমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো, আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না।" *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ২)*

এর বাইরে শরীয়াহভিত্তিক বীমার কথা বলা হলেও সেসবের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতার ব্যাপার রয়েছে। কেননা সেখানে স্পষ্টতই বলা হয়। এই এই পরিমাণ কিস্তিতে জমা করলে একসাথে লাভে আসলে এই বর্ধিত পরিমাণ এককালীন পাওয়া যাবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সুদ এবং গারার নিহিত রয়েছে, আর সুদ ও গারার (অস্পষ্টতা-ধোঁকা) হারাম।

আপনি সন্দেহমুক্ত হালাল উপার্জন করতে চাইলে বীমার চাকরি ছেড়ে ভিন্ন চাকরি সন্ধান করুন। আপনি তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করুন, বেশি বেশি ইস্তিগফার করুন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ○ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

"যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পরিত্রাণের ব্যবস্থা করে দিবেন আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিয্ক দান করবেন।" *(সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ২ ও ৩)*

***জিজ্ঞাসা (০৩):*** ***বর্তমানে খামারের মুরগিকে ফিড খাইয়ে কৃত্রিম উপায়ে অল্প সময়ে মোটা তাজা করে বিক্রির উপযোগী করা হয়। এ প্রক্রিয়াটি কি হালাল? জানালে উপকৃত হব ইন্ শা-আল্লাহ।***

*তাহমিনা আক্তার*

*খোকসা, কুষ্টিয়া।*

***জবাব :*** আধুনিক উপায় উপকরণ ব্যবহার ও প্রয়োগ করে দ্রুত প্রত্যাশিত ফল লাভ করা বৈধ রয়েছে। তবে এ ধরনের কোনো প্রক্রিয়াতে মানুষের জন্য ক্ষতিকর কিছু থাকলে তা অবৈধ হবে। এ কাজ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না।" *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ২)*

মানুষের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু করা ইসলামে নিষিদ্ধ। উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

"ক্ষতিকর কোনো কিছুই করা যাবে না।" *(সহীহ ইবনু মাজাহ্- হা. ২৩৪০, ২৩৪১)*

খামারের মুরগির আহারাদিতে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিকর কিছু থাকলে এহেন ক্ষতিকর আহার বর্জন করতে হবে। অন্যবিধ নিয়ম মেনে চলার থাকলে তা মেনে নিয়ে খামারের মুরগি বাজারজাত করতে হবে। অন্যথায় জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিকর কিছু করলে তা হারাম হবে।

***জিজ্ঞাসা (০৪): আমি শুনেছি বীর্য কাপড়ে লেগে থাকলে, সেই কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করলে সালাত হবে, কিন্তু প্রস্রাব কাপড়ে লেগে গেলে সেই কাপড়ে সালাত হবে না। আমার প্রশ্ন হলো– বীর্যপাত হলে যেখানে গোসল ফরয হয়, সেখানে প্রস্রাব করার পর লজ্জাস্থান ধৌত করলেই যথেষ্ট –বিধায় এরূপ নিয়মের হেতু কী? আশা করি সংশয় দূর করবেন।***

*আকরাম হোসেন*
*গুরুদাসপুর, নাটোর।*

***জবাব :*** বীর্য নাপাক হওয়ার দালীলিক কোনো ভিত্তি নেই। বীর্য নাপাক হলে আমরা সবাই, এমনকি সকল নবী-রাসূল, শহীদগণ, সিদ্দীকগণ সকলের জন্ম উপাদান নাপাক পদার্থ থেকে হবে –যা সুষ্ঠু বিবেক মেনে নিতে পারে না। বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ফাতাওয়া গ্রন্থ ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্-দায়িমাহতে মনী বা বীর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

الأصل فيه الطهارة، ولا نعلم دليلا يدل على نجاسته.

"মৌলিকভাবে তা পবিত্র, আমরা এর অপবিত্রতার বিষয়ে কোনো দলিল অবগত নই।" *(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমাহ- ৬/৬১৬ পৃ., মাকতাবাতুশ্ শামেলা- ৫/৪১৭)*

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ)-এর কাপড় থেকে (শুকনো হলে) বীর্য খুটিয়ে তুলে দিয়েছি, আর সেই কাপড় দিয়ে নবী (ﷺ) সালাত আদায় করেছেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৮৮)*

সুতরাং আমরা বলতে পারি, বীর্য নাপাক নয়; তবে তা ভিজা হলে ধুয়ে ফেলা এবং শুকনা হলো খুঁটিয়ে তুলে ফেলে দেয়া হাদীস নির্দেশিত 'আমল। অন্যদিকে প্রস্রাব নাপাক শরীরে বা কাপড়ে লাগলে তা বাধ্যতামূলক ধুয়ে ফেলে পবিত্রতা আনয়ন করতে হবে।

***জিজ্ঞাসা (০৫): নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ সবচেয়ে বড়ো জিহাদ –এটা কি হাদীস? এ কথার যথার্থতা বিশ্লেষণ করে কৃতার্থ করবেন।***

*জালালুদ্দিন মোল্লা*
*কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।*

***জবাব :*** নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ সবচেয়ে বড় জিহাদ এই মর্মে একটি হাদীস প্রসিদ্ধ রয়েছে, তবে হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। এই হাদীস প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك : «رجعنا من الجهاد الأصغر، إلى الجهاد الأكبر»، فلا أصل له.

"কতক যে হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার বেলায় বলেছেন, আমরা ছোট যুদ্ধ থেকে বড় যুদ্ধের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি মর্মে হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই।" *(মাজমূ' ফাতাওয়া- ১১/১৯৭, মা. শা., ১৮৭, ২৬/৩৮১)*

***জিজ্ঞাসা (০৬): রব্বিরহামহুমা কামা রব্বাইয়া-নী এর স্থানে রব্বাইয়া-না পড়া যাবে কি?***

*আব্দুল খালেক*
*শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

***জবাব :*** কুরআন তিলাওয়াতকালে এবং এককভাবে দু'আ করার সময় কুরআন কারীমের আয়াত যথাযথভাবে যেই যমীর বা সর্বনামে থাকে যেভাবে পাঠ করতে হবে। কেবল দু'আর বেলায় ইমাম যখন মুক্তাদীগণকে সাথে নিয়ে দু'আ করবে তখন কুরআন কারীমে বিধৃত দু'আর আয়াতগুলো পড়াকালে এক বচনের যমীর বহুবচন করে পড়া জায়িয রয়েছে। এই মর্মে নিম্নোক্ত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করা যায়,

عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) قَالَ : «لَا يَؤُمَّ عَبْدٌ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ».

সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি ইমাম হয়ে অন্যদের বাদে শুধু নিজের জন্য খাস করে দু'আ করতে পারবে না, এমনটি করলে সে মুক্তাদীর সাথে খিয়ানত করল। *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৭, হাসান)*

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুক্তাদীগণ ইমামের দু'আয় যুক্ত থেকে আমীন বলাকালে তিনি জমা বা বহুবচনের জমির (সর্বনাম) ব্যবহার করবেন। *(মাজমূ' ফাতাওয়া- ২৩/১১৮ পৃ.)*

ফাতাওয়া আল লাজনাহ আদ্ দায়িমাহতে রয়েছে– ইমাম যখন তার নিজের এবং অন্যদের জন্য উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করেন কুনূতে, জুমু'আর খুতবাহ্য় বা অন্যত্র তখন শুধু এককভাবে দু'আ করবেন না; বরং তিনি জমা বা বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করবেন। *(ফাতাওয়া আল লাজনাহ আদ্ দায়িমাহ- ৫/৩০৮ পৃ.)*

**জিজ্ঞাসা (০৭):** *আমাদের মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করার জন্য বহু বছর আগে ৭ কাঠা জমি ওয়াক্ফ করা হয়েছিল। এই জমির উপর ছোট করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল আর বাকি ওয়াক্ফকৃত জায়গা খালি পড়ে ছিল। কিন্তু জমি দাতার সন্তানেরা মসজিদের পাশেই মসজিদের বাকি ওয়াক্ফকৃত জায়গার মধ্যে তাদের মৃত ব্যক্তিদের দাফন করা শুরু করে। এভাবে মসজিদের পাশে মসজিদের ওয়াক্ফকৃত জায়গাতে অনেকগুলো কবর রয়েছে। এই কবরগুলোর বয়স প্রায় ২০ বছরের মতো। বর্তমানে মসজিদটি সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন দেখা দিলে মহল্লাবাসী আলেমদের নিকট গেলে তারা বলেন যদি কবর দেওয়া যায়গায় মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করতে চান তাহলে কবরগুলো খুড়ে মুর্দার হাড় অন্য কোনো স্থানে পুতে দিন। ঐ জায়গা কবরমুক্ত করে তার পরে মসজিদ করতে হবে। অন্যথায় কবরের উপর মসজিদ করা বৈধ হবে না। এই মাসআলা শুনার পর মহল্লাবাসী কবরগুলো খনন করতে গেলে জমি দাতার সন্তানেরা বাধা দেয়। অতঃপর কবরগুলো খনন না করে আগের মতোই বহাল রেখে মসজিদ নির্মাণ করেছে। বর্তমানে সবগুলো কবর মসজিদের ভিতরে অর্থাৎ- কবর খনন না করেই কবরগুলোর উপর মসজিদ নির্মাণ করেছে। এখন মহল্লাবাসী দুই ভাগে বিভক্ত, একদল এই মসজিদে নামায আদায় করেন না। কারণ কিছু আলেম বলেছেন যে, তারা ইচ্ছা করে কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করেছে। সুতরাং যতদিন কবরগুলো খনন করে হাড়গুলো স্থানান্তর করার মাধ্যমে মসজিদকে কবরমুক্ত করা না হবে ততদিন ঐ মসজিদে নামায আদায় করা যাবে না। আবার কিছু আলেম বলেছেন, ২০ বছরের অধিক হলে সেগুলো পুরাতন কবর আর পুরাতন কবরের উপর নামায পড়তে সমস্যা নেই। এখন মুহতারাম মুফতী সাহেবের নিকট আমার আবেদন যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কুরআন, সুন্নাহ এবং ফিকহের কিতাবসমূহ থেকে দলিলসহ সমাধান দিলে আমরা উপকৃত হব ইন্ শা-আল্লাহ। ১. উল্লেখিত মসজিদে নামায সহীহ হবে কিনা? ২. ২০ বছরের পুরনো কবর হলে খনন করা ব্যতিত তার ওপর মসজিদ নির্মাণ করে নামায পড়া যাবে –এই কথাটি কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে থাকলে দলিল উল্লেখ করবেন। ৩. কবরের বয়স কত বছর হলে তা পুরাতন কবর বলা হবে এই ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো দলিল থাকলে উল্লেখ করবেন। ৪. পুরাতন কবর নিশ্চিহ্ন করে মসজিদ নির্মাণ করা যায় –এখন নিশ্চিহ্ন দ্বারা কী বুঝায়, এর ব্যাখ্যা কী? ৫. কবর যত বছরের পুরাতন হোক না কেনো যদি ইচ্ছা করে কবর খনন না করে কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা হয় তাহলে সেই মসজিদে নামায হবে না –এই কথার দলিল থাকলে কিছু দলিল উল্লেখ করবেন ইন্ শা-আল্লাহ।*

*মো. রুহুল আমীন*
*নগরকান্দা, ফরিদপুর।*

**জবাব :** কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ করা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কবরের জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা ইহূদী ও নাসারাদের অভিশপ্ত দুষ্কর্ম। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

«لَعَنَ اللهُ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদ ও খ্রিষ্টানদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, তারা নবীদের কবরকে মসজিদ করে নিয়েছে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৯০, সহীহ মুসলিম- হা. ৫২৯)*

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«نَهَى رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ».

"নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরের ওপর কোনো স্থাপনা তৈরি করতে, কবরের ওপর কোনো ভবন নির্মাণ, কবরের ওপর বসতে এবং কবরের ওপর কোনো ভবন নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৯৭০)*

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত মসজিদে সালাত আদায় করা জায়িয হবে না; বরং এ স্থান থেকে মসজিদ ভেঙে দিতে হবে। প্রয়োজনে মসজিদ অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়ার কিতাব ফাতাওয়া আল লাজনাহ আদ্ দায়িমাহতে রয়েছে।

"কবরমুক্ত স্থানে নির্মিত মসজিদে সালাত বিশুদ্ধ হবে অন্যথায় কবরের ওপর মসজিদ নির্মিত হলে মসিজদ ভেঙে নিতে হবে।" *(ফাতাওয়া আল লাজনাহ আদ্ দায়িমাহ- ১/৪১৮-৪১৯ পৃ.)*

এ ফাতাওয়া গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে, পূর্বে কবর থাকা স্থান ছেড়ে মসজিদের জন্য অন্যত্র নিরাপদ স্থান খুঁজে নিতে হবে। *(প্রাগুক্ত)*

আলেমগণের কিছু বক্তব্য পুরাতন কবরস্থান বিষয়ে যে সেখানে মসজিদ তৈরি হতে পারে সে কবর এতটাই পুরাতন হবে যে, সেখানে মৃত ব্যক্তির হাড়-হাড্ডির কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এটা বলতে পারেন। তবে তা চল্লিশোর্ধ বছরের কম হবে না। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

***জিজ্ঞাসা (০৮): অবসর সময়ে কোনো প্রকার টাকা-পয়সার লেনদেন ছাড়া দাবা খেললে গুনাহ হবে কি? জানালে উপকৃত হব ইন্‌শা-আল্লাহ।***

*নূরুল ইসলাম*
*ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।*

***জবাব :*** প্রথমতঃ টাকা পয়সার লেনদেন ছাড়াই দাবা খেলা বৈধ খেলা নয়; বরং তা হারাম। তাছাড়া দাবার গুটিগুলো মূর্তিসদৃশ। অথচ নবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

«لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ».

"যে ঘরে প্রতিকৃতি থাকবে সেখানে ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করে না।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩২২৬)*

দ্বিতীয়তঃ এ খেলা নিশ্চিতভাবেই মানুষকে মহান আল্লাহর স্মরণ আত্মভোলা করে দেয়। মহান আল্লাহর যিক্‌র থেকে আত্মভোলা করে দেয়াই মদও জুয়া হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾

"শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?" *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯১)*

মহানবী (ﷺ) আরও ইরশাদ করেন,

«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ».

"যে ব্যক্তি পাশা (দাবা) খেলল, সে যেন শুকরের মাংস এবং রক্ত দিয়ে তার হাত রঞ্জিত করল।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ২২৬, মা. শা., হা. ১০/২২৬০)*

***জিজ্ঞাসা (০৯): আমাদের সমাজে মেয়েদের নামের সাথে স্বামীর নামের একাংশ যুক্ত করা হয়। এটি কতটুকু সঠিক?***

*সুলতানা হুমাইর*
*রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।*

***জবাব :*** পিতার নাম ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করে নামকরণ করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

"তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার নামে যুক্ত করে ডাকো, এটাই আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায় সঙ্গত।" *(সূরা আল আহ্যা-ব : ৫)*

স্বামীর নামের সাথে যুক্ত করে স্ত্রীদের নামকরণ করা বিধর্মীদের সাদৃশ্য কর্ম। অতএব তা সর্বৈব পরিত্যাজ্য।

***জিজ্ঞাসা (১০): পানি ব্যবহারে অক্ষম ব্যক্তি মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে– এটাই শরঈ বিধান। কিন্তু আমরা যারা ঢাকা শহরে বাস করি, তাদের জন্য তাৎক্ষণিক মাটি সংগ্রহ করাও দুরূহ। এমতাবস্থায় মাটি সংগ্রহ করা না গেলে করণীয় কী?***

*আবুল কালাম আজাদ*
*মিরপুর, কুষ্টিয়া।*

***জবাব :*** পবিত্র মাটি ও মাটি যাবতীয় বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করতে হয়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা তাঁর কোনো সাহাবী মাটি বহন বা সংরক্ষণ করতেন না। তায়াম্মুমের প্রয়োজন হলে উপস্থিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। সে ক্ষেত্রে শহরে বসবাসকারী ব্যক্তি ফুলের টপ বা দেয়ালে লেগে থাকা ধুলাবালুর উপর হাত মেরে তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তায়াম্মুম করে নেবেন। আশাকরি এর দ্বারা তাদের পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে। এ মর্মে আল্লাহর বাণী নিম্নরূপ :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"কাজেই তোমরা আল্লাহকে তোমাদের সাধ্যমত ভয় করো, তোমরা (তাঁর বাণী) শুনো, তোমরা (তাঁর) আনুগত্য করো এবং (তাঁর পথে) ব্যয় করো, এটা তোমাদের নিজেদেরই জন্য কল্যাণকর। যারা অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা পেল, তারাই সফলকাম।" *(সূরা আত্ তাগা-বুন : ১৬)* –ওয়াল্লাহু 'আলাম। ☒

## প্রচ্ছদ রচনা

# আল-জায়তুনা মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সা'আদ*

তিউনিস শহরের হৃদয়ে অবস্থিত আল-জায়তুনা মসজিদ যা ইসলামী সভ্যতার একটি জ্বলন্ত প্রদীপ। এই মসজিদের নামের অর্থ "জলপাইয়ের মসজিদ", যা স্থানীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে জড়িত। জলপাই গাছের মতোই এই মসজিদটিও শতাব্দী ধরে শান্তি, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক হয়ে আছে। এই মসজিদটি শুধু একটি ধর্মীয় স্থানই নয়; বরং এক প্রকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রও, যেখানে দীর্ঘ শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা মুসলিমদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। আল-জায়তুনা মসজিদটি তিউনিস শহরের মদিনা অঞ্চলে অবস্থিত এবং ৫,০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এটি সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে বা অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর বর্তমান রূপটি নবম শতাব্দীতে পুনর্গঠিত হয়েছে। মসজিদদের স্থাপত্যের মধ্যে প্রাচীন রোমান এবং বাইজেন্টাইন কলাম পুনঃব্যবহার করা হয়েছিল, যা এর দীর্ঘ ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে চিত্রিত করে। তিউনিসের অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপনার মতোই, আল-জায়তুনার স্থাপত্যেও নানা সময়ে সংস্কার ও সংযোজন ঘটেছে, যার মাধ্যমে এটি বিশ্ব ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। এই মসজিদের আরেকটি বিশেষত্ব হলো এটি ইসলামের ইতিহাসে একটি প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ১৩শ শতাব্দী থেকে শুরু করে শতাব্দী পরিক্রমায় অনেক মুসলিম জ্ঞানী ও পণ্ডিত এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, যারা ইসলামী আইন, ইতিহাস, চিকিৎসা, গণিত ও অন্যান্য বিজ্ঞান শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আল-জায়তুনা মসজিদে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি ইসলামী বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ যা সারা বিশ্ব থেকে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে। বিখ্যাত পণ্ডিতরা এখানে পড়াশুনা ও গবেষণা করেছেন, যেমন- ইবনু খালদুন, যিনি ইতিহাসের একজন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত। মসজিদের গ্রন্থাগারে নানা ধরনের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল, যা বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু শুধু ধর্মীয় শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই নয়, আল-জায়তুনা মসজিদ ইতিহাসের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও পরিবর্তনের সাক্ষী। ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে স্প্যানিশ বাহিনী তিউনিস দখল করলে তারা মসজিদটির গ্রন্থাগারে হামলা চালায়। যার ফলে অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। তাছাড়া উসমানীয় আমলে এবং ১৯শ শতকের পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংস্কার কাজের মাধ্যমে মসজিদের স্থাপত্যশৈলী পরিবর্তিত হয়। ১৯শ শতকে হাফসিদদের শাসনকালে মসজিদটি পুনর্নির্মাণ এবং সংস্কারের সম্মুখীন হয়, যার মধ্যে এর মিনারের প্রথম নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, ২০শ শতাব্দীতে তিউনিসের রাষ্ট্রপতি হাবিব বুরগুইবার শাসনকালে মসজিদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কিছুটা কমে গেলেও, এটি এখনও তিউনিসীয় জনগণের কাছে একটি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে রয়েছে। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিসীয় বিপ্লবের পর মসজিদটিকে আবারও একটি স্বাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা এর ঐতিহ্য এবং শিক্ষা প্রদানকারীর মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করেছে। আল-জায়তুনা মসজিদ শুধু তিউনিসের নয়, পুরো ইসলামী বিশ্বের জন্য একটি ইতিহাসের প্রতীক। এর দীর্ঘ ইতিহাস, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এবং শিক্ষার চমকপ্রদ বৈচিত্র্য বিশ্বব্যাপী মানুষদের কাছে আকর্ষণীয়। মসজিদটি একটি সভ্যতার সাক্ষী যা ইসলামী সভ্যতার অমূল্য রত্নগুলোর অন্যতম। আজও আল-জায়তুনা মসজিদ তিউনিস শহরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক অমর চিহ্ন হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর হাজার বছরের ইতিহাস, পুনর্নির্মাণের নানা পর্যায় এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত দান, আজও বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর জন্য এক মহামূল্যবান হেরিটেজ হিসেবে পরিচিত। ☒

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

## কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

# দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

# জানুয়ারি

| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ঈশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ০৫ : ২০ | ০৬ : ৪০ | ১২ : ০২ | ০৩ : ০৩ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪৪ |
| ০২ | ০৫ : ২১ | ০৬ : ৪০ | ১২ : ০২ | ০৩ : ০৪ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪৪ |
| ০৩ | ০৫ : ২১ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ০৩ | ০৩ : ০৪ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪৫ |
| ০৪ | ০৫ : ২১ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ০৩ | ০৩ : ০৫ | ০৫ : ২৫ | ০৬ : ৪৫ |
| ০৫ | ০৫ : ২২ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ০৪ | ০৩ : ০৫ | ০৫ : ২৬ | ০৬ : ৪৬ |
| ০৬ | ০৫ : ২২ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ০৪ | ০৩ : ০৬ | ০৫ : ২৬ | ০৬ : ৪৭ |
| ০৭ | ০৫ : ২২ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ০৫ | ০৩ : ০৭ | ০৫ : ২৭ | ০৬ : ৪৭ |
| ০৮ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৫ | ০৩ : ০৭ | ০৫ : ২৮ | ০৬ : ৪৮ |
| ০৯ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৬ | ০৩ : ০৮ | ০৫ : ২৯ | ০৬ : ৪৮ |
| ১০ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৬ | ০৩ : ০৯ | ০৫ : ২৯ | ০৬ : ৪৯ |
| ১১ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৬ | ০৩ : ০৯ | ০৫ : ৩০ | ০৬ : ৫০ |
| ১২ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৭ | ০৩ : ১০ | ০৫ : ৩১ | ০৬ : ৫০ |
| ১৩ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৭ | ০৩ : ১১ | ০৫ : ৩১ | ০৬ : ৫১ |
| ১৪ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৮ | ০৩ : ১১ | ০৫ : ৩২ | ০৬ : ৫২ |
| ১৫ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৮ | ০৩ : ১২ | ০৫ : ৩৩ | ০৬ : ৫২ |
| ১৬ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৮ | ০৩ : ১৩ | ০৫ : ৩৪ | ০৬ : ৫৩ |
| ১৭ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৯ | ০৩ : ১৩ | ০৫ : ৩৪ | ০৬ : ৫৪ |
| ১৮ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৯ | ০৩ : ১৪ | ০৫ : ৩৫ | ০৬ : ৫৪ |
| ১৯ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৯ | ০৩ : ১৫ | ০৫ : ৩৬ | ০৬ : ৫৫ |
| ২০ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ১০ | ০৩ : ১৫ | ০৫ : ৩৬ | ০৬ : ৫৫ |
| ২১ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ১০ | ০৩ : ১৬ | ০৫ : ৩৭ | ০৬ : ৫৬ |
| ২২ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ১০ | ০৩ : ১৭ | ০৫ : ৩৮ | ০৬ : ৫৭ |
| ২৩ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ১০ | ০৩ : ১৭ | ০৫ : ৩৯ | ০৬ : ৫৭ |
| ২৪ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ১১ | ০৩ : ১৮ | ০৫ : ৩৯ | ০৬ : ৫৮ |
| ২৫ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ১১ | ০৩ : ১৮ | ০৫ : ৪০ | ০৬ : ৫৯ |
| ২৬ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ১১ | ০৩ : ১৯ | ০৫ : ৪১ | ০৬ : ৫৯ |
| ২৭ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ১১ | ০৩ : ২০ | ০৫ : ৪১ | ০৭ : ০০ |
| ২৮ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪০ | ১২ : ১২ | ০৩ : ২০ | ০৫ : ৪২ | ০৭ : ০০ |
| ২৯ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪০ | ১২ : ১২ | ০৩ : ২১ | ০৫ : ৪৩ | ০৭ : ০১ |
| ৩০ | ০৫ : ২২ | ০৬ : ৪০ | ১২ : ১২ | ০৩ : ২১ | ০৫ : ৪৪ | ০৭ : ০১ |
| ৩১ | ০৫ : ২২ | ০৬ : ৩৯ | ১২ : ১২ | ০৩ : ২২ | ০৫ : ৪৪ | ০৭ : ০২ |

# الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش
# ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

## ভর্তি চলছে

**Spring Semester 2025**

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

## ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

৫০% টিউশন ফি ছাড়

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

## মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)

  Master of Business Administration (MBA-Regular)

  Master of Business Administration (MBA-Executive)

## বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

**THE WEEKLY ARAFAT,** REG. DA.60 ■ PRICE Tk.

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত